প্রকাশনার ৮০ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১৪, ১৫ ◆ (২৬ এপ্রিল - ২ মে) (৩-৯ মে), ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

শ্রমিক দিবস ও বিশ্ব আহ্বান দিবস সংখ্যা

যাজকীয় জীবনের আনন্দ ও চ্যালেঞ্জ

একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে

করোনা ভাবনা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,

আপনি কি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র একজন নিয়মিত গ্রাহক হতে ইচ্ছুক? সাপ্তাহিক প্রতিবেশী দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে লালন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে তুলেছে **'প্রতিবেশী পরিবার'**। প্রতিবেশী পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য আপনাকে স্বাগত জানাই।

– : গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী : –

- বছরের যে কোন সময় পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়।
  গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার যোগে/বিকাশের মাধ্যমে অথবা সরাসরি অফিসে এসে পরিশোধ করা যাবে। মনে রাখবেন, টাকা পাওয়া মাত্রই আপনার ঠিকানায় পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
- চেকে (Cheque) চাঁদা পরিশোধ করতে চাইলে **THE PRATIBESHI** নামে চেক ইস্যু করুন।
- গ্রাহকের পুরো নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে।
- স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথেই তা আমাদের জানাতে হবে।

বিকাশ নাম্বার : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২

ডাক মাসুলসহ বার্ষিক চাঁদা

বাংলাদেশ	৩০০ টাকা
ভারত	ইউএস ডলার ১৫
মধ্যপ্রাচ্য/এশিয়া	ইউএস ডলার ৪০
ইউরোপ/যুক্তরাজ্য/যুক্তরাষ্ট্র/অস্ট্রেলিয়া	ইউএস ডলার ৬৫

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিজ্ঞাপনের হার

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে সকল গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভেচ্ছা। বিগত বছরগুলো আপনারা প্রতিবেশীকে যেভাবে সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যাশা রাখি এ বছরও আপনাদের প্রচুর সমর্থন পাবো।

১. শেষ কভার

ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১২,০০০/- (বার হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)

২. শেষ ইনার কভার

ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)

৩. প্রথম ইনার কভার

ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)

৪. ভিতরের সাদাকালো (যে কোন জায়গায়)

ক) সাধারণ পূর্ণ পাতা	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
খ) সাধারণ অর্ধেক পাতা	=	৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)
গ) সাধারণ কোয়ার্টার পাতা	=	২,০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র)
ঘ) প্রতি কলাম ইঞ্চি	=	৫০০/- (পাঁচশত টাকা মাত্র)

যোগাযোগের ঠিকানা-
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ
অফিস চলাকালিন সময়ে : ৪৭১১৩৮৮৫
wklypratibeshi@gmail.com

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮০, সংখ্যা : ১৪, ১৫
২৬ এপ্রিল - ২ মে ▽ ৩ - ৯ মে, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
১৩ - ৯ বৈশাখ ২০ - ২৬ বৈশাখ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ
জাসিন্তা আরেং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.wklypratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

বিশ্বস্ত, পরিশ্রমী ও নিঃস্বার্থপর কর্মী প্রয়োজন

১ মে সর্বজনীনভাবে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পালন করা হয়। শ্রমজীবী মানুষের প্রতি ভালবাসা, সম্মান, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানানোর সাথে সাথে বিশ্বের খেটে খাওয়া মানুষের অবদানকেও স্বীকার করা হয়। শ্রমিকেরা আছে বলেই পৃথিবী চলমান। এ জগতে আমরা প্রত্যেকেই কোন না কোন ভাবে শ্রমিক। কেউ দায়িত্বপূর্ণ কাজ দায়সারা ভাবে করে আবার কেউ নগণ্য কাজ দরদ দিয়ে করে। তবে যার যার কাজে বিশ্বস্ত ও সৎ থেকে আমরা বিশ্বের মঙ্গল ও কল্যাণ করতে পারি। শ্রমিকদেরকে পরিশ্রমী ও বিশ্বস্ত হয়ে ওঠার জন্য নীরবকর্মী ও পরিশ্রমী সাধু যোসেফকে শ্রমিকদের প্রতিপালক হিসেবে উপহার দেওয়া হয়েছে।

একেকজনকে একেক কাজ করার জন্য ঈশ্বর আহ্বান করেন। কিন্তু কখনো কখনো একজনকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাজ করার আহ্বান করেন ঈশ্বর। তবে ঈশ্বর সবাইকেই আহ্বান করেন। আর সে আহ্বান বুঝে সাড়াদান করাই একজন ব্যক্তির সাহসিকতার পরিচয়। বর্তমান করোনাভাইরাসের বিভীষিকাময় সময়ে স্বাস্থ্যসেবাকারী, পুলিশ-সেনা, মিডিয়াকর্মীরা তাদের প্রতি যে আহ্বান তাতে বিশ্বস্থ থেকে মানুষের জীবন রক্ষা করতে যে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন তার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে প্রকাশ করছেন। এ বিপদসংকূল অবস্থায় যারা মানুষের কল্যাণে এগিয়ে যায় তারাই ঈশ্বর সন্তান। এমনিভাবে সবসময় ঈশ্বরের বাণী ও খ্রিস্টের ভালবাসাকে সমস্ত জগতে ছড়িয়ে দেবার জন্য কিছু নারী-পুরুষকে ঈশ্বর আহ্বান করেন। তবে সে আহ্বানে একজন ইতিবাচক বা নেতিবাচক উভয়ক্ষেত্রেই স্বাধীনভাবে সাড়া দিতে পারেন। তবে ঈশ্বর সকলকে তাঁর আনন্দময় জীবনের সঙ্গী হতে আহ্বান করেন। মাণ্ডলীক উপাসনা বর্ষে পুনরুত্থান কালের চতুর্থ রবিবারে পালন করা হয় বিশ্ব আহ্বান দিবস। এ বছর তা পালিত হবে ৩ মে। এ বছর করোনাভাইরাসের কারণে দিবসটি ঘটা করে পালিত না হলেও সকলের জন্য ঐশ আহ্বান কিন্তু সর্বদাই বিদ্যমান। কিন্তু আমরা পার্থিব সুখে এবং সাংসারিক কাজে এতই নিমগ্ন থাকি যে, ঈশ্বরের আহ্বান শুনতে পাই না। অথবা শুনেই অবহেলায়, প্রলোভনে পড়ে অন্তর থেকে তা হারিয়ে ফেলি। ঈশ্বর যেমন তাঁর প্রিয় পুত্র যিশুকে বাণী প্রচারের জন্য অভিষিক্ত করেছেন তেমনিভাবে যিশুও চান আমরা যেন অভিষিক্ত হয়ে দীন দরিদ্রদের কাছে মঙ্গলবার্তা প্রচার করি। আমরা প্রত্যেকে আমাদের নিজস্ব আহ্বান আবিষ্কার করতে পারি আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে। কেননা আমরা সকলেই আহূত প্রভুর সাক্ষ্য বাণী বহন করার জন্য। সরাসরি না পারলেও খ্রিস্টভক্তগণ তাদের ব্যক্তিগত কাজের মাধ্যমে, প্রার্থনায়, দানে, ত্যাগে ধর্মীয় জীবন আহ্বানে সহায়তা করতে পারে।

যাজকীয় ও উৎসর্গীকৃত জীবনে নব নব আহ্বানের জন্য প্রভুর কাছে অনুরোধ করতে হয় সবাইকে। মণ্ডলীতে বিদ্যমান প্রতিটি ধর্মপল্লীর সমাজ, সংগঠন এবং প্রার্থনার দলগুলোও আহ্বান বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা ও কাজ করবে। ভক্তগণ প্রার্থনা করবে যাতে তাদের যাজক ও সন্ন্যাসব্রতীগণ মঙ্গলসমাচারের প্রেমে প্রজ্জ্বলিত হয়ে ঈশ্বরের দয়াপূর্ণ ভালবাসার জীবন্ত নিদর্শন হতে পারেন। যাজকীয় ও ব্রতীয় জীবনের সৌন্দর্য ও পূর্ণতা হলো বাধ্যতা, কৌমার্য ও দরিদ্রতার মধ্যে। শুধু এ ব্রতগুলো পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে তা যাপন করতে হবে। বর্তমান সময়ের বস্তুবাদ, ভোগবাদ ও ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার মধ্যে জীবনযাপন করার ফলে যাজকীয় ও ব্রতীয় জীবনের আহ্বান সব দেশেই কমে আসছে। আমাদের দেশে যাজকপ্রার্থীসহ ব্রতীয় জীবনের জন্য প্রার্থীদের সংখ্যা সন্তোষজনক হলেও গুণগত মান ও নিবেদনের মনোভাবটা নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করার সময় এখনই। নিঃস্বার্থ সেবাদানে আরো যেমনি নিবেদিত হতে হবে তেমনি বর্তমান বাস্তবতায় বাণীপ্রচারে আরো পরিশ্রমী ও সৃজনশীল হতে হবে বর্তমান সময়ের যাজক ও উৎসর্গীকারী জীবনব্রতীদের।

সমাজ, দেশ ও মণ্ডলী গঠনে সবার শ্রম রয়েছে। শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা ভরে স্মরণ করি দেশ ও জাতির জন্য শ্রমিকদের সকল অবদান। দেশের ও প্রবাসের সকল শ্রমজীবী মানুষ নিরাপদে ও শান্তিতে থাকুক। শ্রমিকদের প্রতিপালক সাধু যোসেফ তাদের মঙ্গল করুন। ✝

"যিশু তাদের বললেন, 'বৎস তোমরা কিছু ধরেছ কি?' তাঁরা তাঁকে উত্তর দিলেন, 'না।' তিনি তাদের বললেন, 'নৌকার ডান দিকে জাল ফেল, মাছ পাবে।' তাই তাঁরা জাল ফেললেন এবং প্রচুর মাছের কারণে জালটা আর টেনে তুলতে পারছিলেন না। (যোহন ২১:৫-৬)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : weekly.pratibeshi.org

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৬ এপ্রিল - ২ মে, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

২৬ এপ্রিল, রবিবার

শিষ্য চরিত ২: ১৪, ২২-৩৩, সাম ১৬: ১-২, ৫, ৭-১০, ২-১১, ১ পিতর ১: ১৭-২১

২৭ এপ্রিল, সোমবার

শিষ্যচরিত ৬: ৮-১৫, সাম ১১৯: ২৩-২৪, ২৬-২৭, ২৯-৩০, যোহন ৬: ২২-২৯

২৮ এপ্রিল, মঙ্গলবার

সাধু পিতর শ্যানেল, যাজক ও সাক্ষ্যমর, স্মরণ দিবস

সাধু লুইস গ্রিনিয়ন ডি মন্টফোর্ট, যাজক, স্মরণ দিবস

শিষ্যচরিত ৭: ৫১-৮: ১, সাম ৩১: ২-৩, ৫, ৭, ১৬, ২০, যোহন ৬: ৩০-৩৫

২৯ এপ্রিল, বুধবার

সিয়েনার সাধ্বী ক্যাথারিনা, কুমারী ও আচার্য, স্মরণ দিবস

শিষ্যচরিত ৮: ১-৮, সাম ৬৬: ১-৭, যোহন ৬: ৩৫-৪০

৩০ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার

সাধু পঞ্চম পিয়ুস, পোপ, স্মরণ দিবস

শিষ্যচরিত ৮: ২৬-৪০, সাম ৬৬: ৮-৯, ১৬-১৭, ২০, যোহন ৬: ৪৪-৫১

১ মে, শুক্রবার

আদর্শ শ্রমিক সাধু যোসেফ, পর্ব

শিষ্যচরিত ৯: ১-২০, যোহন ৬: ৫১-৫৯, সাম ১১৭: ১-২

২ মে, শনিবার

সাধু আথানাসিউস, বিশপ ও আচার্য, স্মরণ দিবস

শিষ্যচরিত ৯: ৩১-৪২, সাম ১১৬: ১২-১৭, যোহন ৬: ৬০-৬৯

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৬ এপ্রিল, রবিবার

+ ১৮৫৭ ফা. লুইস ভেরিতে, সিএসসি
+ ১৯৩৩ সি. এম. মওরুস, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৬৩ ব্রা. এটিয়েন টর্ডি, সিএসসি
+ ১৯৯৫ সি. অডিলিয়া লেগল্ট, সিএসসি
+ ২০০৪ সি. গাব্রিয়েল্লা কুজুর, সিআইসি (দিনাজপুর)

২৭ এপিল, সোমবার

+ ১৯৯৫ সি. মেরী তেরেজা, পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)

২৮ এপ্রিল, মঙ্গলবার

+ ১৯২০ ফা. মাইকেল ফাল্লিজ, সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৫ ব্রা. কন্সটান্ট ব্রয়লার্ড, সিএসসি (চট্টগ্রাম)

২৯ এপ্রিল, বুধবার

+ ১৯৭৮ বিশপ দান্তে বাত্তালিয়েরিন, এসএক্স (খুলনা)
+ ১৯৮৮ ফা. এলবার্ট ব্লিউ, সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০০০ ফা. আমাতোরে অর্তিকো, পিমে (দিনাজপুর)

১ মে, শুক্রবার

+ ১৯৭০ ফা. সেন্ট মার্টিন, সিএসসি

২ মে, শনিবার

+ ১৯৪৫ ফা. ভ্যালেন্টিনো বেলগেরি, পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৪৬ সি. ইউলালি মানস্যো, সিএসসি

মহামারী করোনার পর সমবায় খাতকেও প্রণোদনার আওতায় আনা জরুরী

বর্তমানে সারাবিশ্ব নভেল করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) কারণে একটি ক্রান্তিকালের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। করোনা ভাইরাস মানব মৃত্যুর পর সবচেয়ে বড় আঘাত হানতে যাচ্ছে অর্থনীতির উপর। সারাবিশ্বের বোদ্ধারা বিশ্ব অর্থনীতির উপর করোনার আঘাতকে সবচেয়ে বড় হুমকি হিসেবে দেখছেন। বাংলাদেশের মতো একটি জনবহুল দেশে করোনার আঘাত যে আরো কত ভয়ঙ্কর তা নিয়ে সরকারসহ সকলেই শঙ্কিত। করোনা মহামারী চলাকালীন সময়ে এবং পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি বড় ধরণের ক্ষতির মুখে পড়বে তা সহজেই অনুমেয়। সাধারণ মানুষ আর্থিক দৈনত্যতায় দিশা হারিয়ে ফেলবে বলেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনেকগুলো পদক্ষেপ নিয়েছেন। তার মধ্যে একটি হলো প্রণোদনা প্রদান।

তিনি সম্প্রতি প্রেস ব্রিফিংয়ে ঘোষণা দিয়েছেন যে, করোনাভাইরাসের (কোভিড-১৯) প্রকোপের কারণে দেশের অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের জন্য কৃষি ও খাদ্যনিরাপত্তায় জড়িত মানুষকে ৯২ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা দেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী আক্রান্তদের দিনরাত সেবাদান করছেন যে ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী তাদের প্রতি বাড়িওয়ালাসহ যেকোনো মানুষকে সদয় আচরণের আহ্বান জানিয়েছেন এবং তাদের জন্যও প্রণোদনা ঘোষণা করেছেন। সরকার প্রধান তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্তের মাধ্যমে হতদরিদ্র ও শ্রমজীবী মানুষের সহায়তায় মমতার হাত প্রসারিত করেছেন। তিনি এও বলেছেন, প্রয়োজনে উন্নয়ন প্রকল্পের বাজেট থেকে হলেও বর্তমান জরুরি পরিস্থিতির মোকাবিলা করা হবে। তিনি আরো বলেছেন, সরকারের প্রদত্ত সাহায্য কোনো ব্যক্তি বা মহল অবৈধভাবে তসরুফ করলে তার দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন ধনাঢ্য ব্যক্তি, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অর্থ সাহায্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর হাতকে করেছেন শক্তিশালী। সরকারের প্রণোদনা প্রদান বিভিন্ন সেক্টরে আশার সঞ্চার করেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলা পুনর্গঠনের জন্য শক্তিশালী খাত হিসেবে সমবায়কে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই তিনি সমবায়কে সংবিধানে মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সাথে সাথে সমবায় এগিয়েও গেছে। বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কণ্যা শেখ হাসিনাও এই খাতের গুরুত্ব অনুধাবন করে সমবায় আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। যে কারণে বর্তমানে সারাদেশে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধিত সমবায় সমিতি রয়েছে ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ৯ শত ৩০টি। বিভিন্ন ক্যাটাগরির সমবায়ে সদস্য সংখ্যা রয়েছে ১ কোটি ১২ লক্ষ ৪৩ হাজার ১শত জন। *(তথ্য: সমবায় অধিদপ্তর)* কিন্তু সমবায় সমিতির বিভিন্ন প্রডাক্ট ও প্রকল্পের মাধ্যমে সৃষ্ট উপকরণ ও সুবিধার সুফল লাভ করছে সারা দেশের মানুষ। দেশের আর্থিক উন্নতি ও অর্থনীতির বুনিয়াদ মজবুত করতে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক বেশি ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।

দেশের বেশির ভাগ জনগোষ্ঠির মধ্যে নিম্ন মধ্যবিত্ত ও প্রান্তিক শ্রেণির মানুষই সমবায় সমিতির সদস্য। সুতরাং সমবায় এমন একটি প্লাটফর্ম যার মাধ্যমে করোনাকালীন সংকটের কারণে প্রদেয় সরকারের প্রণোদনা প্রান্তিক মানুষের কাছে স্বচ্ছ ও সহজে পৌঁছে যাবে। তাই সমবায় সেক্টরই হতে পারে সহযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র।

করোনার কারণে বিভিন্ন শিল্প, কারখানা ক্ষতির মুখে পরার পাশাপাশি সমবায়ও বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হবে। সরকার গামের্ন্টস ও রপ্তানী খাতের প্রণোদনা হিসেবে ৫ হাজার কোটি টাকা বিতরণের রূপরেখা নির্ধারণ করেছেন। গার্মেন্টস সেক্টরে প্রায় ৫০ লাখ কর্মী রয়েছে। অপর দিকে সমবায়ের সাথে জড়িত রয়েছে কোটিরও বেশি মানুষ। সমবায়ী প্রতিষ্ঠান ও সদস্যরাও করোনার প্রভাবে দিশেহারা হয়ে পড়বে। তাই সরকারের পক্ষ থেকে সমবায় প্লাটফর্মের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। সরকার যে প্রণোদনা প্যাকেজের ব্যবস্থা করেছে, সমবায় সেক্টরকেও সেই প্যাকেজের আওতায় নিয়ে আসা প্রয়োজন।

করোনা পরবর্তী সময়ে সরকার সমবায়ের কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ নজর দিলে প্রান্তিক ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণি সত্যিকার উপকারভোগী হবে। ব্যাংক বা সরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৩ থেকে ৫ শতাংশ সুদের মাধ্যমে অর্থ যোগান দেওয়া, সমবায় সমিতির আয়ের উপর সরকারের নির্ধারিত ১৫ শতাংশ ট্যাক্স রহিত করা এবং হত দরিদ্র সমবায়ীদের সরকারী খাদ্য কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত করা। তবেই সত্যি হয়ে উঠবে ‘বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন’ শ্লোগান।

ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া

৫৭তম বিশ্ব আহ্বান দিবস উপলক্ষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের বাণী

প্রিয় ভাইবোনেরা,

গত বছরের ৪ আগস্ট, আর্স নগরের পালক সাধু জন মেরী ভিয়ান্নীর’ ১৬০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আমি সকল পুরোহিতদের জন্য একটি বিশেষ প্রৈরিতিক পত্র লিখতে মনস্থির করেছিলাম, যারা প্রভুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঐশজনগণের সেবার্থে তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

এই উপলক্ষে আমি মূলতঃ চারটি শব্দ বেছে নিয়েছিলাম **: দুঃখ-যন্ত্রণা, কৃতজ্ঞতা, অনুপ্রেরণা এবং প্রশংসা** - যা যাজকদের প্রতিদিনের চিন্তার পদ্ধতি ও সেবা কাজের সহায়কস্বরূপ। আমি বিশ্বাস করি যে, মঙ্গলসমাচারের সেই অতীত ঘটনা, ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ গালিল সাগরের মধ্যে যিশু ও পিতরের যে অনন্য অভিজ্ঞতা *(দ্রঃ মথি ১৪:২২-২৩)*, তা ঐশ জনগণের সকলের উদ্দেশ্যেই বলা উচিত। বিশেষ করে, বিশ্ব আহ্বানের জন্য প্রার্থনার এই ৫৭তম দিবস উপলক্ষে।

অনেক লোকের সামনে অলৌকিকভাবে রুটি বৃদ্ধি করার পর যিশু তাঁর শিষ্যদের নির্দেশ দিয়েছিলেন সাগরের অন্যপাড়ে যাওয়ার জন্য। আর ইতোমধ্যে তিনি লোকদের বিদায় করে দিয়েছিলেন। শিষ্যদের দ্বারা হ্রদ পার হওয়ার উপমা কাহিনীটি আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত জীবনের যাত্রা পথকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আসলেই আমাদের জীবন-তরী খুব ধীরগতিতে অগ্রসরমান। অশান্ত চিত্তে এই জীবন তরী একটা নিরাপদ স্বর্গ খোঁজে এবং সমুদ্রের বিপদ ও প্রতিশ্রুতি সমূহের মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। একই সাথে এই নৌকা তার কাণ্ডারীর উপর বিশ্বাস রাখে যে এটা সময় মতো সঠিক গন্তব্যস্থানে নোঙ্গর করবে। মাঝে মাঝে যদিও নৌকাটা তীব্র স্রোতে ভেসে যেতে পারে, বাতিঘরের পরিবর্তে মরিচিকা দ্বারা অন্যদিকে মোর নিতে পারে, কিংবা নানান সমস্যা, সন্দেহ বা ভয়রূপ ঝড়ের কবলে পড়ে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেতে পারে।

যারা নাজারেথের শিক্ষাগুরুকে অনুসরণ করতে আহূত হয়েছে, তাদের হৃদয় গভীরেও অনুরূপ কিছু ঘটে থাকে। প্রভুর শিষ্য হওয়ার জন্য তাদের অনেক কিছু অতিক্রম করতে হয়। এমন কি নিজেদের জীবনের নিরাপত্তাও বিসর্জন দিতে হয়। ঝুঁকি গ্রহণ করা তাদের জীবনের বাস্তবতা : রাত্রির অবসান, ঝড়ো হাওয়ার গর্জন, ঢেউ তাড়িত নৌকা, ব্যর্থতার ভয়, আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য অযোগ্যতা ইত্যাদি বিষয়গুলো তাদেরকে ভয়ে অভিভূত করতে পারে।

মঙ্গলসমাচার আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এই সব প্রতিকূল যাত্রার মধ্যে আমরা একা নই। রাত্রির অন্ধকারে ভোরের প্রথম আলোকরশ্মির মতো উত্তাল ঢেউয়ের উপর হেঁটে প্রভু আসেন শিষ্যদের সঙ্গ দিতে। তিনি পিতরকে আমন্ত্রণ জানান ঢেউযুক্ত জলের উপর তাঁর সঙ্গে হাঁটাহাঁটি করতে। ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলে তিনি পিতরকে উদ্ধার করেন এবং নৌকায় উঠেই তিনি সাগরের উত্তাল ঢেউকে শান্ত করেন।

তাই বলা যায়, আহ্বানের প্রথম শব্দ হচ্ছে কৃতজ্ঞতা। সঠিক পথ বেছে নেওয়া আমাদের নিজেদের ব্যাপার নয় কিংবা এটা সেই পথের উপরও নির্ভর করে না যাত্রা করার জন্য যা আমরা স্থির করেছি। আমরা বিচ্ছিন্ন ভাবে একক সিদ্ধান্তে যা করি, তা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন যাত্রা, যেভাবে আমরা জীবনে পূর্ণতা খুঁজে পাই। সর্বোপরি এটা হচ্ছে উর্ধ্বলোক থেকে আসা আহ্বানে সাড়া দেওয়া। প্রভু নিজেই আমাদের গন্তব্যস্থান সাগরের অন্য পাড় স্থির করে রেখেছেন এবং নৌকায় উঠার সাহস যুগিয়েছেন। তিনি নিজেই হয়েছেন আমাদের জীবন নৌকার মাঝি। তিনিই আমাদের নিত্য সঙ্গী ও পথ প্রদর্শক। সিদ্ধান্তহীনতার দৌঁড়ে প্রচ্ছন্ন বিপদের প্রতিবন্ধকতা তিনিই দূর করে দেন। এমন কি অশান্ত জলের উপর হাঁটা চলা করার জন্যও তিনি আমাদের সক্ষম করে তোলেন।

প্রত্যেক আহ্বান জন্ম নেয় সেই স্থির দৃষ্টির মধ্যে, যা দিয়ে প্রভু আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন এবং খুব সম্ভবত সেই দুঃসময়ে, যখন আমাদের জীবন নৌকা ঝড়ের কবলে পড়ে চূর্ণবিচূর্ণ হওয়ার উপক্রম হয়। “আহ্বান, যা আমাদের নিজস্ব বেছে নেওয়ার উর্ধ্বে- তা হলো আমাদের অযোগ্যতা সত্ত্বেও প্রভুর ডাকে সাড়া দেওয়া” *(যাজকদের প্রতিপত্র ৪ আগষ্ট, ২০১৯)*। প্রভুর এই আহ্বান আবিস্কার ও গ্রহণ করতে আমরা তখনি সক্ষম হই, যখন কৃতজ্ঞতায় আমাদের হৃদয় দুয়ার উন্মুক্ত করি এবং আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে ঈশ্বর প্রভুর বিচরণ অনুভব করি।

যিশুকে সাগরের জলের উপর হাঁটতে দেখে শিষ্যরা প্রথমে তাঁকে ভূত মনে করে ভয় পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গেই তাদের

অভয় দিয়ে বলেছিলেন, *"ভয় পেয়ো না, এতো আমিই" (মথি ১৪:২৭)।* তাহলে এটাই সেই দ্বিতীয় কথা যা আমি তোমাদের বলতে মনস্থ করেছিলাম : **অভয়দান বা অনুপ্রেরণা দেওয়া।**

প্রায়ই কিছু ভূত আমাদের যাত্রাপথ, আমাদের বেড়ে উঠা, প্রভুর দেখানো পথে চলার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে, আমাদের হৃদয়কে অশান্ত করে তোলে। যখন আমাদেরকে জীবনের নিরাপদ তীর ত্যাগ করতে বলা হয় এবং নিজস্ব জীবন অবস্থা যেমন-বিবাহিত জীবন, যাজকীয় জীবন, নিবেদিত জীবন ইত্যাদি গ্রহণ করতে বলা হয়, তখনি "অবিশ্বাসরূপ ভূত" আমাদের মধ্যে প্রথম প্রতিক্রিয়া শুরু করে: এই আহ্বান আসলে আমার জন্য নয়। এই পথ কি আমার প্রকৃত পথ? প্রভু কি সত্যি চান যে আমি এটা করি?

আমাদের জীবনবোধ ও বিচার বিবেচনায় এই চিন্তা গুলি ক্রমাগত বেড়ে উঠে; যা আমাদের প্রতিজ্ঞাগুলো নিঃশেষ করে দিতে পারে। এগুলো আমাদেরকে উদ্‌ভ্রান্ত ও অসহায় অবস্থায় সেই পুরাতন সাগর তীরে ফেলে চলে যেতে পারে যেখান থেকে আমরা জীবন শুরু করেছিলাম। আমরা মনে মনে ভাবি- হয় তো জীবনে বিরাট বড় ভুল করে ফেললাম, হয়তো চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মতো সামর্থ আমার নেই কিংবা হঠাৎ একটা ভূত দেখলাম যা তাড়ানো দরকার।

প্রভু জানেন যে, বিবাহিত জীবন বা বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত নিবেদিত জীবন বেছে নেওয়ার মতো মৌলিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অনেক সাহস দরকার। তিনি জানেন সেই উত্তাল জীবন নৌকার মধ্যে আমাদের সেই প্রশ্ন, সেই সন্দেহ, সেই কঠিন বাস্তবতা। আর তাইতো তিনি আশ্বস্ত করে বলেন, "সাহস ধরো, এ তো আমিই"।

যাজকদের জন্য পত্রে আমি দুঃখ-যন্ত্রণার বিষয়েও কথা বলেছি। কিন্তু এখানে আমি একটু অন্যভাবে এই শব্দটা বলতে চাই- ক্লান্তি বা অবসাদ হিসাবে। প্রত্যেক আহ্বান দায়িত্ব আনয়ন করে। পিতরকে যিশু যেমন বলেছিলেন "জলের উপর হাঁট", তেমনিভাবে তিনি আামদেরকেও কর্মক্ষম করে তোলার জন্য ডাক দেন। অন্য কথায়, মঙ্গলবাণীর সেবার্থে নিয়োজিত করার জন্য তিনি আমাদের জীবনের দায়িত্ব নেন। তারপরও সাধু পিতরের মতোই আমাদের আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দীপনার সঙ্গে আমাদের ব্যর্থতা ও ভয়ও সঙ্গে একসাথে বিদ্যমান।

বিবাহিত জীবনে হোক বা যাজকীয় জীবনেই হোক, আমরা যদি বিভিন্ন দায়িত্ব কর্তব্যের বোঝার ভারে নিজেদের নিরুৎসাহিত করে তুলি, তবে অতি দ্রুত আমরা যিশুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে নিজেদের সরিয়ে নেই এবং পিতরের মতো জলে ডুবতে শুরু করি। অন্যদিকে নশ্বরতা ও দরিদ্রতা সত্ত্বেও বিশ্বাস আমাদেরকে পুনরুত্থিত যিশুর দিকে হাঁটতে সক্ষম করে তোলে। যতবার ক্লান্তি ও ভয় আমাদের ডুবাতে শুরু করে, ততবারই যিশু আমাদের হাত ধরে টেনে তুলেন। তিনি আমাদেরকে প্রবল আগ্রহ দান করেন, যা আমাদের আহ্বান জীবনকে আনন্দময় ও উৎসাহপূর্ণ করার জন্য অতীব প্রয়োজন।

অবশেষে যিশু যখন নৌকায় উঠে পড়লেন, তখনি বাতাস থেমে গেল, ঢেউ শান্ত হল। আমাদের জীবনের অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও দুর্যোগময় সময়ে যিশু আমাদের জন্য কি করতে পারেন তারই একটা চমৎকার উপমা আমরা পেতে পারি এ ঘটনা থেকে। তিনি ঐ ঝড়ো বাতাসগুলি শান্ত করেন, যেন মন্দশক্তি, ভয়, পদত্যাগ ইত্যাদি আমাদের জীবনে আর প্রভাব ফেলতে না পারে।

ঝঞ্ঝা- বিক্ষুব্ধ জলের উপর ভাসমান থাকলেও আমাদের জীবন ঐশ প্রশংসার জন্য সদা উন্মুক্ত। আহ্বান বিষয়ে এটাই আমাদের সর্বশেষ শব্দ এবং এটা হচ্ছে ধন্যা কুমারী মারীয়ার অন্তর-স্বভাবে মনোনিবেশ করার একটা আহ্বান। মারীয়া কৃতজ্ঞ কারণ প্রভু তাঁর দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন। শত ভয় ও বিপদের মধ্যেও তিনি বিশ্বস্ত। তিনি সাহসের সাথে তাঁর ঐশ আহ্বানকে আলিঙ্গন করেছেন এবং তাঁর জীবনকে করে তুলেছেন প্রভুর প্রতি একটা চিরন্তন প্রশংসা-গীতি।

প্রিয় বন্ধুগণ, এই বিশেষ দিনে আমি খ্রিস্ট ম-লীকে অনুরোধ করি, সকল পালকীয় সেবাকর্মে আমরা যেন আহ্বান বৃদ্ধির জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাই। ধন্যা কুমারী মারীয়া আমাদের সহায় হোন এবং আমাদের জন্য অনুনয় করুন। তিনি যেন আমাদের বিশ্বাসী ভাইবোনদের হৃদয় স্পর্শ করেন। সকল বিশ্বাসী ভক্ত যেন কৃতজ্ঞ অন্তরে তাদের জীবনে ঐশ আহ্বান আবিস্কার করতে সক্ষম হয়ে উঠে এবং ঐশ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে "হ্যাঁ" বলার সাহস পায়। তারা যেন খ্রিস্টের উপর বিশ্বাস রেখে সকল দুঃশ্চিন্তা জয় করতে পারেন এবং তাদের জীবনকে করে তুলতে পারেন ঈশ্বর ও ভাইবোনদের জন্য একটা বন্দনা গীতিকা।

রোম, সাধু যোহন লাতেরান

তপস্যাকালের ২য় রবিবার, ২০২০।

অনুবাদ: ফাদার রোদন হাদিমা

বিশ্ব আহ্বান দিবস উপলক্ষে পিএমএস জাতীয় পরিচালকের বাণী

খ্রিস্টেতে ভাইবোনেরা,

পুনরুত্থানকালের ৪র্থ রবিবার, ৩ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ মাতামণ্ডলী উদ্যাপন করতে যাচ্ছে ৫৭তম বিশ্ব-আহ্বান প্রার্থনা দিবস। এ দিবস উপলক্ষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস আমাদেরকে আহ্বান জানাচ্ছেন "দুঃখ-যন্ত্রণা, কৃতজ্ঞতা, অনুপ্রেরণা ও প্রশংসার মধ্য দিয়ে ঐশ আহ্বানে সাড়াদান" - বিষয়ের উপর ধ্যান করতে।

সমগ্র পৃথিবী আজ এক মহাদুর্যোগের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। করোনা ভাইরাসের বিষাক্ত ছোবলে চারিদিকে শুধু মৃত্যু, অসুস্থতা, অভাব, বেকারত্ব, হতাশা-নিরাশা সহ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক অস্থিরতা। এরূপ যুগ সন্ধিক্ষণে পবিত্র মঙ্গলসমাচার আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় প্রভু যিশুর সেই অভয় বাণী *:"সাহস হারিয়ো না! এ তো আমিই। কোন ভয় নেই তোমাদের" (মথি ১৪:২৭)*।

আমরা বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত মানুষদের পালকীয় যত্ন ও চিকিৎসা সেবা দিতে গিয়ে বিভিন্ন দেশের অনেক বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী, ডাক্তার ও নার্সগণ মারা গেছেন। তারা তাদের জীবন উৎসর্গের মধ্য দিয়ে আবারো প্রমাণ করলেন যে, "আহ্বান হলো ঈশ্বরের ভালবাসার দান", যে ভালবাসার তাগিদেই হাজার হাজার বিশ্বাসী ভাইবোনেরা ঐশ আহ্বানে সাড়া দিয়ে মানব সেবায় আত্মনিয়োগ করে। বর্তমান পৃথিবীর এই ক্রান্তিলগ্নে বিভিন্ন সেবাক্ষেত্রে কাজ করার জন্য আরো বেশী করে উদারমনা যুবক-যুবতীদের দরকার। তাই আসুন আমরা আহ্বান বৃদ্ধির জন্য আরো বেশী প্রার্থনা, ত্যাগস্বীকার ও আর্থিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেই যিশুর কথা মতো, "ফসল তো প্রচুর কিন্তু কাজ করার লোক অল্পই। তাই ফসলের মালিককে মিনতি জানাও, তিনি যেন তাঁর শস্যক্ষেতে কাজ করার লোক পাঠিয়ে দেন" *(মথি ৯ঃ৩৭-৩৮)*।

বিশ্ব আহ্বান দিবস উপলক্ষে দেওয়া তাঁর বিশেষ বাণীতে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন যে, প্রভুর আহ্বানে সাড়া দেওয়ার অর্থই হলো একটা ঝুঁকি গ্রহণ করা, নিজের জীবনের নিরাপত্তা বিসর্জন দেওয়া এবং একটা অনিশ্চয়তার পথে পা বাড়ানো। তবে এই সব প্রতিকূল যাত্রায় আমরা কখনো একা নই। তিনি বলেন, "রাত্রির অন্ধকারে ভোরের প্রথম আলোক-রশ্মির মতো সাগরের উত্তাল ঢেউয়ের উপর হেঁটে প্রভু আসেন শিষ্যদের সঙ্গ দিতে। তিনি পিতরকে আহ্বান করেন জলের উপর তাঁর সঙ্গে হাঁটতে। ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলে তিনি পিতরকে উদ্ধার করেন এবং নৌকায় উঠেই তিনি সাগরের উত্তাল ঢেউকে শান্ত করেন"।

খ্রিস্টেতে প্রিয়জনেরা, বাংলাদেশ মণ্ডলীতে আহ্বানের ক্ষেত্রে এখনও ঈশ্বরের প্রচুর আশীর্বাদ রয়েছে। উন্নত বিশ্বে আহ্বানের সংখ্যা হ্রাস পেলেও আমাদের দেশের গঠন গৃহগুলিতে সন্তোষজনক সংখ্যক প্রার্থী রয়েছে। তাদের গঠনদানে মাতা মণ্ডলী সর্বদা সক্রিয় এবং সচেতন রয়েছে। আমরা সবাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা, ত্যাগস্বীকার ও উদার আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে মণ্ডলীকে সাধ্যমত সহায়তা করছি। আশা রাখি, করোনা মহামারীর এই আর্থিক দুরাবস্থার সময়েও আমরা আমাদের সহযোগিতা অব্যাহত রাখবো।

বিশ্ব আহ্বান রবিবারের সংগৃহীত দানের পরিমান দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা আমাদের জন্য আশা ও আনন্দের বিষয়। আপনাদের সবার জ্ঞাতার্থে গত বছরের আহ্বান দিবসের অনুদানের পরিমাণ ধর্মপ্রদেশ ভিত্তিক নিম্নে দেওয়া হলঃ

ক্রমিক	ধর্মপ্রদেশ	পরিমান
১	ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ	২২৫,৫২৫.০০
২	চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশ	২৬,৬৭২.০০
৩	খুলনা ধর্মপ্রদেশ	১৭,৩০৭.০০
৪	দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশ	৪৮,১৭০.০০
৫	ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশ	৩১,০২৫.০০
৬	রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ	৬০,৮৭৩.০০
৭	সিলেট ধর্মপ্রদেশ	২১,২৬৮.০০
৮	বরিশাল ধর্মপ্রদেশ	২০,৯৫৪.০০
	মোট =	৪৫১,৭৫৪.০০

কথায়ঃ চার লক্ষ একান্ন হাজার সাত শত চুয়ান্ন টাকা মাত্র।

সার্বজনীন মাতা মণ্ডলীর সার্বিক মঙ্গলার্থে আপনাদের এই ঐকান্তিক প্রার্থনা, ত্যাগস্বীকার ও আর্থিক সহযোগিতার জন্য পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় এবং বাংলাদেশের সকল আর্চবিশপ ও বিশপগণের পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

খ্রিস্টেতে,

ফাঃ রোদন রবার্ট হাদিমা

জাতীয় পরিচালক, পিএমএস, বাংলাদেশ।

যাজকীয় জীবনের আনন্দ ও চ্যালেঞ্জ

ফাদার যোহন উত্তম রোজারিও

ভূমিকা: "প্রতিটি মহাযাজক মানুষের মধ্য থেকেই মনোনীত হন, এবং তিনি পরমেশ্বরের সেবাকার্যে মানুষের প্রতিনিধি-রূপেই নিযুক্ত হয়ে থাকেন, যাতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে তিনি অর্ঘ্য ও বলি নিবেদন করতে পারেন। যারা অজ্ঞ, যারা পথভ্রান্ত, তিনি তাদের সঙ্গে স্বভাবতই কোমল ভ্যবহার করতে পারেন, কারণ তিনি নিজেও যে নানা দুর্বলতায় আচ্ছন্ন, আর সেই দুর্বলতার জন্যে তাঁকে সকলের জন্যে যেমন, নিজের জন্যেও তেমনি পাপের প্রায়শ্চিত্ত-বলি উৎসর্গ করতে হয়" **(হিব্রু ৫:১-৩)**। কাথলিক মণ্ডলীতে স্বয়ং খ্রিস্টই হলেন মহাযাজক। তাঁর যাজকত্বের অংশীদার আমরা সকলেই। বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে আমরা সবাই যাজকত্বের মর্যাদা পেয়েছি। আবার যাজকবরণ সাক্রামেন্তের মাধ্যমে কাথলিক মণ্ডলীতে অনেকেই ঈশ্বর ও মানুষের সেবায় ব্রতী হওয়ার উদ্দেশ্যে ঐশআহ্বানে সাড়া দিয়ে যাজকীয় অভিষেক লাভ করেন। যারা যাজকীয় অভিষেক লাভ করেন তারা ম-লীতে অভিষিক্ত যাজক হিসেবে পরিচিত। অভিষিক্ত যাজকগণ কৌমার্য, দরিদ্রতা ও বাধ্যতার ব্রত গ্রহণ করেন। এই ব্রত পালনের মাধ্যমে তারা আদর্শ যাজকীয় জীবন যাপন করেন। আদর্শ যাজকীয় জীবন যাপনের দ্বারা তারা এ জীবনের প্রকৃত আনন্দ খুঁজে পান। কিন্তু যাজকীয় জীবনে যেমন আনন্দ রয়েছে তেমনি রয়েছে অনেক চ্যালেঞ্জ। সকল প্রকার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেই তারা ঈশ্বর ও মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। আর এর মাধ্যমেই তারা খুঁজে পান যাজকীয় জীবনের আসল আনন্দ। আনন্দ ও চ্যালেঞ্জে পরিপূর্ণ যাজকীয় জীবন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

১. যাজকীয় জীবনের আনন্দ

যাজকীয় জীবন এক আনন্দের জীবন। স্বর্গরাজ্য তথা ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি অগাধ ভালবাসার কারণে যাজকগণ স্বজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় এই জীবন বেছে নেয়। ভালবাসায়, আত্মত্যাগে, আত্মদানে, সেবাকাজে, আধ্যাত্মিক জীবন যাপনে, পালকীয় কাজে ও মঙ্গলবাণী প্রচারে তারা আনন্দ খুঁজে পান। এই আনন্দ প্রকৃত আনন্দ। এই আনন্দ সত্যানন্দ। এই আনন্দ প্রেমানন্দ। এর মধ্যে নেই কোন ভেজাল।

ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কের আনন্দ: ঈশ্বরের সাথে সংযুক্ত থাকাই প্রকৃত আনন্দ। ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ। প্রেমময় ঈশ্বরের সাথে যাজকগণ সুসম্পর্ক রাখেন তার দৈনন্দিন জীবনের প্রার্থনা, কথা ও কাজের মাধ্যমে। প্রভু যিশু পিতা ঈশ্বরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন তাঁর প্রার্থনা, ধ্যান ও কাজের মাধ্যমে। মাঝে মাঝেই তিনি নীরব-নিভৃতে চলে যেতেন ঈশ্বরের সাথে একান্তে সময় কাটানোর জন্য। এমনকি সারা রাতও তিনি প্রার্থনায় সময় কটিয়েছেন। গেৎসিমানী বাগানে চরম দুঃখের মধ্যেও তিনি ঈশ্বরের কাছে তাঁর প্রাণের আকুতি তুলে ধরেছিলেন। ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল হয়ে তিনি বলেছিলেন: " হে পিতা, সম্ভব হলে এই দুঃখের পানপাত্রখানি আমার সামনে থেকে দূর করে দাও।" কাথলিক ধর্মযাজকগণও সর্বদা ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল। তারা ঈশ্বরকে ভালবাসেন। যিশুকে ভালবাসেন। তাই তারা প্রতিদিন নিয়মিত প্রার্থনা করেন। প্রার্থনার মাধ্যমে তারা ঈশ্বরের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করেন। তারা প্রতিদিন খ্রিষ্টযাগ উৎসর্গ করেন। প্রাহরিক তথা মাণ্ডলিক প্রার্থনা করেন। প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগের মাধ্যমে তারা নিজের ও অন্যের জন্য সর্বদা প্রার্থনা করেন। ঈশ্বরের কাছে প্রতিদিন আত্মসমর্পণ করেন। দৈনন্দিন জীবনের সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা, সমস্যা, চ্যালেঞ্জ ইত্যাদি সব কিছুর মধ্য দিয়ে তারা জীবন যাপন করেন শুধু মাত্র ঈশ্বরের দেয়া আত্মিক শক্তির উপর নির্ভর করে। আর এর মধ্য দিয়ে তারা অন্তরে প্রচুর আনন্দ অনুভব করেন। প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগ উৎসর্গের মাধ্যমে তারা ঈশ্বরের সাথে মিলনাবদ্ধ থেকে যে আধ্যাত্মিক আনন্দ লাভ করেন সেই আনন্দই তাদের যাজকীয় জীবন যাপনের মূল প্রেরণাশক্তি।

জনগণের সাথে সম্পর্কের আনন্দ: যাজক হতে ইচ্ছুক কোন ছোট বালককে যদি প্রশ্ন করা হয়: 'তুমি কেন ফাদার হবে?' বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সে উত্তর দেয়: 'আমি ফাদার হয়ে মানুষের সেবা করব।' পরবর্তীতে দেখা যায়, এই বালকটি ফাদার হয়ে সত্যিই মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে। হ্যাঁ, এটিই সত্য যে, যাজকগণ সর্বদা মানুষের জন্যই সেবা কাজ করেন। সারা দিন তারা মানব কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত রাখেন। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ থেকে শুরু করে আধ্যাত্মিক, মানবিক, সামাজিক ইত্যাদি বিবিধ উন্নয়নমূলক কাজসহ যা কিছুর সাথেই তারা জড়িত থাকুন না কেন সমস্তই তারা পিতা ঈশ্বরের গৌরব বৃদ্ধি এবং মানুষের সার্বিক কল্যাণেই করে থাকেন। আর এ কারণে মানুষও তাদের সর্বদা আপন বলে ভাবেন। শ্রদ্ধা-সম্মান করেন। ভালবাসেন। মানুষের কাছ থেকে প্রাপ্ত শ্রদ্ধা, সম্মান ও ভালবাসা পেয়ে তারা অন্তরে নির্মল আনন্দ অনুভব করেন। মানুষের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে ও মানুষের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করে তারা অন্তরে অপরিসীম আনন্দ ও সুখ অনুভব করেন। ধনী, গরীব, উঁচু, নীচু সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষকেই তারা অতি আপন করে নেন এবং সবাইকে তাদের ভালবাসার আশ্রয় প্রদান করেন। আর এর ফলে জগতের সব মানুষই তাদের ভালবাসেন। সারা জগতেই কাথলিক ধর্মযাজকগণ জনগণের সাথে সুসম্পর্কের মাধ্যমে অন্তরে প্রেমানন্দ অনুভব করেন।

পবিত্র জীবন যাপনের আনন্দ: দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার শিক্ষায় বলা হয়েছে: পবিত্র হতে সবাই আহূত। যিশু বলেন: তোমাদের পরম পিতা যেমন পবিত্র, তোমরাও তেমনি পবিত্র হও।' যারা পবিত্র জীবন যাপন করেন তারা তাদের অন্তরে পবিত্রতার নির্মল আনন্দ অনুভব করেন। কাথলিক ধর্মযাজকগণ সর্বদা পবিত্র জীবন যাপন করার সাধনা করেন। সারা জগতের কাথলিক যাজকগণ তাদের অভিষেকের সময় কৌমার্য ব্রত গ্রহণ করেন। সারা জীবন অবিবাহিত থাকেন তারা। কৌমার্য ব্রত পালন করেন। এই ব্রত পালনে তারা সারা জীবনই কঠোর সাধনা ও চেষ্টা করেন। এতে তারা নির্ভর করেন ঈশ্বরের উপর। ঈশ্বর

তাদের এজন্য প্রয়োজনীয় শক্তি প্রদান করেন। ঈশ্বরের দেয়া শক্তিতে যাজকগণ তাদের সারা জীবন পবিত্র জীবন যাপন করেন। নিজেরা পবিত্র জীবন যাপন করেন এবং অন্য সকলকেও তারা পবিত্রতার পথে জীবন যাপনে সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান করেন। তারা এ জগতে পবিত্রকরণের কাজ সম্পাদন করেন। সাক্রামেন্তীয় সেবাকাজের দ্বারা তারা নিজেদেরকে এবং জনগণকে পবিত্র করেন। মন্দতা, অসততা ও পাপময়তা থেকে সর্বদা নিজেদের দূরে রাখেন এবং অন্যদেরও দূরে রাখেন। এর মাধ্যমে তারা নিজেরা আনন্দে জীবন যাপন করেন এবং অন্যদেরকেও আনন্দে জীবন যাপনে সহায়তা দান করেন।

আত্মত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের আনন্দ: যাজকগণ ঈশ্বর ও মানুষের সেবায় আত্মত্যাগ, আত্মদান ও আত্মোৎসর্গ করেন। এর মাধ্যমে তারা অপরিসীম আনন্দ অনুভব করেন। বলা হয়ে থাকে যে, 'ভোগে নয় ত্যাগেই সুখ'। হ্যাঁ, সত্যিই তাই। ভোগ-বিলাসিতায় নেই কোন প্রকৃত আনন্দ ও সুখ। অন্যের মঙ্গলের জন্য ত্যাগস্বীকারের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক আনন্দ রয়েছে তা যাজকগণ হৃদয়ে উপলব্ধি করেন এবং সেই কারণে তারা প্রতিদিন যাজকীয় সেবাকর্মে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করেন। যিশু বলেন: *'যদি কেউ আমার অনুসরণ করতে চায় তবে সে আত্মত্যাগ করুক এবং নিজের ক্রুশ নিয়ে আমার অনুসরণ করুক।'* যিশুর এই বাণীতে যাজকগণ সম্পূর্ণভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ঐশ আহ্বানে সাড়া দিয়ে যাজকীয় জীবন বেঁছে নিয়েছেন। আত্মত্যাগের মাধ্যমে এবং প্রতিদিনকার জীবনের ক্রুশ বহনের মাধ্যমে তারা যিশুকে অনুসরণ করেন। আর এর মাধ্যমে তারা হৃদয়ানন্দে প্রতিদিন হাসিমুখে জীবন যাপন করেন।

পালকীয় সেবাকাজের আনন্দ: যজকগণ মানুষের মঙ্গলের জন্য কাজ করেন। তিনি খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন নিজের ও অন্যের পরিত্রাণের জন্য। তিনি রোগী বাড়িতে যান রোগীদের জন্য পবিত্র কম্যুনিয়ন, পাপস্বীকার, রোগীলেপন ইত্যাদি সাক্রামেন্ত প্রদানের জন্য। যাজকের প্রধান কাজই হলো সাক্রামেন্তীয় সেবাকাজ করা। এই কাজের জন্যই তিনি অভিষিক্ত হয়েছেন। অভিষিক্ত যাজক ছাড়া আর কেউ খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করতে পারে না। সাক্রামেন্তীয় সেবাকাজও করতে পারেন না। এসব সেবাকাজ ছাড়াও যাজকগণ বিশ্বব্যাপী শিক্ষামূলক, সামাজিক, মানবিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদিসহ নানাবিধ উন্নয়নমূলক ও সেবামূলক কাজও করে থাকেন। এগুলিই যাজকদের পালকীয় সেবাকাজ। এসব পালকীয় সেবাকাজে তারা নিজেদের সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত করেন কারণ এর মাধ্যমে তারা আনন্দ অনুভব করেন। তাদের নিজস্ব ঘর নেই। বাড়ী নেই। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নেই। নিজের বলতে তাদের কোন কিছুই নেই। আর এ কারণেই তারা পালকীয় সেবাকাজে নিজেদের সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত করতে পারেন। পালকীয় সেবায় তারা যত বেশী নিজেদের নিবেদিত করতে পারেন তত বেশী তারা আনন্দে ভরপুর থাকেন।

আনন্দের অন্যান্য উৎস: কাথলিক ধর্মযাজকগণ প্রতিদিন আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করেন। আধ্যাত্মিক জীবন যাপনের মাধ্যমে তারা প্রকৃত আনন্দ খুঁজে পান। কথায়, কাজে ও জীবনাচরণে তারা মঙ্গলসমাচার প্রচার করেন। যীশুর বাণী প্রচারে যে সত্যিকার আনন্দ তা তারা উপলব্ধি করেন।

২. যাজকীয় জীবনের চ্যালেঞ্জ

যাজকীয় জীবন নানা চ্যালেঞ্জে ভরপুর। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, যাজকীয় জীবন একবারেই নিষ্কন্টক। কিন্তু জগতের কোন জীবনই নিষ্কন্টক নয়। জীবনে আসে শত বাঁধা। শত বিপদ। শত সমস্যা। শত চ্যালেঞ্জ। যাজকীয় জীবনের চ্যালেঞ্জগুলি এখানে আলোচনা করা হল:

কৌমার্য, দরিদ্রতা ও বাধ্যতার ব্রত পালন: একজন যাজক চিরকুমার। তিনি দরিদ্র। তিনি সর্বদা কর্তৃপক্ষের বাধ্য। যাজকীয় অভিষেকের সময় তিনি কৌমার্য, দরিদ্রতা ও বাধ্যতার ব্রত গ্রহণ করেন। কিন্তু একথা সত্য যে, ব্রতগুলি পালন করা এতো সহজ নয়। অনবরত নানা পরীক্ষা ও প্রলোভন আসে তাদের জীবনে। তাই এই ব্রতগুলি পালন করা তাদের জন্য এক একটি চ্যালেঞ্জ। তবে ঈশ্বরের উপর সর্বদা নির্ভরশীল থেকে তাঁরই দেওয়া শক্তিতে শক্তিমান হয়ে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব। স্বয়ং ঈশ্বরই তাদেরকে যাজকীয় জীবনের জন্য আহ্বান করেছেন। এই আহ্বানে তারা সাড়া দিয়েছেন। তাই ঈশ্বরই তাদের চিরকুমার থাকতে, দরিদ্র জীবন যাপন করতে এবং সর্বদা ঈশ্বর ও কর্তৃপক্ষের বাধ্য থাকতে সহায়তা ও প্রয়োনীয় শক্তি দিয়ে থাকেন। কোন যাজক যদি ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল না থাকেন তবে এগুলি পালন করা তার জন্য সত্যিই বড় কঠিন হয়ে পড়ে।

জাগতিকতা ও ভোগ-বিলাসিতা: যাজকীয় জীবনের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল হলো জাগতিকতা ও ভোগ বিলাসিতার চ্যালেঞ্জ। বর্তমান জগতে ভোগ বিলাসিতার উপাদান প্রচুর। বর্তমান জাগতিকতায় মানুষ সহজেই ঈশ্বরকে ভুলে জগতের ভোগ-বিলাসিতা নিয়ে ব্যস্ত ও মত্ত হতে পারে। তাই যাজকদের জন্যও ভোগ-বিলাসিতায় ও জাগতিকতায় ব্যস্ত ও মত্ত হওয়ার প্রলোভন অনেক বেশী। এ জগতের লোভনীয় অনেক কিছুই যাজকদের ঈশ্বরের পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে। যাজকগণ যদি এ ব্যাপারে সবাধান ও সচেতন না হন তবে তারা সহজেই বিপদে পড়তে পারেন। আধুনিক বিশ্বে মানুষের জীবন অনেক আরামের, ভোগের ও আত্মকেন্দ্রিকতায় পরিপূর্ণ। মানুষ শুধু নিজের স্বার্থ নিয়েই এখন ব্যস্ত। এই বাস্তবতায় যাজকগণও যদি সচেতন না থকেন তবে তারাও আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাসিতা, আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতার বেড়াজালে নিমজ্জিত হতে পারেন। তাই সর্বদা নিজ নিজ জীবনাহ্বানের বিষয়ে সচেতন থেকে ও ঐশ নির্ভরতায় জীবন যাপন করে যাজকগণ জাগতিকতা ও ভোগবিলাসিতা থেকে মুক্ত থাকতে পারেন।

আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার: আধুনিক প্রযুক্তি ও যোগাযোগ মাধ্যম মানুষের জন্য বিধাতার বিরাট আশীর্বাদস্বরূপ। এর মাধ্যমে মানুষের জীবন হয়েছে অনেক সহজ, সুন্দর, বন্ধুত্বপূর্ণ ও সৌহার্দ্যময়। মানুষ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করছে। সহজেই আজ বিশ্বের এ প্রান্তের খবর অন্য প্রান্তে চলে যাচ্ছে। এগুলি বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তি ও যোগাযোগ মাধ্যমের ভাল দিক। কিন্তু এগুলি ব্যবহার করে যদি মানুষ অসৎ, স্বার্থপর, বদমেজাজী, পরশ্রীকাতর, ব্যভিচারী, নরহত্যাকারী ও আত্মকেন্দ্রিক হয় তবে দোষটা মানুষের। আধুনিক প্রযুক্তি বা যোগাযোগ মাধ্যমের নয়। সুতরাং এগুলি ব্যবহার করে মানুষ যেন একে অন্যের মঙ্গল করে, ঐশপ্রশংসা করে এবং আরো বেশী ধার্মিক, পবিত্র ও পরোপকারী ব্যক্তিতে পরিনত হয় সেটাই

ঈশ্বর চান। যাজকগণ এ পৃথিবীরই মানুষ। সাধু পলের কথামতো, তারা মানুষের মধ্য থেকেই মনোনীত হন। তাই যাজকগণ আধুনিক প্রযুক্তি ও যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করবে এটাই স্বাভাবিক। তবে এগুলি ব্যবহার করে তারা যেন অনেকের মতো অসৎ, স্বার্থপর, বদমেজাজী, পরশ্রীকাতর, ব্যভিচারী, নরহত্যাকারী ও আত্মকেন্দ্রিক না হন এটাই ঈশ্বর চান। ঈশ্বর চান যাজকগণ এগুলি ব্যবহার করে যেন অন্যের মঙ্গল করে, ঐশপ্রশংসা করে এবং আরো বেশী ধার্মিক, পবিত্র ও পরোপকারী ব্যক্তিতে পরিনত হয়। তাই এ ব্যাপারে সকল যাজকেই সর্বদা সচেতন থাকতে হবে।

ঈশ্বর ও জনগণের সাথে সুসম্পর্ক: একজন যাজককে সর্বদা ঈশ্বর ও মানুষের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে জীবন যাপন করতে হয়। এর মাধ্যমে তিনি যাজকীয় জীবনের প্রকৃত আনন্দ খুঁজে পান। কিন্তু বর্তমান জগতে নানা সমস্যা, বিপদাপদ, পরীক্ষা, প্রলোভন ইত্যাদি নানা কারণে ঈশ্বর ও জনগণের সাথে সর্বদা সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলাটা এক বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন প্রায় সকল যাজকই। আর এটিকে মোকাবিলা করেই সামনে এগিয়ে যেতে হয়। যাজকগণকে তাই সর্বদা এ সম্পর্কে সচেতন থেকে ঈশ্বর ও মানুষের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে আদর্শ যাজকীয় জীবন যাবন করতে হবে।

প্রার্থনাশীল জীবন: একজন যাজক হলেন প্রার্থনার মানুষ। তিনি নিয়মিত প্রার্থনা করেন। প্রার্থনার মধ্যেই তিনি পান প্রাণের আরাম ও আত্মার শান্তি। কিন্তু পার্থিব নানা ঝামেলা ও ব্যস্ততায় ডুবে গিয়ে প্রার্থনার জীবন থেকে সরে যাওয়া বর্তমান সময়ে খুবই সহজ। নানা কাজের অজুহাতে মনের মধ্যে প্রার্থনা না করার প্রলোভন আসতে পারে। কেউ কেউ বলেন যে, তার কাজই নাকি তার প্রার্থনা। এটি কিন্তু কোনভাবেই ঠিক নয় যে, একজনের কাজই হল তার প্রার্থনা। নানা রকমের কাজ আমাদের অবশ্যই করতে হবে। কিন্তু প্রার্থনার জীবনে কখনও অবহেলা করা যাবে না।

নিয়মানুবর্তিতা: একজন যাজককে নানা গুনাবলীর অধিকারী হতে হয়। এগুলির মধ্যে সময়ানুবর্তিতা ও নিয়মানুবর্তিতা অন্যতম। যাজকদের হতে হয় সময় ও নিয়মের প্রতি নিষ্ঠাবান মানুষ। এ সম্পর্কে সচেতন না থাকলে যাজকদের জীবন সুখের হয় না। তারা ধর্মগুরু হয়ে যদি সময় মতো ও নিয়ম মতো কাজ না করেন তবে সাধারণ মানুষ কী করবে? সুতরাং যাজকদের অবশ্যই সময়নিষ্ঠ ও নিয়মানুবর্তী হতে হবে।

পরিবার পরিদর্শন: পরিবার পরিদর্শন একজন যাজকের অন্যতম প্রধান কাজ। তবে পরিবার পরিদর্শনের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন সব পরিবারের প্রতি সমান দরদ ও সহানুভূতি প্রকাশ পায়। যে বাড়িতে গেলে চা-বিস্কুট, শরবত ইত্যাদি খেতে দেয় সেই বাড়িতে গিয়ে বেশি সময় দিলে বা ঘন ঘন সেই বাড়িতে গেলে অন্যরা এতে কষ্ট পায়। সুতরাং পরিবার পরিদর্শনের সময় শুধুমাত্র পছন্দের বাড়িগুলোতে বেশি সময় না দিয়ে সব বাড়িতে সমান সময় দিলে এবং সবাইকে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করলে সবাই তাতে খুশি হবে এবং কেউ এতে কষ্ট পাবে না ও সমালোচনা করবে না। ধর্মপল্লীর কেন্দ্রে যত ব্যস্ততাই থাকুক না কেন মাঝে মধ্যে সময় করে পরিবার পরিদর্শনে গেলে ভক্তজনগণ এতে অত্যন্ত খুশি হন।

নিরপেক্ষ থাকা: নিরপেক্ষ থাকা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। আমাদের সবারই পছন্দ-অপছন্দ রয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ থাকাটা অনেক সময় অনেক চ্যালেঞ্জের। ধর্মপল্লীতে একজন যাজক সকলেরই অতি আপন। সবাই তাকে নিজের আত্মিয় বলে মনে করে। তিনি সবার পিতা। তাই পিতা হিসেবে তিনি সবার সাথে সমান আচরণ করবেন ও সবাইকে একদৃষ্টিতে দেখবেন এটিই সবাই প্রত্যাশা করে। মানুষ হিসেবে তার নানা দূর্বলতা থাকতেই পারে কিন্তু তিনি যদি নিরপেক্ষ থাকেন তবে মানুষ তাকে সহজেই আপন ভাবে, শ্রদ্ধা করে ও ভালবাসে।

উপসংহার: যাজকীয় জীবন অত্যন্ত সুন্দর ও পবিত্র এক জীবন। এ জীবনে রয়েছে অনেক আনন্দ এবং চ্যালেঞ্জ। সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে সুন্দর ও পবিত্র জীবন যাপনের দ্বারা যাজকগণ এ জগতে এবং পরকালে সুখি ও খুশি হতে পারেন। তাই আসুন আমরা আমাদের যাজকদের জন্য সর্বদা প্রার্থনা করি যেন তারা তাদের জীবনের সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে আনন্দময় জীবনের অধিকারী হয়ে ঈশ্বর ও মানব সেবায় ব্রতী হয়ে উঠেন। সর্বশক্তিমান প্রভু পরমেশ্বর আমাদের যাজকদের সর্বদা তাঁর অনুগ্রহ, প্রেম ও আশীর্বাদে পরিপূর্ণ করে তুলুন!

৩৩তম মৃত্যুবার্ষিকী

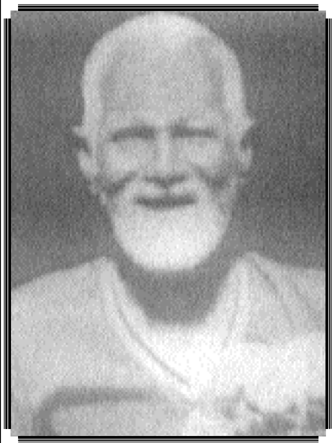

প্রয়াত পল পালমা

জন্ম : ০২-১২-১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ০৩-০৫-১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ

দক্ষিণ ভাদার্তী, তুমিলিয়া মিশন

দেখতে দেখতে ৩৩টি বছর পার হয়ে গেল। যদিও আজ তুমি নেই তবু আমাদের জীবনে তোমার অভাব এখনও প্রকট। প্রার্থনা করি পরম পিতার কাছে তুমি শান্তিতে থেকে আমাদেরকে আশীর্বাদ করবে যেন, তোমার আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হই। ঈশ্বর তোমার আত্মাকে অনন্তধামে চিরশান্তি প্রদান করুন।

তোমারই স্নেহের পরিবারবর্গ

স্ত্রী : ডরথী আর. পালমা

ছেলে-ছেলে বৌ : সুজিত-রত্না, সুধীর-ওয়েন্তি

মেয়ে-মেয়ে জামাই : পাস্কা-মৃত জেম্‌স অরুণ, মালতী-জন, রীনা-পরিমল, রীটা-মাইকেল

নাতি-নাতনী : রনা, অংকন, অর্পণ, শাওন, তূরী, বেনডেন, ইলেন, স্তুতি, আর্চি ও এমিলিন পালমা।

বিপ/৮৫/২০

আমার যাজকীয় জীবনের কঠিন মুহূর্তগুলো

ফাদার আবেল বালিস্টিন রোজারিও

মানুষের জীবন হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, আনন্দ-নিরানন্দে ভরা। আমার জীবনটাও বতিক্রম নয়। আমিও জীবনে অনেক আনন্দ পেয়েছি আবার দুঃখ-কষ্টও পেয়েছি যথেষ্ট। এখানে আমার যাজকীয় জীবনের কয়েকটা কঠিন মুহূর্ত লিপিবদ্ধ করছি।

১। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ ২৬ ডিসেম্বর; ফাদার এলিয়াস রিবেরু ও আমি ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম ময়মনসিংহ থেকে। ট্রেন ছাড়লো রাত ৮টায়। ছোট একটা বগিতে আমরা মোট ১২জন যাত্রী। এই ১২ জনের মধ্যে ৬ জনই ছিল ডাকাত, যা আমরা বুঝতে পারিনি। গফরগাঁও স্টেশন ছাড়ার পর ডাকাতেরা হঠাৎ আমাদের প্রত্যেকের মাথার ওপর ছুরি ধরে বললো "আপনারা চিৎকার করবেন না, করলেও কোন লাভ হবে না।" আমাদের হাতঘড়ি, টাকা-পয়সা নেবার পর আমাদেরকে টয়লেটে যেতে বললো। আমরা গেলাম। একজন যেতে চায়নি বলে তাকে ছুরি দিয়ে আঘাত করায় সে ও শেষে টয়লেটে চলে এলো। টয়লেটের দরজাটা দড়ি দিয়ে খুব শক্ত করে বেঁধে ব্যাগগুলো খুললো। ভালো ভালো কিছু জিনিস পত্র, টাকা-পয়সা নিয়ে সম্ভবত টঙ্গী স্টেশনের একটু আগে নেমে পড়লো। টঙ্গী স্টেশনে এসে গাড়ি থামলো। আমাদের চিৎকার শুনে অন্য বগির লোকজন এসে আমাদের উদ্ধার করলো। ২জন পুলিশ এসে অনেক প্রশ্ন করলেন, জেরাও করলেন, তারপর চলে গেলেন। রাত ১২টা নাগাদ ট্রেন কমলাপুর স্টেশনে পৌঁছলো। কোন টাকা-পয়সা নেই। তবুও আমরা ২ ফাদার রমনা বিশপস্ হাউজে আসলাম। কিভাবে আসলাম তা অন্য একদিন বলবো।

২। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আমি ফাদার জন কস্তার সঙ্গে বালুচড়া ধর্মপল্লীতে ছিলাম। জুলাই মাসে দেশের

অবস্থা একটু শান্ত হলে আমি ঢাকা যেতে সাহস করলাম। আমার সাথে সদ্য ট্রেনিং প্রাপ্ত ভাওয়াল অঞ্চলের ৪ জন মুক্তিযোদ্ধাও ঢাকা যাবে। আমরা ৫জন সকালে রওনা হয়ে বহু কষ্টে হেঁটে, নৌকা যোগে নেত্রকোনা পৌঁছলাম দুপুর ২টার দিকে। ওখান থেকে ট্রেনযোগে ময়মনসিংহ রওনা দিলাম। শম্ভুগঞ্জ যখন পৌঁছলাম, ট্রেন থামিয়ে দেওয়া হলো। এক দল পাক সেনাবাহিনী বগিতে ঢুকলো। ওদের দেখে আমাদের যে কি অবস্থা, তা লেখার চেয়ে অনুমান করাই একটু সহজ। আমাদের সবার ব্যাগ তল্লাশি (Check) করা হলো। প্রায় একঘন্টা পর ট্রেন ছাড়লো এবং ময়মনসিংহ স্টেশনে পৌঁছলাম রাত ১০টায়। ভাটিকেশর মিশন কাছে থাকা সত্ত্বেও আমাদের যেতে দেওয়া হলো না। পরদিন সকালে আমাদের যেতে দেওয়া হলো। মিশনে গেলাম। তারপর ঢাকা, ঢাকা থেকে বাড়িতেও (তুইতাল) গেলাম। কয়েকদিন পর বালুচড়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। এবার আমরা ৩জন। ময়মনসিংহ থেকে অনেক কষ্টে নেত্রকোনা পৌঁছলাম। পৌঁছেই দেখি, কোন মানুষই চলাফেরা করছে না, থমথমে ভাব। একজন দোকানদার আমাদের দেখে খুব রাগ করে বললো, "তোমরা জানো না, আজ এখানে অনেক যুদ্ধ হয়েছে, গোলাগুলিও হয়েছে?" আমি বললাম, "ভাই, আমরা কোনরকমে ঠাকুরগাও যাবো এবং ওখান থেকে নৌকাযোগে বড়দল যাবো।" লোকটি আমাদের যেতে নিষেধ করলো কারণ সামনে পাকবাহিনী টহল দিচ্ছে। সারারাত আমরা ঐ দোকানেই বসে রইলাম। সকালে কোন রিক্সা বা অন্যকোন যানবাহন না পেয়ে হেঁটেই রওনা দিলাম। কি বিপদ! এক কিলোমিটার যেতে না যেতেই এক রাজাকার বাহিনী আমাদের গতিরোধ করলো। আমাদের ব্যাগের সবকিছু চেক করলো। আপত্তিকর কিছুই পাওয়া গেলো না। বেশ মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে আমাদের ছেড়ে দিলো। ৭ কিলোমিটার হাঁটার পর ঠাকুরগাও নদীর ঘাটে পৌঁছলাম। তিনটা নৌকা আছে, কিন্তু কোন মাঝিই যাবে না, সাহস হচ্ছে না। ১০০ টাকার বিনিময়ে (ন্যায্য দাম ২০ টাকা) এক মাঝি রাজি হলো এবং আমরা সন্ধ্যার দিকে বড়দল পৌঁছলাম। কি বাঁচাটাই না বাঁচলাম। পাঠককে অনুরোধ করছি আমার হয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে। ঘরে এসে কান ধরে প্রতিজ্ঞা করলাম যে এরকম ঝুঁকি আর কখনো নেব না। ৩। আমি ও ফাদার জন কস্তা সর্বদা ২টা ব্যাগ প্রস্তুত রাখতাম, ব্যাগে থাকতো কিছু কাপড়-চোপড়, খ্রিস্টযাগের জিনিসপত্র ও কিছু টাকা। ১৮ সেপ্টেম্বর

দুপুরের দিকে অনেক গোলাগুলির শব্দ শুনতে পেলাম। যখন একটা কামানের শেল (shell) আমাদের মিশন সীমানায় (compound) পড়লো, তখন (২জন ফাদার, ১ কর্মচারী ও ৩ পরিবার) মোট ১৩জন খুব তাড়াতাড়ি উত্তর দিকে, ভারতের দিকে রওনা হলাম। আমরা নীচুঁ হয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে লাগলাম। এক সময় কামানের গোলাগুলি আমাদের সামনে পড়তে লাগলো। তখন আমরা ধানক্ষেতে কাঁদার মধ্যে শুয়ে রইলাম। আমাদের ওপর দিয়ে কামানের অনেক গুলি যেতে লাগলো। তখন আমরা যে কি ভয় পেয়েছিলাম তা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন, খুবই কঠিন, যেন মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে আসলাম।

৪। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। তখন আমি বিড়ইডাকুনী ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের আরম্ভে টাঙ্গাইল থেকে আওয়ামীলীগের কিছুসংখ্যক লোকজন ভারতবর্ষের বর্ডার এরিয়ায় চলে আসে এবং একটা বাহিনী শান্তিবাহিনী/কাদের বাহিনী তৈরি করে। অনেক গারো যুবক ঐ বাহিনীতে যোগ দেয়। এদিকে সরকারের অনুরোধে, জিয়াউর রামানের অনুরোধে আমি অনেক গারো যুবক ভাইদের বিডিআর (এখন বিজিবি), পুলিশ ও আর্মিতে পাঠাই। এই বাহিনী (শান্তি/কাদের) ৩বার আমাকে রাতে আক্রমণ করেছে, আমাকে ধরতে চেষ্টা করেছে। আর আমি একেক রাতে, একেক জায়গায় থাকতাম; কখনো গুদামে, কখনো কর্মচারীদের ঘরে, মেয়েদের হোস্টেলে, গির্জায় বেদীর নীচে। এই ৪বারে ওরা মিশন থেকে ৩টা গরু, ১০টা সেলাই মেশিন, ১৫ হাজার টাকা ও অনেক কাপড়-চোপড় নিয়েছে। এই ৫টা ঘটনা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করলে একটা পুস্তকে পরিণত হবে। আমি শুধু ৫ম বা শেষ ঘটনাটা উল্লেখ করবো অতি সংক্ষেপে।

ঐ রাতে আমি সিস্টারদের বাড়িতে, তাদের পার্লারে শুয়ে ছিলাম। রাত ১টার দিকে কাদের বাহিনীর ২০/২৫ লোক এসে পার্লারের দরজা ভাঙ্গতে চেষ্টা করে। সিস্টারগণ তাড়াতাড়ি আমাকে তাদের শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন। ডাকাতেরা যখন সিস্টারদের ঘরের দরজা ভাঙ্গতে আরম্ভ করলো, তখন সিস্টারগণ আমাকে তাদের টয়লেটে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। ডাকাতেরা দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকলো। সিস্টার পল নূ (Sr. Paul Nou) অনেক টাকা হাতে রেখেছিলেন। তিনি টাকা দিয়ে ওদের বিদায় করেন এবং আমাকে টয়লেট থেকে বের করে আনেন। আমি যে কিরূপ ভয় পেয়েছিলাম, তা বর্ণনাতীত। সিস্টারদের ও ঈশ্বরকে শতকোটি ধন্যবাদ।

৫। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের তৃতীয় রবিবার ১১টার দিকে আমি কাফরুল থেকে তেজগাঁও রওনা দিলাম একটি বেবীট্যাক্সিতে। জাহাঙ্গীর গেইট পার হওয়ার সাথে সাথে আর একটি বেবী ট্যাক্সি আমার গতিরোধ করে। ২জন সন্ত্রাসী আমাকে বললো, আমরা আইনের লোক; আপনাকে আমাদের সাথে থানায় যেতে হবে কারণ আপনি বিদেশী ডলারের ব্যবসা করেন।" একথা বলেই তারা তাদের গাড়িতে আমাকে মাঝখানে বসালো এবং প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলো। গাড়ি চলতেই লাগলো। সংসদ ভবন পার হয়ে নিউমার্কেটের দিকে গাড়ি যেতে লাগলো। ইতোমধ্যে তারা আমার ব্যাগ, হাতঘড়ি ও টাকা (২,৬০০ টাকা) নিয়ে হঠাৎ গাড়ি থামালো এবং আমাকে বললো, "আমাদের চিনেন! আমরা হলাম সন্ত্রাসী"। তারপর একটি পিস্তল (মনে হয় খেলনা) বের করে বললো, "এখন আপনি নামেন। কোন কথা বলবেন না, চিৎকার করবেন না; যদি করেন মাত্র একটা গুলি খরচ করবো।" এরপর তারা দ্রুতবেগে চলে গেল। আর আমি, আমি যে কোথায় আছি তাও বুঝতে পারছিলাম না, অতিরিক্ত ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু আমি কাফরুল গেলাম কেন, তা অন্য একদিন বলবো!

৬। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের আরম্ভে আরও একটা খুবই কঠিন ও দুঃখজনক বাস্তবতার সনুখীন হই। ফাদার স্ট্যানিসলাস তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর নতুন পাল পুরোহিত হয়ে এসেছেন। আমি তাকে দায়িত্বভার বুঝিয়ে দিয়ে গোল্লা ধর্মপল্লীতে চলে যাবো। ঠিক এমনি সময় এক ভোর রাতে ২০/২৫ জন ডাকাত এসে বারান্দার গ্রিলের তালা ভাঙ্গতে লাগলো। আমি শুনতে পেলাম। তবে মনে করলাম পাশের ঘরের দরজাগুলো বাতাসে শব্দ হচ্ছে। দরজাটা বন্ধ করবার জন্য আমি ঘর থেকে বের হলাম আর তালাটাও ভেঙ্গে পড়ে গেল। তখনই এক ডাকাত বিরাট বড় একটা দা নিয়ে এগিয়ে এসে আমাকে জোরে ধাক্কা দিয়ে মেঝেতে ফেলে দিল। আমার বাঁধানো দাঁত যে কোথায় পড়ে গেলো, ঈশ্বরই জানেন। বিরাট বড় দা দেখে আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। আমি ঐ ডাকাতের পা ধরে বললাম, "ভাই, আমাকে প্রাণে মেরো না, আমার কাছে অনেক টাকা আছে, ঐ টাকা নিয়ে যাও।" আমাকে ঘরে নিয়ে দড়ি দিয়ে বাঁধলো; তারপর আমার টর্চ, মোবাইল, জিনিস ভর্তি বড় একটি ব্যাগ ও লক্ষাধিক টাকা নিয়ে এবং আমাকে ঘরে রেখে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে চলে গেল। আরো কিছু ঘটনা ঘটেছিল, যা লিপিবদ্ধ করলাম না, জানতে চাইলে আমাকে ফোন করতে পারো।

৭। আমার শেষ কঠিন মুহূর্ত (আশা করি এটাই শেষ) হলো আমার ওপেন হার্ট সার্জারী। যার মনোবল অনেক, তার কাছে এরূপ সার্জারী বিশেষ কিছু না। কিন্তু আমার মনোবল তো খুব কম, তাই সার্জারীটা ছিল এক কঠিন মুহূর্ত। ১০ নভেম্বর ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ ফাদার বিমলের সাথে আমি ব্যাংকক সাধু লুইস এর হাসপাতালে ভর্তি হলাম। ১১ তারিখে ঢাকা থেকে নিয়ে যাওয়া সমস্ত ফাইল, কাগজপত্র, সিডি পরীক্ষা করে ডাক্তার ঠিক করলেন ১২ তারিখে বিকেলে অপারেশন হবে। ১২ তারিখ বিকাল ৪টায় আমাকে ওটিতে নিয়ে যাওয়া হলো এবং ৫টায় অজ্ঞান করা হলো অপারেশনের জন্য। আমি তো আর কিছুই জানি না। ভোর ১:৩০ মিনিটে আমার জ্ঞান ফিরলো। তখন যে আমার কি আনন্দ!! আমি ঈশ্বর ও ডাক্তারকে ধন্যবাদ দিলাম। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সিস্টার-নার্সদের সাথে যে কথাবার্তা হলো তা অন্য কোন সময় লিখবো।

করোনায় কর্মহারা শ্রমজীবীদের কান্না কমাতে করণীয়

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

শ্রমজীবী মানুষের প্রতি ভালবাসা ও সম্মান জানানোর জন্যই পহেলা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পালন করা হয়। বিশ্বের মেহনতি মানুষ বিশেষভাবে শিশুশ্রমিক, গৃহকর্মী, হত-

দরিদ্র, নিম্ন আয় ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ যেন আদের মৌলিক অধিকার ও মানবিক মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকে, জীবনকে উপভোগ করতে পারে এমনটিই প্রত্যাশা করা হয়। একজন শ্রমিক সেও মানুষ। তারও আত্মসম্মানবোধ আছে। প্রত্যেকজন শ্রমিক তার শ্রমের যথার্থ মর্যাদা পেলে তার নিজ কাজে সে আরো বেশি নিবেদিত হয়। যার ফলশ্রুতিতে দেশের ও সমাজের উন্নয়ন ঘটে। দেশ ও সমাজের উন্নয়নের জন্য শ্রমজীবীর শ্রমের বিকল্প নেই। কিন্তু করোনা ভাইরাসের কারণে এখন এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যে, অনিচ্ছাকৃতভাবেই লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবীকে কর্মহীন হয়ে পড়তে হচ্ছে। কর্মহীনতার কারণে জীবিকা নির্বাহও ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে পড়ছে।

নভেল করোনাভাইরাস (কভিড-১৯) শুধু মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য নয়, তাদের জীবিকার উপরও থাবা বসিয়েছে। এই ভাইরাসটি বিশ্ব অর্থনীতিতে ইতোমধ্যে বড় ধরনের ঝাঁকুনি দিয়েছে। আইএলওর মহাপরিচালক গাই রাইডার বলেছেন, করোনাভাইরাস এখন আর শুধু বৈশ্বিক স্বাস্থ্য সংকট নয়। এটি বড় শ্রম এবং অর্থনৈতিক সংকটও। বিশ্ববাসীর ওপর এর বিশাল প্রভাব পড়বে।আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) তথ্য অনুযায়ী, করোনাভাইরাস কারণে আগামী তিন মাসের মধ্যে বিশ্বে সাড়ে ১৯ কোটি মানুষ তাদের পূর্ণকালীন চাকরি হারাতে যাচ্ছেন। যার মধ্যে সাড়ে ১২ কোটি মানুষ বসবাস করেন এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে। ধারণা করা হচ্ছে, করোনার প্রভাবে বাংলাদেশেও বিপুল সংখ্যক কর্মজীবী মানুষ কর্মচ্যুত হবেন। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের হিসাবে, করোনার কারণে বাংলাদেশে চাকরি হারানোর তালিকায় যুক্ত হতে পারেন অন্তত দেড় কোটি মানুষ। এই দেড় কোটি মানুষ চাকরি হারালেও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়বে অন্তত ৫ কোটি মানুষ (প্রতি পরিবারে গড়ে ৪ জন করে সদস্য)।

করোনার কারণে ইতোমধ্যেই অনানুষ্ঠানিক (ইনফরমাল) শ্রমিকেরা চাকুরিচ্যুত হওয়া শুরু করেছেন। গার্মেন্টস, ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স ও সরকার এই চারটি খাত ছাড়া বাকি সবই ইনফরমাল (অনানুষ্ঠানিক)। করোনায় ফরমাল (আনুষ্ঠানিক) কর্মজীবী ছাড়া আর সবাই এখন বেকার। ৭০ লাখের পোষাক শ্রমিকদেরও কর্মেও খুব একটা নিশ্চয়তা নেই। কেননা বাংলাদেশের পোষাকের রফতানি হয় ইউরোপ ও আমেরিকায়। যা ইতোমধ্যে করোনা আক্রমনে ধরাশায়ী। বিভিন্ন দেশে কাজ করে প্রবাসীরা জনশক্তি রপ্তানি খাতে বিপুল পরিমাণ রেমিটেন্স পাঠিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে এবং শত সহস্র পরিবারকে সাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাতে সরাসরি ভূমিকা রাখতো। করোনার কারণে সারাবিশ্বেই কাজের স্থবিরতা। কবে আবার ঠিক হবে, আদৌ বাংলাদেশীরা বিদেশে গিয়ে পুরাতন কাজ পাবে কি না তা অনেকটা অনিশ্চিত। আর দেশের অভ্যন্তরে কর্মজীবীরা অর্থাৎ বিভিন্ন প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা, পরিবহন, রিক্সা, হোটেল-রেঁস্তোরা, ছোট কারখানার কর্মী, ভাসমান ব্যবসায়ী, নির্মাণ শ্রমিক, বিউটিশিয়ান, দিন মজুররা কর্ম না পেয়ে নিরাশ রাস্তায় নেমে পড়বে। এখনই কেউ কেউ বলছেন, সামনের দিনগুলো যে কীভাবে কাটবে, আল্লাহই জানেন।

করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া প্রায় সব কিছুই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। জনসাধারণকে বাসা-বাড়িতে থাকতে বলা হয়েছে। কিন্তু যাদের ঘরই নেই, তারা কীভাবে ঘরে থাকবে, এমন প্রশ্নও দেখা দিয়েছে। স্বল্প আয়ের অনেক মানুষ নির্দিষ্ট সময়ের বাসা ভাড়া দিতে পারছে না। পারছে না বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাসের বিল দিতে। এমনকি গ্রাম-গঞ্জের অনেকেই ঋণের কিস্তিও দিতে পারছেন না। এমনিতর অবস্থায় শ্রমজীবী মানুষেরা করুণভাবে তাকিয়ে আছেন দেশের কর্তৃপক্ষ, সরকার ও বিত্তবানদের প্রতি। শ্রমজীবী মানুষের কান্না থামাতে, তাদের বাঁচিয়ে দেশের উন্নতি পুনরায় আনতে চাইলে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। করোনা ভাইরাসের এই বিভীষিকাময় সময়ে সরকার ও প্রশাসনকে সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। সরকার দলীয় কিছু কুলাঙ্গার লোভ ও স্বার্থের বশবর্তী হয়ে গরিব শ্রমজীবীর হক মারতে চায়। এদেরকে কঠোরভাবে দমন করতে হবে।

বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দূরদর্শিতার সাথে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রণোদনা দিয়ে যাচ্ছেন। এই প্রণোদনার অর্থ সঠিকভাবে বিতরণ ও ব্যবহার হলে শ্রমজীবীরা কাজ ফিরে পাবে এবং বাংলাদেশও হাসবে। তবে লক্ষ্য করা গেছে, প্রণোদনায় আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রটাই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্রেই আমাদের দেশে বেশি শ্রমজীবী। তাদের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সমবায়সহ ছোট ছোট শিল্প ও কৃষি ক্ষেত্রেও প্রণোদনা থাকলে বাংলাদেশ আবার সচল হয়ে ওঠবে এবং সকল স্তরের কর্মীদের কান্নাও দূর হবে।

আরেকটি বিষয়ে বাংলাদেশের সকল নাগরিককে সচেতন হতে হবে। চাকুরি (দেশে-বিদেশ), ব্যবসার সাথে সাথে আমাদেরকে কৃষিকাজে আরো বেশি মনোনিবেশ করতে হবে। কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে কৃষির সাথে জড়িত শিল্প গড়ে তুলতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে আরো অনেক ব্যক্তি শ্রম দান করবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সমগ্র জাতি যদি প্রত্যেকটি পতিত জমি ব্যবহার করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয় তাহলে শ্রমদানে ক্ষেত্র বাড়বে এবং প্রাকৃতিক বৈরিতাও আমাদেরকে কাঁদাতে পারবে না।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার
১। প্রথম আলো
২। বিবিসি বাংলা
৩। দৈনিক ইত্তেফাক

খ্রিস্টের পুনরুত্থান: নবজীবনের আহ্বান

ফাদার বিকাশ কুজুর, সিএসসি

পাস্কাপর্ব বা পুনরুত্থান উৎসব হল পাপ ও মৃত্যুর উপর ত্রাণদাতা প্রভু যিশু খ্রিস্টের মহাবিজয়ের মহোৎসব। যদিও বড়দিন সবচেয়ে আলোচিত ও আড়ম্বরপূর্ণ হয়ে থাকে, তথাপি পাস্কাপর্ব হল খ্রিস্টধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব ও উপাসনা বর্ষের মধ্যমণি। কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষার ১১৬৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়, এটি হচ্ছে 'পর্বের পর্ব' এবং 'মহোৎসবের মহোৎসব'।

পাস্কার পটভূমিগত অর্থ হল 'পার হওয়া'। মিশরের বন্দীত্ব থেকে মুক্তির ঘটনাকে স্মরণ করেই ইহুদীরা নিস্তারপর্ব পালন করে আসছে। আবার ঈশ্বর প্রত্যেকজন ইস্রায়েলীয় ভক্তের দরজায় মেষের রক্ত লাগিয়ে তাদেরকে মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচিয়েছিলেন। আর আমাদের সকলের জন্য স্বয়ং খ্রিস্টই নিজ রক্ত দান করেছেন; সেই মহামূল্য রক্তের গুণেই আমরা মৃত্যু ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি। লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে যেভাবে মনোনীত জাতি পার হয়েছিল, তেমনি আমরাও খ্রিস্টের কুক্ষি-নিঃসৃত জলের পুণ্যফলে এবং তাঁরই স্থাপিত দীক্ষাস্নানের গুণে পাপের দাসত্বের উপর বিজয় লাভ করেছি। এভাবে আমরা পাপের দাসত্ব ত্যাগ করেছি এবং খ্রিস্টের রাজত্বে প্রবেশ করেছি। আমরা পেয়েছি পাপের দাসত্ব, সামাজিক জীবনের মন্দতা ও সামাজিক বৈষম্যের বন্ধন থেকে মুক্তি; আমরা পেয়েছি নতুন পরিচয় ও নতুন ঠিকানা। আর এই নতুনত্বেই বাস করতে আমাদের প্রভু যিশু আহ্বান জানাচ্ছেন। প্রতি বছরের পাস্কার আহ্বান তো এটাই!

খ্রিস্টের পুনরুত্থান আমাদের কাছে এক স্বর্গীয় বাণী নিয়ে আসে। প্রায়শ্চিত্তকাল বা তপস্যাকালে আমরা যিশুর সাথে যাত্রা করি কালভেরীর দিকে। প্রায়শ্চিত্তকালের ইংরেজী প্রতিশব্দ হল Lent; যার সামর্থক শব্দ Spring বা বসন্ত। বসন্ত এলে অরণ্যের গাছে গাছে নতুন কুঁড়ি আসে এবং সবুজাভ নতুন কচি পাতায় ছেয়ে যায় গাছ-পালা। দীর্ঘ সময়ের জীর্ণতা ঝেড়ে ফেলে প্রকৃতি সাজে নতুন এক সাজে। এর মাঝে যখন এক পশলা বৃষ্টি এসে ধূয়ে দিয়ে যায় প্রকৃতিকে, তখন গোটা প্রকৃতি কতই না নির্মল হয়ে উঠে। তেমনিভাবে পুনরুত্থান উৎসব আমাদের মাণ্ডলীক ও আধ্যাত্মিক জীবনে এক পশলা বৃষ্টির মতোই। আমরা যখন সত্যিকারভাবেই প্রার্থনা, উপবাস, দান ও অনুতাপের মধ্যদিয়ে প্রভু যিশুর মহাত্যাগকে হৃদয়ে উপলব্ধি করতে পারি তখন আমাদের হৃদয়ের প্রকৃতিতেও এক পশলা বৃষ্টির মতোই স্বর্গীয় আনন্দ অভাবনীয় স্নিগ্ধতায় নেমে আসে। আমাদের জীবন বৃক্ষে ফুটে অসংখ্য নতুন কুঁড়ি, ফুটে অজস্র ফুল। এভাবে পাস্কা আমাদের কাছে পরিবর্তনের এক স্বর্গীয় বাণী হয়ে আসে।

খ্রিস্টের পুনরুত্থান আমাদের কাছে একটি আহ্বান। খ্রিস্ট পুনরুত্থিত হয়ে তাঁর নতুন পথে যাত্রী হতে আমাদের নিয়তই ডাকছেন। তিনি মৃত্যুর পর বদ্ধ ও অন্ধকার কবরে আবদ্ধ থাকেননি; তিনি কবর তথা মৃত্যুকে জয় করে আলোতে বেরিয়ে এসেছেন। তিনি চান আমরাও যেন আমাদের অন্ধকার জীবন থেকে আলোর পথে ফিরে আসি। সেদিন ক্রুশের উপরে যে দস্যুটি বিনম্র চিত্তে ক্ষমা চেয়েছিল সে কিন্তু তাঁর সাথে স্বর্গে স্থান পেয়েছিল। কাজেই যিশুও চান যেন আমরা আমাদের পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তাঁর আলোর পথে ফিরে আসি।

কৃষক যে বীজ বোনে তা কিছুদিন মাটির নিচে চাপা পড়ে থাকে, অন্ধকারে থাকে। কিন্তু এক সময় তা অঙ্কুরিত হয়ে ধীরে ধীরে পুষ্প-পল্লবে ভরে উঠে। আর যদি মাটি ভেদ না করে বেরিয়ে না আসে, তবে সেই বীজ নষ্ট হয়ে যায়। পৃথিবীর মানুষ এক সময় ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন পাপের সাম্রাজ্যে। তাই প্রভু যিশু এ জগতে এসে মানুষকে পাপের বন্দীত্ব থেকে মুক্ত করতে যাতনাভোগ ও মৃত্যুবরণ করলেন এবং সমাধিস্থ হলেন। অতপর সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন কবর থেকে উত্থিত হয়ে আমাদের কাছে বিশ্বাসের একটি দ্বার হয়ে উঠলেন। তিনি নিজেই বলেছেন, "আমিই পথ, আমিই সত্য, আমিই জীবন" *(যোহন ১৪:৬)*। তাই সেই বীজের মতোই আমাদেরকেও পাপের দিকে থেকে সমাহিত হয়ে পুরাতন খোলস ছেড়ে নতুনরূপে অঙ্কুরিত হতে হবে। খ্রিস্টের সাথে উত্থিত হতে হবে। পুনরুত্থিত খ্রিস্ট আমাদের সেই আহ্বানই জানাচ্ছেন যেন আমরা পাপের দিক থেকেই মৃত্যুবরণ করি এবং পুনরুত্থিত হয়ে নতুন মানুষ হয়ে উঠি।

ক্রুশের উপর আত্মদান করে যিশু নম্রতার আদর্শ স্থাপন করেছেন। তিনি পরম পিতার মানব মুক্তির মহাপরিকল্পনা পূর্ণ করেছেন দ্বিধাহীন চিত্তে। আমরা আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্য নিয়ে কতো সময়েই না অসন্তুষ্ট থাকি, গ্রহণ করতে পারি না, নিজেদের ভাগ্যকে দোষারোপ করি; একটু চ্যালেঞ্জ, একটু কষ্ট এলেই এড়িয়ে বাঁচতে চাই। অর্থাৎ আমরা কষ্টকে, দুঃখকে জয় করতে চাই না। যিশু খ্রিস্টের জীবনেও কিন্তু অনেক কষ্ট এসেছিল: তাঁর মর্মবেদনার সময় তিনি কিন্তু বিনম্র চিত্তেই পিতাকে জানিয়েছিলেন তাঁর কষ্টের কথা। কিন্তু তবুও তিনি পিতার ইচ্ছাকে মেনে নিয়েছেন। "পিতা আমার, যদি সম্ভব হয়, এই পানপাত্রটি আমার কাছে থেকে দূরেই সরে যাক! তবে আমার যা-ইচ্ছা, তা নয় – তোমার যা-ইচ্ছা, তাই হোক!" *(মথি ২৬:৩৯)*। পরিশেষে, প্রভু যিশু পিতার ইচ্ছা মেনেই নিদারুণ কষ্টভোগ করেছেন, ক্রুশের উপর নত হয়েছেন এবং প্রাণত্যাগ করেছেন। কাজেই, আমাদের জীবনেও আমরা অনেক সময় কষ্টের সম্মুখীন হই: রিপুর তাড়না জয় করার কষ্ট, সত্যের পথে থাকার কষ্ট, ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার কষ্ট, অন্যের জন্য ত্যাগস্বীকারের কষ্ট, দায়িত্ব-কর্তব্য দ্বিধাহীনচিত্তে মেনে নেওয়া কষ্ট, নম্র হওয়ার কষ্ট প্রভৃতি। এগুলোও কালভেরীর পথে যাত্রা করার মতোই। তাই এ কষ্টগুলো মেনে নিয়ে আলোর পথের যাত্রী হতেই পুনরুত্থিত প্রভু যিশু আমাদের অনবরত আহ্বান করছেন।

শীতকালে সাপ যখন গর্তে লুকিয়ে থাকে, তখন কিছু খায় না, কোথাও ঘুরে বেড়ায় না। কিন্তু গ্রীষ্ম আসতেই সে বেরিয়ে আসে। নিজের পুরনো পোশাক অর্থাৎ গায়ের পুরনো চামড়া খুলে ফেলে। তখন সেটি চক চক করে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে তাকায় এবং ছোবল দিতে এতটুকুও কার্পণ্য করে না। সাপ নতুন হয়ে উঠে, পূর্ণ শক্তি ও সজীবতা ফিরে পায়। সাপের এই উপমাকে আমরা আমাদের জীবনের সাথেও মিলিয়ে দেখতে পারি। পুরো প্রায়শ্চিত্তকাল জুড়ে আমরা আমোদ-প্রমোদ, হই-হুল্লোড়, জাঁক-জমকপূর্ণ অনুষ্ঠান ও উৎসব থেকে বিরত ছিলাম এবং নানা রকম কৃচ্ছতা সাধনায় রত ছিলাম। আমাদের বাহ্যিক জীবনে একটা শুষ্কতা বিরাজ করছিল। পাশাপাশি, আমরা তপস্যাকালের ৪০ দিন ধরে যিশুর ক্রুশীয় যাতনা ও তাঁর মৃত্যুকে স্মরণ করেছি, ধ্যান করেছি এবং হৃদয়ের গেৎসিমানী বাগানে যিশুর মতোই প্রার্থনা করেছি। যিশু যেভাবে বলেন, *"তোমরা জেগে থাক আর প্রার্থনা কর, যাতে প্রলোভনে না পড় ...."* *(মথি ২৬:৪১)*। কাজেই এই নিরন্তর সাধনার ফলে আমাদের জীবনেও পরিবর্তন আসতে বাধ্য। তাই যারাই এ সাধনায় বিশ্বস্তভাবে অংশগ্রহণ করে তাদের জীবন আরও সুন্দর ও সুবাসিত হয়ে উঠে।

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসের মরণ থাবায় পুরো বিশ্ব বিপর্যস্ত। এক সময় নিশ্চয়ই আবার সব কিছু শান্ত হবে, নতুন ধারায় ফিরে আসবে। লক্ষ্যণীয়, যানবাহন, কল-কারখানাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় পৃথিবীর দূষণ অনেক কমে গেছে। এভাবে পৃথিবী নিজেও নিরাময় লাভ করছে। সব কিছু শুদ্ধ ও আপন ধারায় ফিরে আসছে। পুনরুত্থিত যিশু খ্রিস্টও তেমনি মানুষের মধ্যে নতুন ধারার সঞ্চার করেছিলেন। মানুষ লাভ করেছিল নতুন জীবন, পেয়েছিল নতুন পথের সন্ধান। তিনি চান যেন সেই পথে চলেই মানুষ নতুনতর এগিয়ে চলতে থাকে। এভাবেই তো পুনরুত্থানের বাস্তব প্রকাশ ঘটে মানুষের জীবনে॥

যিশুর পুনরুত্থান হতাশা ও নিরাশার মাঝে আশার আলো

ফাদার সমীর ফ্রান্সিস রোজারিও

সারা পৃথিবীর মানুষ যখন করোনা ভাইরাস নামক মহামারীতে আক্রান্ত হচ্ছে, কিছু মানুষ মারা যাচ্ছে, কিছু মানুষ যখন ভয়ে জড়ো-সড়ো হয়ে ঘরে বসে আসে, বিভিন্ন সরকারী নিদের্শনা, ফেসবুক ও অন্যান্য সামাজিক গণ-মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তির সচেতনতামূলক বক্তব্য দিচ্ছে, সরকার ও কিছু দয়ালু মানুষ যখন অসহায় দরিদ্রদের মাঝে খাবার বিলাচ্ছেন, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ডাক্তার, নার্স, সরকারী কর্মকর্তাগণ করোনায় আক্রান্ত রোগীদের সেবা করছেন, কেউ কেউ নিজেদের জীবন উৎসর্গ করছেন, কিছু ভাড়ীওয়ালা ভাড়াটিয়াদের ভাড়া মওকুফ করে দিচ্ছেন, সমবায় সমিতি কিস্তি প্রদান কয়েক মাসের জন্য স্থগিত রেখেছেন, মিডিয়াতে এই মহামারী সমন্ধে বিভিন্ন খবর ও অনুষ্ঠান প্রচার করছেন, সেই সময় মানুষের জীবনের ক্লান্তি লগ্নে যিশুর পুনরুত্থান নিয়ে এসেছে আশার আলো। যিশুর যাতনাভোগ, ক্রুশে তাঁর নির্মম মৃত্যু বরণ - এর মধ্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা কিন্তু শেষ নয় বরং যিশুর পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনে এসেছে নতুন জীবনের হাতছানি ও মুক্তি। ঈশ্বর তাঁর একমাত্র পুত্র যিশুকেও যাতনাভোগ থেকে মুক্তি দেননি কিন্তু ক্রুশীয় কষ্টের পর এসেছে পুনরুত্থানের মহা আনন্দ। আর ঈশ্বর আমাদেরকেও বিভিন্নভাবে পরীক্ষা দিয়ে আমাদের যাচাই করেন, তার প্রতি আমাদের বিশ্বাস কতো গভীর তা যাচাই করবার জন্য। এরপর তিনি আমাদের রক্ষা করেন। তাই সাধু পৌল বলেন, মুখে তুমি যদি সকলের সামনে যিশুকে প্রভু বলে স্বীকার করে এবং অন্তরে যদি বিশ্বাস করে যে, পরমেশ্বর তাকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, তাহলে তুমি নিশ্চয়ই পরিত্রাণ লাভ করবে *(রোমীয় ১০:৯)*।

বাংলা শব্দ পুনরুত্থান শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো Resureection। এই Resurrection শব্দটি এসেছে ল্যাটিন Resergere শব্দ থেকে যার অর্থ to rise again বা পুনরায় জেগে উঠা বা পুনরায় উত্থান। পুনরুত্থান বলতে মূলত খ্রিস্টের পুনরুত্থান কে বুঝানো হয়েছে। কেননা পৃথিবীতে খ্রিস্ট ব্যতিত অন্য কেউ মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থানের মহিমায় ভূষিত হননি। খ্রিস্টের পুনরুত্থানকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর পুনরুত্থান পর্ব পালন করা হয়ে থাকে।

এই পুনরুত্থান পর্বকে ইংরেজীতে বলা হয় Easter। Easter শব্দটি মূলত এসেছে Anglo Saxon বসন্ত দেবী Easter শব্দটি মূলত এসেছে অহমষড় ঝধীড়হ বসন্ত দেবী Easter - এর নাম অনুসারে। যিশু যে দিনটিকে পুনরুত্থান করেছেন সেই দিনকে প্রভুর দিন রূপে বিশ্বাস করা হতো কারণ খ্রিস্ট মৃত্যুঞ্জয়ী হয়েছেন নব সূর্যের মত। যে অন্ধকারময় পৃথিবীকে নব আলোয় নব আলোয় আলোকিত করে এবং নব আলোর পুণ্য জ্যোতিতে আমরা পাই নতুন চেতনা, নতুন বিশ্বাস, নতুন আশা এবং নব উদ্যমে শুরু করি আমাদের জীবনের নতুন যাত্রা পর্ব। তাই বলা যায় যে, আমাদের জীবনের দুসময়ে যিশু আমাদের মনে নতুন চেতনা, বিশ্বাস ও আশার সঞ্চারিত করেন।

আজ মানব জাতির কাছে খ্রিস্টের পুনরুত্থানের সত্য, মৃত্যু-বিজয়ের কথাই ঘোষিত হচ্ছে। আর বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই সত্যময় যিশু খ্রিস্ট এই মহামারীর বিরুদ্ধে জয়ী হতে আমাদের শক্তি ও সাহস যোগাবেন। তাঁর গৌরবময় পুনরুত্থান আমাদের প্রত্যেকের জীবনকে নতুন করে দেখতে, জানতে ও বুঝতে আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। খ্রিস্টের মহিমাময় পুনরুত্থান আমাদেরকে বিশ্বাসের দৃঢ়ীকরণে চিহ্নিত করে এবং এর তাৎপর্য ব্যক্তি জীবনের অভিঙ্গতায় ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। ঈশ্বর মানুষকে বিভিন্ন সময় পরীক্ষা করেন আমরা খ্রিস্ট বিশ্বাসে কতোটা দৃঢ়। খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে আমরা লাভ করি এক পবিত্র নতুন জীবন ও পথের সন্ধান। তার সত্যের আশ্বাস বানী পুনরুত্থানের মধ্য দিয়েই পূর্ণতা পায় এবং আমাদের বিশ্বাসের নব জাগরণের ফলে তাকে সঠিকভাবে চিনতে ও স্থান দিতে পারি।

পাস্কার শব্দের ইংরেজী শব্দ Passover এসেছে হিব্রু শব্দ pesah থেকে যার অর্থ অতিক্রম করা। মিশরীয়দের উপর দশম আঘাতের সময় ঈশ্বর যখন মিশরীয় সকল প্রথম জাতক সন্তানকে হত্যা করছিলেন তখন তিনি ইস্রায়েলীদের বাড়ীগুলোতে কোন আঘাত না হেনেই অতিক্রম করে গিয়েছিলেন *(দ্র: যাত্রা ১২:২৯)*। সে সময়টিতে ইস্রায়েলীয়রা নিস্তার পর্ব পালন করতো, সে সময়টি তাদের বর্ষপুঞ্জির হিসাবে থাকতো নিশান মাস। নিস্তার মেষ

বলিদান চতুর্দশ দিবসের বেলা দ্বিপ্রহর থেকে এবং সূর্যাস্তের পর ভোজের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হতো সাত দিনে যাবতীয় তাড়িশূণ্য রুটির ভোজের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হতো। আর এর থেকেই শুরু হয়েছে 'তাড়িশুণ্য রুটির' পর্বানুষ্ঠান। প্রতি সপ্তম দিনে তাদেরকে ২টি বলদ, ১টি পুংশাবক, ৭টি মেষশাবক বলি দিতে হতো সকলের পাপ বির্সজনের নিমিত্তে। তাই দেখা যায় যে, ইস্রায়েল জাতি স্বাভাবিকভাবেই প্রচলিত প্রথা ও রীতি-নীতি অনুস্মরণ করে মহা সমারোহে মুক্তির এই ঘটনাটি পালন করত।

যে সময়টিতে ইস্রায়েলীয়রা নিস্তার পর্ব পালন করতো সে দিবসটি পড়তো বসন্তকালীন সেদের (Seder) দিবা-রাত্রির পরবর্তী সবচেয়ে কাছাকাছি পূর্ণিমায়। এটাই ছিল তাদের প্রধান পর্ব। এই সময়ই মানবজাতির মুক্তির মহানায়ক প্রভু যিশু যাতনাভোগ এবং ক্রুশীয় মৃত্যুবরণ করে তৃতীয় দিনে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান করেছিলেন। দিনটি চিল সপ্তাহের প্রথম দিন বা রবিবার। তখন ছিল বসন্তকাল, শুল্ক পথের চাঁদনী রাত। এ জন্য প্রভু যিশুর পুনরুত্থান পর্বটি বসন্তকালেই পড়ে। বসন্তের প্রথম পূর্ণিমার পরবর্তী রবিবার পাস্কা পর্ব উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। তাই, আমরা বলতে পারি যে, যীশু যিনি আমাদের আরোগ্যদাতা, জীবনদান ও ত্রাণকর্তা সেই পুনরুত্থিত যিশু আমাদের জীবনের হতাশা, কষ্ট, দুঃখ ও নিরাশাময় জীবন পর করতে এবং সুস্থ, সুন্দর ও আনন্দময় জীবন যাপন করতে সাহায্য করবেন।

নিস্তার রহস্য হলো যিশুর জীবনের রহস্য এবং খ্রিস্ট মণ্ডলীর গোট জীবনের চলিকা শক্তি। তাই বলা যায় যে নিস্তার পর্বের নতুন রূপ হলো পাস্কা পর্ব এবং খ্রিস্ট নিজেই হলেন বলিকৃত মেষ। যার পুণ্য রক্তের গুনে মুক্তির পথ রচিত হয়েছে। পাস্কা পর্ব উদযাপনের মধ্য দিয়ে পুরাতন এবং নতুন নিয়মের মুক্তি রহস্যটি প্রাধান্য পায়। ইহুদীদের মুক্তি ছিলো ভৌগলিক এলাকা থেকে স্বাধীন দেশে বা প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশের মুক্তি ও আনন্দ, অন্যদিকে নতুন নিয়মের মুক্তি হলো পাপের দাসত্ব থেকে মুক্তি, সামাজিক জীবনের মন্দতা, বন্ধন ও সামাজিক বৈষম্যের বন্ধন থেকে মুক্তি। যিশুর পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আমাদের সমস্ত পাপের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে নতুন জীবনে নিয়ে আসেন।

দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার উপাসনা বিষয়ক দলিলে নিস্তার রহস্যে বর্ণনায় বলা হয়েছে-পুরাতন নিয়মের জনগণের মধ্যে ঈশ্বরের বিস্ময়কর কাজগুলো মানুষের মুক্তি সাধনে ও ঈশ্বরকে পরিপূর্ণ প্রশংসা নিবেদনে যন্ত্রণাভোগ, পুনরুত্থান ও গৌরবময় স্বর্গারোহণের যে নিস্তার রহস্য তারই মধ্য দিয়ে, যার মাধ্যমে তিনি মৃত্যুবরণ করে আমাদের মৃত্যু নাশ করেছেন এবং পুনরুত্থিত হয়ে আমাদের জীবন ফিরিয়ে এনেছেন। কারণ ক্রুশে প্রাণ দেয়ার সাথে সাথে খ্রিস্টের বক্ষ থেকেই নিঃসৃত হয়েছে সমগ্র মণ্ডলীর বিস্ময়কর সংস্কারটি *(ধারা-৫)* আমাদের বাস্তবতায় পুনরুত্থান আসে রূদ্য প্রকৃতির রৌদ্রময় সময়ে। ঊষর-ধুসর, ধুলিকণার শুষ্ক পরিবেশে পুনরুত্থিত খ্রিস্ট আসে বিশ্বাসের নব জাগরণে প্রাণে প্রাণে নব চেতনায় দোলে জীবনের শুভারম্ভে।

আদিমণ্ডলীতে নির্যাতন যুগের প্রধান পার্বণ বলতে পুনরুত্থান পর্ব ও রবিবারের অনুষ্ঠানকেই বুঝানো হতো। যিশু যে ন্যায়ের সূর্য, ধার্মিকতার জ্যোতি এবং শান্তিরাজ তা প্রকাশিত হতো রবিবার শব্দটির মধ্য দিয়ে। এছাড়া যিশু পুনরুত্থানও করেছেন রবিবার দিনে এবং ঈশ্বরের সৃষ্টি বিবরণেও রবিবার দিন বিশ্রামবার হিসেবে রাখা হয়েছে। সার্বিক দিক বিচার বিশেষণ ও ঐশ পরিকল্পনার মহাত্ম্য ধ্যানের ফসল হিসাবে যা দাঁড়ায় তা হলো রবিবার দিন-প্রভুর দিন, বিশ্রামবার এবং পুনরুত্থানের দিন। বিশ্বাসী মানুষ মাত্রই প্রভুর দিন পালন করে শ্রদ্ধা-ভক্তি, উপাসনা, বিশ্রাম ও ঈশ্বরের সম্মার্থে। রবি হলো সূর্য আর সূর্যকে ঘিরেই অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ আপন আপন কক্ষপথে পরিচালিত হয়। খ্রিস্ট বিশ্বাসের কেন্দ্র হলো খ্রীষ্ট আর খ্রীষ্টকে ঘিরেই সংস্কারীয় জীবন, পর্ব ও অন্যান্য পর্বাদি। মণ্ডলীর আদিযুগ থেকেই তাই রবিবারের অনুষ্ঠান গুরুত্ব, শ্রদ্ধা ও ভক্তির সাক্ষতেই উদযাপিত হয়ে আসছে। প্রচলিত কথা ও প্রথায় বলা হয়ে থাকে প্রতিটি রবিবার হলো ছোট্ট পাস্কা বা পুনরুত্থান পর্ব। সেখানে যীশুর দু:খ-কষ্ট, যন্ত্রণা মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের বিষয়ে ধ্যান করা হয় এবং খ্রিস্টীয় বিশ্বাস জীবনকে সজীব করে তোলা হয়।

খ্রিস্ট যদি পুনরুত্থান না করতেন তাহলে আমরা পাপ থেকে মুক্ত হয়ে অনন্ত পরিত্রাণের আশা করতে পারতাম না। খ্রিস্টের পুনরুত্থান মিথ্যা হলে সারা পৃথিবীর মানুষ খ্রিস্টকে বিশ্বাস করত না, শিষ্যদের প্রচারের ও কোন অর্থ হতো না। কারণ আমাদের বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা সবকিছুর চরম লক্ষ্য ও পরম পাওয়া হচ্ছে অনন্ত জীবন, ঈশ্বরের শ্রীমুখ দর্শন, আর পুনরুত্থানই আমাদের জন্য সেই অনন্ত জীবনের দ্বার উন্মোচন করে। এই নশ্বর দেহের পুনরুত্থানের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়, কারণ মরদেহ গ্রহণ করে খ্রিস্ট নিজেই এই দেহকে মহিমান্বিত করেছেন এবং আমাদেরও একই মহিমার সহভাগী করেছেন। শেষদিনে আমরা পুনরুত্থিত হয়ে ঐশরাজ্যের মহা মিলনভোজে একত্রে মিলিত হব। তাই খ্রিস্টের জন্ম বা জাগতিক জীবন অপেক্ষা তার স্বশরীবে পুনরুত্থান আমাদের বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু। এই বিশ্বাসেই আমরা পরিত্রাণ লাভ করব।

পরিশেষে বলতে চাই যে, পুনরুত্থান শব্দটির অর্থ পুনরায় জেগে উঠা, জীবন ফিরে পাওয়া, চেতনা লাভ করা, উদিত হওয়া, নতুন কিছুতে রূপান্তিরিত হওয়া। আমাদের জীবনের বিভিন্ন সংগ্রাম, দুর্যোগ, মহামারী, অসুস্থতার মাঝে খ্রিস্টের পুনরুত্থান জীবনে নতুনভাবে জেগে উঠতে সাহায্য করছে। ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন। আর তাই ঈশ্বর ভালোবেসে আমাদের জীবন দিয়ে থাকেন আর ভালোবেসে তিনি আমাদের জীবন তাঁর কাছে নিয়ে যান। তবে মৃত্যু আমাদের জীবনের শেষ কথা নয় আছে অনন্ত জীবন। যিশু নিজেই তাঁর গৌরবময় পুনরুত্থানের মাধ্যমে আমাদের মৃত্যুর পর অনন্ত জীবনে অধিকার দিয়ে গেছেন। তাই পুনরুত্থিত খ্রিস্টের উপর বিশ্বাস ও ভরসা রেখে আমাদের জীবনের সব ভয় ভীতি দূর করে আশা ও আলোর পথে জীবন যাপন করি।

করোনা ভাবনা

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

দুঃসহ এই করোনাকাল বিশ্ববাসী সকলের জন্যই অত্যন্ত কষ্টের ও বেদনার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে। প্রতিদিন আমরা পাচ্ছি কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃতদের খবর। এ মরণ ভাইরাস তার ভয়াবহ থাবা উঁচিয়ে সারা বিশ্ব চষে বেড়াচ্ছে। দিনে দিনে অসহায় মানুষের সংখ্যা যোগ হচ্ছে আক্রান্তদের এবং মৃতদের তালিকায়। হু হু করে সংখ্যা বেড়েই চলেছে। করোনা ভাইরাস আক্রান্ত মানুষ যে চিকিৎসায় সুস্থ হচ্ছে না, তা নয়। তবে তা খুব আশাব্যঞ্জক নয়। তাতে মানুষের আতংক কমছে না। পৃথিবীর প্রতিটি মহাদেশেই করোনার দাপট অব্যাহত রয়েছে। গত ডিসেম্বর ২০১৯ এ চীনের উহান থেকে ছড়িয়ে পড়া এ ভাইরাস গোটা বিশ্বকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। মানুষ করোনার ক্রমবর্ধমান আক্রমণের চিত্র দেখে স্তব্ধ। হতভম্ব। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। বর্তমান বিশ্বে তথ্য প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষের এবং প্রসারের কারণে পুরো বিশ্ববাসী মুহূর্তেই জেনে যাচ্ছে বিশ্বের সামগ্রিক করোনা চিত্র। বিভিন্ন দেশের করোনা ভাইরাসের আক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য চলছে কারফিউ, লকডাউন, কোয়ারেন্টাইনের মত বিভিন্ন ব্যবস্থা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যুদ্ধকালিন পরিস্থিতিতে ভয়াবহতাকে সামাল দেয়ার মত কার্যকরী পদক্ষেপ নিচ্ছে। দেশের সকল মানুষকে সামাজিক দূরত্ব মেনে চলার জন্য উৎসাহ, পরামর্শ এবং ক্ষেত্র বিশেষে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং সেনাবাহিনীর মাধ্যমে তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপও নেয়া হচ্ছে। করোনার চলমান সামগ্রিক চিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ঘন বসতিপূর্ণ এবং জনবহুল এলাকা, বহির্মুখী মানুষের যত্রতত্র স্থান পরিবর্তন, নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যবিধি ও ব্যক্তিগত আচরণবিধি অনুসরণ না করা ইত্যাদি করোনার আক্রমণ ও বীভৎসতার মাত্রা বৃদ্ধির কারণ ও নিয়ামক রূপে কাজ করে।

জননিরাপত্তা রক্ষার জন্য মসজিদ, মন্দির গির্জা প্যাগোডা সহ আরও বিভিন্ন ধর্মীয় উপাসনালয়ে নামাজ ও প্রার্থনা অনুষ্ঠান সীমিত এবং বন্ধ করে দেয়া হয়। সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান, জনসমাবেশ ইত্যাদি মানা করা হচ্ছে। মানুষ যেন একজন আর একজন থেকে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখে এবং হাঁচি কাশির সাথে করোনার ভাইরাসের বিস্তার ও সংক্রমণ রোধ করতে মাস্ক ও গ্লাভস ব্যবহার করে এবং ঘন ঘন হাত ধোয়ার চর্চা করে তা গণমাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে।

করোনার আক্রমণে বিশ্বব্যাপী চলছে টানা ক্রান্তিকাল। সরকারী, বেসরকারি কর্মস্থল, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে। খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ বেকার হয়ে পড়েছে। ঘরে ঘরে তাই নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যের সংকটে তাদেরকে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে। অনেকেই তাই ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হচ্ছে।

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ হলেও তুলনামূলক ভাবে এখানকার চিত্র ভিন্ন। তুলনামূলক ভাবে এখানে করোনায় আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা কম। এটি সম্ভব হয়েছে সরকারের সতর্কতা মূলক কার্যক্রমের জন্য। অন্যদিকে এর বিপরীতেও অনেকে কথা বলছেন। তাঁরা বলছেন, বাংলাদেশের করোনা সরকারের নিয়ন্ত্রণে নেই। করোনায় আক্রান্ত হয়ে বিস্তর মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ছে। মারাও যাচ্ছে। যার সঠিক পরিসংখ্যান গণমাধ্যমে আসছে না। দেশের হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা সরঞ্জামের অপ্রতুলতার কারণে রোগীদের চিহ্নিতকরণ, হোম কয়ারেন্টাইন, আইসোলেশন ও চিকিৎসা সেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসাকেন্দ্রের অভাব, ডাক্তার সেবাকর্মিদের অনীহা করোনায় মৃত্যুর হার বাড়িয়েছে। রাজধানী ঢাকা থেকে গণহারে ঈদ পুজার ছুটির আমেজে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার হিড়িক, বিদেশ ফেরত প্রবাসীদের আলাদা করে রাখতে না পারা বাংলাদেশে করোনা ছড়িয়ে পড়ার যথেষ্ট কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়। আবার ঢাকা মহানগরী সহ দেশের বিভিন্ন স্থান রয়েছে অনেক বস্তি। উখিয়া, টেকনাফে রয়েছে রোহিঙ্গা আশ্রয় শিবির। এ গুলোতে যদি করোনা শুরু হয়ে যায়, তবে করোনা নিয়ন্ত্রণে রাখা; বাংলাদেশ সরকারের জন্য হবে বড় চ্যালঞ্জের বিষয়।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার ও হাসপাতালগুলো করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসা সেবা দিতে এবং মৃতদের লাশের ধাক্কা সামলাতে রীতিমত হিমশিম খাচ্ছে। এ দুঃসময়ে হাসপাতাল, ক্লিনিক, স্বাস্থ্য পরিচর্যাকেন্দ্রগুলো লক ডাউনের বাইরে থাকছে করোনার ধাক্কা সামাল দিতে। ডাক্তার নার্স সেবাদানকারি, মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট রাতদিন ক্লান্তিহীন ব্যস্ত রয়েছেন। করোনা ভাইরাসে নিশ্চিত আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি নিয়েও নিরন্তর সেবা দিয়ে যাচ্ছেন তারা। এখন অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, সাধারণ সর্দি জ্বর কাশি নিয়ে রোগীরা চিকিৎসাকেন্দ্রে গিয়ে উপযুক্ত চিকিৎসা পাচ্ছে না। আবার চিকিৎসা ছাড়াই তাদেরকে ফিরে আসতে হচ্ছে। অনেক চিকিৎসাকেন্দ্রের স্বাস্থ্য সেবাদানকারিরা করোনায় নিজেরা আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে তাদের কর্মস্থলে যাওয়া থেকে বিরত থাকছেন। তবে এদের সংখ্যা খুবই কম। এ সময় নিজেদের পেশার প্রতি ভালোবাসা ভক্তির চরম সাক্ষ্য দিয়ে যাচ্ছেন তারা। তাদের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে।

করোনার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বন্ধ হয়ে যাওয়া অনেক কর্ম প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা জানেন না, তাদের কর্মস্থলের দরজা কবে খুলবে। আবার কবে অবস্থা স্বাভাবিক হবে এবং তারা শিঘ্র তাদের কাজে যোগ দিতে পারবেন। এমন অবস্থা সামাল দেয়ার জন্য কোন কোন দেশের সরকার ঘরে বসে থাকা নিম্ন আয়ের কর্মজীবী মানুষের মাঝে ত্রাণ বিতরণের ব্যবস্থা করছে। আর এই পরিস্থিতিকে অনেকে তাদের ভাগ্যোন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে নিচ্ছে। সরকারী ত্রাণসামগ্রী লুটপাটের ঘটনাও ঘটছে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও তদারকির অভাবে অনেক স্থানে এ ধরণের ঘটনা ঘটছে। সাধারণ মানুষের অনুযোগ, তারা এই দুঃসময়ে ন্যূনতম খাবার সামগ্রী পাচ্ছেন না। বিরক্তিকর লম্বা সারিতে দিনভর দাঁড়িয়ে থেকে শূন্য হাতেই ফিরতে হচ্ছে তাদের।

এ সময় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দোকানের, ঔষধের দোকানের এবং

গণমাধ্যম কর্মীরা, এ্যাম্বুলেন্স, পুলিশ, সেনাবাহিনীর সদস্যরা নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।

করোনার শুরু যেখানে, চীনের সেই উহানে সম্প্রতি করোনার দাপট একেবারেই থেমে গেছে। সেখানে লক ডাউন তুলে নিয়ে; আলোকসজ্জা করে ও আতশবাজি পুড়িয়ে আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠেছে মানুষ। এখন মূলত করোনার আক্রমণের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে ইউরোপ আমেরিকা।

তো করোনা ভাইরাসকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য এবং প্রতিরোধ করার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ উপযুক্ত ঔষধ ও প্রতিষেধক উদ্ভাবন করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধির চিকিৎসা ও প্রতিষেধক প্রয়োগ করছেন করোনাকে সামাল দেয়ার জন্য। তবে এখনও তেমন স্বীকৃত কোন কিছু উদ্ভাবিত হয়নি। অনেকের মতে ঔষধ ও প্রতিষেধকের জন্য লম্বা সময় অপেক্ষা করতে হবে। আর ইত্যবসরে করোনা তার করাল থাবার আক্রমণ চালিয়েই যাবে। তবে তার মাত্রা বাড়বে নাকি কমবে, তা একমাত্র সময়ই বলে দেবে।

করোনা তাণ্ডবের মধ্য দিয়ে গোটা বিশ্ব এখন এক ক্রান্তিকালের সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। সমাজ ও রাষ্ট্র বিশ্লেষকরা এ নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে তাদের বিশ্লেষণের নানান চিত্র তুলে ধরছেন। তাদের আশা-আশংকার কথা বিধৃত করছেন। করোনা ক্রান্তির মধ্য দিয়ে সারা বিশ্বে সংঘটিত হতে যাচ্ছে আমূল পরিবর্তন যা ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। অনুমান করা হচ্ছে শুরু হয়ে যাওয়া পরিবর্তন প্রক্রিয়ায়; মানুষের ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনধারার ক্ষেত্রে আচারে আচরণে উৎসবে ব্যবসায় ধর্মে কর্মে সর্বত্রই করোনা প্রলয়ের ব্যাপক প্রভাব বিস্তার লাভ করবে। বিগত উনিশ শতকে সংঘটিত দু'টি বিশ্বযুদ্ধ (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১৯১৪-১৯১৮ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৯৩৯-১৯৪৫) বিশ্বের সামগ্রিক পরিবর্তনে যতো না প্রভাব ফেলেছিল, তার চেয়ে অধিক মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করবে যে করোনা তাণ্ডব। এখনকার এই করোনা তাণ্ডবের ভয়াবহতার আঙ্গিকে অনেকেই এই দুঃসময়কে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করতে চান। আর এই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতা, তার সুদূরপ্রসারী প্রভাবের প্রচণ্ডতা হবে কল্পনাতীত।

এই করোনা যুদ্ধে নেই কোন দৃশ্যমান পক্ষ প্রতিপক্ষের চিত্র। নেই পরাশক্তির হুমকি ধামকি। কথিত এই মহাযুদ্ধে একদিকে এক কাতারে রয়েছে সমগ্র বিশ্ববাসী আর অন্যদিকে অদৃশ্যমান কোভিক-১৯ করোনা ভাইরাস। তার যেমন নেই সুসজ্জিত সৈন্য বাহিনী, কামান, মিসাইল, যুদ্ধ জাহাজ, সাবমেরিন। নেই দূর পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র, পারমাণবিক অস্ত্র। আর তারই প্রতিপক্ষ মানুষের এই সমস্ত থাকা সত্ত্বেও তা হয়ে আছে কার্যত অব্যবহার্য। অপ্রয়োজনীয় এবং একেবারেই অকেজো। অদৃশ্য শত্রু এই করোনার বিরুদ্ধে মানুষের রণকৌশল হল অতি সুক্ষ। তাকে ঘায়েল করতে মানুষকে পরাশক্তি বিবেচনা এবং তার স্বার্থ বিবেচনা করে পক্ষ বিবেচনার কোন প্রয়োজনই নেই। যেমন, বিশ্বের সব পরাশক্তি এখন এক সমান্তরালে, এক কাতারে এসে সামিল হয়েছে। ঠিক তেমনই মানুষের সক্ষম রণকৌশল উদ্ভাবন এবং তার প্রয়োগ এখন সকল পরাশক্তির একই ভাবনার, একই উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন সবার লক্ষ্য এই মানবজাতিকে, এই সভ্যতাকে বাঁচাতে হবে। মানুষের দীর্ঘায়িত মৃত্যুর মিছিল থামাতেই হবে। ঠিক এই মুহূর্তে মানুষ তার জ্ঞান বিজ্ঞানের সর্বোত্তম পন্থার সঠিক ও সদ্ব্যবহারে হয়ে উঠেছে তৎপর। মহাব্যস্ত। এবং সেই সর্বোত্তম পন্থা হল কোভিক-১৯ ভাইরাসের প্রতিষেধক এবং করোনা আক্রান্ত মানুষকে সারিয়ে তোলার জন্য কার্যকর ঔষধ। এখন যত তাড়াতাড়ি সফল হওয়া যায় ততই মঙ্গল। করোনায় আক্রান্ত মানুষকে বাঁচাতে হবে। করোনাকে দমন করতে হবে। সকল মানুষের জন্য করোনামুক্ত বিশ্বের করোনামুক্ত সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে হবে।

মানুষ তুমি এগিয়ে যাও। জয়ী তুমি হবেই। করোনা আক্রান্ত এই বিশ্ব, করোনা আক্রান্ত এই সময় সবই পিছু প'ড়ে রইবে নিশ্চয়। অদূর ভবিষ্যতে করোনা মুক্ত, শক্তি পরাশক্তি বিহীন একটি মানববিশ্ব রচিত হবে, সব মানুষই এখন নিশ্চিত আশবাদী। বিশ্ববাসী আমাদের সকল মানুষের এই অনাবিল স্বপ্ন দ্রুত বাস্তবে রুপায়িত হবে এই শুভ কামনাও সকলের।

যীশু বাউলের কবিতা

করোনায় করণীয়

'ঘরে থাকুন, নিরাপদে থাকুন, সুস্থ থাকুন'
স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন; পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন
ভিটামিনযুক্ত খাবার খান; প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলুন।

সমাবেশ থেকে দূরে থাকুন
সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন
শুদ্ধ-মনে শুদ্ধ চিত্তে বিশ্বের মঙ্গল কামনা করুন।

সহযোগিতার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করুন
মানবতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সাহায্যে এগিয়ে আসুন
বিশ্ব-ভূমণ্ডলকে ভালবাসুন মানবগোষ্ঠীকে রক্ষা করুন।

করোনা ভাইরাসের আতংক ছড়াবেন না
করোনা ভাইরাসের প্রাণঘাতি ছোবল থেকে দূরে থাকুন
করোনা নিয়ে রাজনীতি বা দলীয়করণ করবেন না।

করোনা থেকে রক্ষার জন্য দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে প্রার্থনা করুন
জীবন স্রষ্টার প্রতি অগাধ বিশ্বাস রাখুন
সৃষ্টি ও মানবগোষ্ঠীকে রক্ষার নিমিত্তে প্রতিদিনই প্রার্থনা করুন।

প্রার্থনাই একমাত্র ঔষধ পৃথিবী নিরাময়ের জন্য
প্রার্থনাই একমাত্র শক্তি ও মনোবল
করোনার সাথে যুদ্ধ করার
প্রার্থনাই একমাত্র মঙ্গলদায়ী হাতিয়ার
নিরাময় ও রক্ষা করার
প্রার্থনার গুনেই পুনরুত্থান ও পুর্নজীবন
বিশ্বলোকে সবার ॥

একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে

উদয় গ্রেগরী

মনে তীব্র ইচ্ছা ছিলো দেশের বাহিরে পড়াশুনা করতে যাবো। আর্থিক সামর্থ্য ছিল না, ছিল সাহস ও স্বপ্ন পূরণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। কোন

ধরনের কোচিং সেন্টারে ভর্তি হইনি। ইউটিউবে আইয়েলস টিউটেরিয়াল দেখে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছি, চাকরির পাশাপাশি। যখন নিজেকে প্রস্তুত মনে হলো, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেলো, আইয়েলস (IELTS) পরীক্ষার জন্য রেজিস্ট্রেশন করে ফেলি। গত বছর অক্টোবরের শেষের দিকে ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে পরীক্ষা দেই। সব মিলিয়ে স্কোর আসে ৬.৫। স্কোরটি প্রত্যাশা অনুযায়ী ছিল না। বাহিরের দেশে পড়াশুনার জন্য একেবারে খারাপও ছিল না। আমার কাছের এক বড় ভাই নিউজিল্যান্ড থাকে। তার সাথে যোগাযোগ করি। তার পরামর্শ অনুযায়ী ইনভেটিভ নামে একটি বিশ্বস্ত এজেন্সীতে যোগাযোগ করি। পরে ভার্সিটিতে ভর্তি ও ভিসা প্রসেসিং এর যাবতীয় কাজ তাদের মাধ্যমে করি। নিউজিল্যান্ডের ভিসা পেতে ১-২ মাস সময় লাগতো। আবেদন সংখ্যা বেশী হওয়ায় প্রসেসিং সময় প্রায় চার মাস লেগে যায়।

আমার স্বপ্ন, আমার কষ্ট সব বিফলে গেল। কয়েক লাইনের একটি মেইল আমার জীবনের হিসাবটা পুরো উলোট-পালোট করে দিয়েছিল। আমাকে ডুবিয়ে দিয়েছিল হতাশার সমুদ্রে, ঠেলে দিয়েছিল নিরাশার বন্দরে। পাশে দাঁড়িয়েছিল অনেকে, মনোবল জুগিয়েছিলো- সাহস নিয়ে জীবনের বাকিটা পথ পাড়ি দিতে। ইংরেজীতে একটি প্রবাদ/কথা আছে- ‘Time is the best healer’. সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে আমার ব্যক্তি জীবনটা স্বাভাবিক হয়েছে। একটি চাকরিও পেয়ে গিয়েছি, নতুন চালু হওয়া সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতালে।

কিন্তু আজ পৃথিবীটা অস্বাভাবিক। কেউ ভালো নেই। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত লক্ষ লক্ষ মানুষ, অনেকে হারিয়েছে প্রাণ, বিজ্ঞানীরা নিরুপায়, আমেরিকার মত রাষ্ট্র আজ দিশেহারা। সবাই এখন অতি কষ্টে দিন পার করছে। গোটা বিশ্ব আজ এক সুতোয় বাধা, একটি অতি ক্ষুদ্র ভাইরাসের কাছে বিলীন হওয়ার পথে মানবকূলের বড় একটি অংশ। হাসপাতালে আসা-যাওয়ার সময় বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় আমি সেই প্রাণের শহর ঢাকায় আছি। নেই মানুষের তেমন আনাগোনা, যানবাহন শূন্য রাজপথ আর নেই কর্মব্যস্ততা। এখন আর রাস্তার পাশে চা-সিগারেট পাওয়া যায় না, চাইলেই বাদাম কিনে খাওয়া যায় না, রেস্টুরেন্টে বসে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেওয়া যায় না, শুক্রবারটা আর আগের মত উপভোগ্য লাগে না। বাসার থেকে অফিসটা আজ বেশী প্রিয় লাগে। সাতদিনের মত ছুটি হয়েছে জমা।

স্বপ্নের পিছনে ছুটতে ছুটতে ভুলে যেতে বসেছিলাম জীবনের ছোটছোট বিষয়গুলো কত সুন্দর, কত অসাধারণ, কত সুখময়। জীবনের নিশ্চয়তা, অফিস শেষে বন্ধুদের সাথে আড্ডা, ছুটিতে গ্রামের বাড়ি যাওয়া- বাবা, মা, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সময় কাটানোর আনন্দ, বড় বড় স্বপ্ন পূরণের চেয়ে কম কিসে? কয়েক মাস আগেও ভাবিনি গোটা পৃথিবীর সাথে সাথে আমাদের দেশটাও স্থবির, প্রাণহীন হয়ে পড়বে, মানুষ ঘর বন্দী হয়ে থাকবে, কর্মহীন হয়ে যাবে। কাজের চাপে ছুটির অপেক্ষায় দিনগুণতে থাকা মানুষটাও আজ কাজে ফিরে যেতে ব্যাকুল প্রতিক্ষায় থাকবে।

স্বপ্নহীন জীবনটা নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। বিদেশে গিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের স্বপ্ন নয়-স্বাভাবিক পৃথিবী ফিরে পাওয়ার। একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। সারা বিশ্ব তথা মানবজাতি সৃষ্টিকর্তার অসীম করুণায় করোনা ভাইরাস মুক্ত হবে। মানুষ ফিরে পাবে তার হারিয়ে যাওয়া স্বাধীনতা। ঢাকা শহর আবার প্রাণ ফিরে পাবে। জনমানবে ভরে যাবে পুরো শহর, কর্মব্যস্ততা ফিরে আসবে,বন্ধু-বান্ধবের আড্ডায় মুখরিত হবে রেস্টুরেন্টগুলো, যুগলের দেখা মিলবে রাস্তায়।

মানুষের উপর পরমেশ্বরের আঘাত!

মাস্টার সুবল

পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মে আদিপুস্তকে লেখা আছে, পরমেশ্বর যখন দেখলেন, পৃথিবীতে মানুষ সারাদিন ধরে কেবল অধর্মেরই চিন্তা করে, সেজন্য প্রভুর দুঃখ হলো, তিনি মনোঃক্ষুন্ন হলেন। পৃথিবীর মানুষকে জল প্লাবন দ্বারা উচ্ছেদ করতে মনস্থির করলেন। সে যুগে নোয়ার বংশ ধার্মিক ও ত্রুটিহীন ছিল বলে পরমেশ্বর নোয়ার বংশ ছাড়া জল প্লাবনে পৃথিবীর বুক থেকে সমস্ত মানুষকে উচ্ছেদ করলেন। তারপর নোয়া ও তার ছেলেদের আশির্বাদ করে বললেন, ফলবান হও, বংশবৃদ্ধি কর, পৃথিবী ভরিয়ে তোল।

মিশর দেশে ফারাও নামে সম্রাট ছিলেন। তিনি ছিলেন ভীষণ হারামি আর তার ছিল পরমেশ্বরের উপর বিশ্বাস ভঙ্গের অনেক কাহিনী। ফারাও মিশর থেকে হিব্রুদের যেতে দেননি পরমেশ্বরের সেবা করতে। তাই পরমেশ্বর মিশরের উপর দশটি আঘাত হানেন। প্রথম আঘাত- জল, দ্বিতীয় আঘাত- ব্যাঙ, তৃতীয় আঘাত- মশা, চতুর্থ আঘাত- ডাঁশ, পঞ্চম আঘাত- পশুধনের মৃত্যু, ষষ্ঠ আঘাত ফোঁড়া, সপ্তম আঘাত- শিলাবৃষ্টি, অষ্টম আঘাত- পঙ্গপাল, নবম আঘাত-অন্ধকার। আর দশম আঘাত সমস্ত পশুপাল ও মানুষের পরিবারের প্রথম সন্তানের মৃত্যু। এ সমস্ত আঘাতের পর ফারাওর মন পরিবর্তন হলে মিশর থেকে হিব্রুদের যেতে দেন পরমেশ্বরের কাছে সেবা করতে।

আমার এ ক্ষুদ্র চিন্তায়, বর্তমানে পরমেশ্বর পৃথিবীর মানুষের উপর যে আঘাত হেনেছেন তা হলো করোনা ভাইরাস নামের একটি জীবাণু। যা সারা পৃথিবীতে মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করছে। এ ভাইরাসের দ্বারা সংক্রমিত রোগ কতদিন পৃথিবীতে স্থায়ী হবে বা কত অথবা কি পরিমাণ মানুষ মৃত্যুবরণ করবে তা একমাত্র পরমেশ্বরই জানেন। আমার বিশ্বাস, মানুষ পরমেশ্বরের উপর বিশ্বাস হারিয়ে অধর্ম ও মন্দের উপর ভর করে চলেছে। এজন্য পরমেশ্বর দুঃখিত ও মনোঃক্ষুন্ন হয়ে মানুষের উপর করোনা ভাইরাস নামের ভীষণ আঘাত হেনেছেন। এই ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট রোগের প্রধান চিকিৎসা, পরমেশ্বরকে বিশ্বাস করে, তাঁর উপর সুস্থতার ভার ছেড়ে দিয়ে, তাঁর কাছে প্রার্থনা করা। তাইতো পৃথিবীতে চলছে রোগ থেকে রেহাই পাবার জন্য বিশেষ বিশেষ প্রার্থনা, নামাজ আর মোনাজাত।

শেষে আমার ক্ষুদ্র মনের কথা, খ্রিস্টভক্তদের প্রতিদিন পবিত্র বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়ম কিছু কিছু পাঠ করা উচিত। পবিত্র বাইবেল স্বর্গপথে চলতে আত্মার চিকিৎসা ও ঔষধ। পবিত্র বাইবেলের সমস্ত কথা, উপদেশ ও নিয়ম পালন করতেই হবে। অসুস্থতায় যেমন ডাক্তারের কাছে থেকে ঔষধ এনে না খেয়ে, ঔষধ ঘরে রেখে দিলে যেমন শরীরের মৃত্যু ঘটে, তেমনি পবিত্র বাইবেল পাঠ না করে, নিয়ম ও উপদেশ পালন না করলে আত্মাও স্বর্গ হারাবে। বিশেষ কথা, পবিত্র বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়ম যিনি সম্পূর্ণ পাঠ করবেন, তিনি বুঝতে সক্ষম হবেন আদি পিতামাতা আদম ও হবা থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত পৃথিবীতে কি কি ঘটেছে এবং কেন ঘটেছে, সেসব কথা। আসুন আমরা সবাই পবিত্র বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়ম পাঠ করি। লেখা উপদেশ ও নিয়মগুলো মেনে চলি। পরমেশ্বর অবশ্যই আমাদের সহায় থাকবেন। মনে রাখতে হবে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয়টা এই, বিশ্বাসে পরমেশ্বর, বিশ্বাসে স্বর্গ, বিশ্বাসে পরিত্রাণ। লেখায় ভুল থাকলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। পরমেশ্বর সবাইকে আশির্বাদ করুন, আমাদের সহায় থাকুন।

কষ্ট

তন্ময় এ. তজু

কষ্ট-হলো সেই উপহার
যা আমাদের সবার আছে,
কষ্ট হলো সেই জিনিস
যা আমাদের হৃদয়ে আছে।
কেউ কষ্টকে আগলে ধরে
কেউ কষ্টকে মুছে ফেলে,
কেউ কষ্টকে বয়ে বেড়ায়
কেউ কষ্টকে দূরে ফেলে দেয়।
যত কষ্ট মনে চাপা থাকে
ততই চোখের পানি অঝোড়ে পড়ে
ভিজে যায় সবকিছু
সেই চোখের পানি দিয়ে।
তবুও কষ্ট রয়ে যায় রয়ে যায়
চিরকালেই মত হৃদয়ে
গেঁথে যায় গোলাপের কাঁটার মত
ব্যথা দিয়ে যায় চিরদিন চিরকাল
হৃদয়ের যত কষ্টের
বেদনার ছায়ায়।

টুকরো কাব্য

খোকন কোড়ায়া

দোষারোপ

মাছে ভাতে বেশতো ছিলাম ভালো
কেন ওমন লোভের আগুন
জ্বালিয়ে দিলে বলো?

ভালো থাকা না থাকা

ভাল নেই বলে কপাল চাপড়ে
বিধাতাকে দেই গালি
হা-হুতাশে হিংসা-দ্বেষে
ছড়াই মনের কালি।
ভাবিনা কখনও, আমি কি ভাল?
যদি নই, তবে কি করে থাকবো
ভাল?

কোভিড - ১৯ : নতুন করোনা ভাইরাস রোগ - আসুন সচেতন হই

ড: এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও

২৬ ফেব্রুয়ারী ভস্ম বুধবারে রোম নগরে খ্রিস্টযাগে আমাদের প্রিয় পোপ ফ্রান্সিস একজন করোনা ভাইরাস আক্রান্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ করেন। এর পর থেকে তিনি জ্বর, কাশি ও সর্দিতে আক্রান্ত হন। সবাই খুব চিন্তিত ছিলেন কি হয়, কি হয় ? তার করোনা ভাইরাস টেস্ট করা হয়। কিন্তু ঈশ্বরের বিশেষ আর্শীবাদে পেপে মহোদয়ের রিপোর্ট ভালো হয় এবং তিনি নেগেটিভ হন। আজকে আমরা এ রোগ নিয়ে আলোচনা করব। যদিও এ রোগ সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু ইতিমধ্যেই জেনে গেছি ।

করোনাভাইরাস বর্তমানে সারাবিশ্বে মহামারী আকারে ছড়িয়ে গেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মৌসুমি ফ্লুর চেয়ে করোনাভাইরাস ১০ গুণ বেশি মারণঘাতী। আর আগে থেকেই যাদের শরীরে কিছু সমস্যা রয়েছে, করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলে তাদের ঝুঁকি বেশি। নিচের আটটির মধ্যে কোনো সমস্যা নিজের সঙ্গে মিলে গেলে বাড়তি সচেতন থাকার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। সেগুলো হলো-

১. ডায়াবেটিস ২. হার্টের সমস্যা ৩. অ্যাজমা ৪. ফুসফুসে সমস্যা কিংবা যক্ষ্মা হলে ৫. ক্যান্সার ৬. পাকস্থলীর সমস্যা ৭. দুর্বল ইমিউন সিস্টেম ৮. ধূমপান

করোনা ভাইরাসের বিস্তার/সংক্রমণ

করোনা ভাইরাসের বিস্তার/সংক্রমণ ঘটে যেসকল মাধ্যমে সেগুলো আমরা ডিজিটাল পদ্ধতিতে ইতোমধ্যে সবাই জেনেছি। সেই জানা ব্যাপারগুলোই বার বার রিভিউ করে আমরা ঘাতক ভাইরাসটি দ্বারা আক্রান্ত হওয়া থেকে রক্ষা পেতে পারি। উল্লেখযোগ্য মাধ্যমগুলো-

১। আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসা- ভাইরাসটি তুলনামূলকভাবে অন্যান্য রেসপিরেটরী (শ্বাসতন্ত্র) ভাইরাসের চেয়ে কিছুটা ভারী হওয়ায় বাতাসে বেশিক্ষন থাকতে না পেরে সমতল/অবতলে স্থায়ী হয়ে যায় ফলে চরম ছোঁয়াচে হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। মূলত করোনা ভাইরাস একটি শ্বাসতন্ত্র সংক্রামক জঘন্য ভাইরাস। ভারী হওয়ার কারণে এটা মারাত্মক ছোঁয়াচে হয়েছে। আক্রান্ত বা সন্দেহভাজন ব্যক্তির সংস্পর্শ থেকে বিরত থাকলে ভাইরাসটি দ্বারা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা কমে যায়।

২। সরাসরি শাসতন্ত্রে ভাইরাস প্রবেশ- আক্রান্ত পরিবেশে বা এপিডেমিক এরিয়ায় বায়ুতে ভাসমান ভাইরাস সরাসরি আমাদের নিশ্বাস দিয়ে ফসফুসে ঢুকে যেতে পারে। এ

ক্ষেত্রে আমাদের সঠিক মাস্ক ব্যাবহার সংক্রমণের ঝুকি অনেকাংশে কমাতে পারে।

৩। মাইক্রোড্রপলেটস্ ইনহেলেশন - হাঁচিকাশি থেকে তৈরি হয়। এটাও মাস্ক ব্যাবহার করে প্রতিরোধ সম্ভব। নাক ও মুখ গহবর দিয়ে আমরা যেহেতু শ্বাস-প্রশ্বাস নেই তাই মাস্ক পরেই শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ ঠেকানো যায় শতকরা ৬০ থেকে ৭০ ভাগ।

উপরোক্ত উপায়ে ভাইরাসটি যে কারো শরীরের খোলা অংশে যেমন হাত, মুখম-ল এবং গায়ের জামা-কাপড় ইত্যাদিতে লেগে থাকতে পারে। স্বাভাবিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও হাইজেনিসিটি মেনটেইন করলে সংক্রমণের হার কমে যায়। উল্লেখিত বিষয়ের উপর নির্ভর করেই সামাজিক ও শারীরিক দুরত্ব বজায় রাখার কৌশল নেয়া হয়েছে।

করোনা ভাইরাসের কি কোনো চিকিৎসা আছে? রক্ষা পাবার উপায় কী?

যেহেতু এই ভাইরাসটি নতুন, তাই এর কোন টিকা বা ভ্যাকসিন এখনো নেই। এমন কোনো চিকিৎসাও নেই যা এ রোগ ঠেকাতে পারে। একমাত্র উপায় হলো, যারা ইতোমধ্যেই আক্রান্ত হয়েছে বা এ ভাইরাস বহন করছে তাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা। তা ছাড়া ডাক্তাররা পরামর্শ দিয়েছেন বার বার হাত ধোয়া, হাত দিয়ে নাক-মুখ স্পর্শ না করা, ঘরের বাইরে গেলে মুখোশ ও গ্লাভস পরা।

'করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে খাদ্যাভ্যাস'

রোগ প্রতিষেধক অপেক্ষা প্রতিরোধ উত্তম। ইতোমধ্যে আমরা সবাই করোনা ভাইরাস ছড়ানোর বা বিস্তারের বিভিন্ন মাধ্যমগুলো জেনে গিয়েছি, প্রতিরোধের উপায়সমূহও আমাদের সকলের জানা।কোভিড-১৯ রোগটি বেসিক্যালি শরীরের ইমিউন (immune) সিস্টেম নির্ভর, যার শরীরে যত শক্তিশালী ইমিউনিটি আক্রান্ত ও অসুস্থ হবার সম্ভাবনা ততই কম।

মূলত: দুইটি বিষয় আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়-

১। সঠিক খাদ্যাভ্যাস- যা কিনা শরীরে ইমিউনিটিকে শক্তিশালী করে রোগ প্রতিরোধ বাড়ায়

২। যে মাধ্যমগুলো দিয়ে ভাইরাস বিস্তার বা শরীরে ঢুকে সেগুলোর প্রতি খেয়াল রাখা।

খাদ্যের গুনাগুন সম্পর্কেও আমরা কমবেশী জানি তবে এই মূহূর্তে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো কোন কোন খাবার রোগ প্রতিরোধ বাড়ায়-

এর মধ্যে 'ভিটামিন সি' আছে এইরকম খাদ্য যেমন লেবু, যেকোন সিজনাল ফলসমূহ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া সব ধরনের শাকশব্জিতেও ভিটামিন সি থাকে। শুধু এগুলোই খেতে হবে এরকম না, আমরা অন্যান্য সময় যেমন রেগুলার খাবার খাই সেরকমই খেতে হবে সাথে সাথে উল্লেখিত খাবার একটু বেশি পরিমান খেতে হবে।

অন্যান্য ধরনের ভিটামিনও শব্জি ও শাকে থাকে রোগ প্রতিরোধে ভিটামিনের পাশাপাশি মিনারেল যথেষ্ট ভূমিকা রাখে যেমন আয়রন, ম্যাঙগানিজ, সোডিয়াম, পটাশিয়াম ইত্যাদি। মাটির নিচে উৎপাদিত হয় যেমন আলু, শালগম, কচু ইত্যাদিতে মিনারেল বেশি থাকে। যথেষ্ট পরিমান পানি পান করবেন। ২৪ ঘন্টায় সাধারনত একজন সুস্থ ব্যক্তির ২/৩ লিটার পানি পান প্রয়োজন। অনেক সময় কিছু কিডনি রোগীর বেলায় কম পানি খাওয়ার উপদেশ থাকে। স্বাভাবিক তাপমাত্রার পানি পান করবেন, ফুটন্ত বা বেশি গরম নয়, পানিটা যাতে বেশী ঠান্ডা না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

একটি সুষম খাদ্যে ছয়টি উপাদানের মধ্যে ভিটামিন, মিনারেল, পানি ছাড়া আর বাকি থাকলো কার্বোহাইড্রেট (ভাত, রুটি), প্রোটিন (মাংশ, মাছ, ডিম), ও ফ্যাট (তৈল, বাদাম, ঘি) যা আমরা নিয়মিত ভাবেই গ্রহণ করে থাকি। খাওয়ার ব্যাপারটায় টাইম মেইনটেইন করলে শারীরিক পরিপাকতন্ত্র সুস্থ থাকে। হাঁচি-কাশি প্রতিরোধে খাদ্যাভ্যাসের ভূমিকাও রয়েছে অনেক। খাওয়া-দাওয়ার পরে ভালো করে মুখ গহবর কুলকুচি করা, খুব বেশি ঠান্ডা পানি না খাওয়া, খাবার উত্তমভাবে সেদ্ধ করা ইত্যাদি। হাঁচি-কিশি দেয়ার নিয়মাবলী মেনে চলুন। সুস্থ থাকুন।

ট্রিটমেন্ট প্ল্যান (ম্যানেজমেন্ট) ফর কোভিড-১৯ ও সাসপেক্টেড করোনা ভাইরাস এ্যাফেক্টেড প্যাশেন্ট!

যেকোন রোগীর চিকিৎসা দেয়ার আগে কয়েকটা বিষয় প্রথমেই জেনে নেয়া অতিব জরুরী, হোক তা যতই ইমার্জেন্সী। কোভিড-১৯ রোগীর ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট হল কন্টাক্ট হিস্ট্রি নেয়া। রোগী অন্য কোন আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছে কিনা? বর্হিদেশ ভ্রমণ বা প্রবাসী কিনা? কোভিড রোগটি একটি শ্বাসতন্ত্র (মুখ গহবর, নাকের গহবর থেকে ফুসফুসের অর্ন্তদেশ পর্যন্ত) এর রোগ, অন্যান্য শ্বাসতন্ত্রের রোগের মতো প্রায় একই ধরনের সিম্পটমস্ বা লক্ষণ দিয়ে রোগের বহিঃপ্রকাশ হয়। হাঁচি, কাশি, কাশির সাথে স্পুটাম থাকা না থাকা, জ্বর, গলাব্যথা, নাক দিয়ে পানি পড়া, শ্বাসকষ্ট, লিঙ্গারিং চেষ্টপেইন (বুকে ব্যথা) ইত্যাদি উপসর্গ হিসেবে থাকে।

কোভিড-১৯ রোগীর ক্ষেত্রে জ্বর সবসময় ১০২ডিগ্রী ফারেনহাইটের উপরে স্থায়ীভাবে থাকে। প্যারাসিটামল খেলেও কমবে না, নাক দিয়ে পানি পড়বে না, শুকনা কাশি থাকবে (কাশির সাথে মিউকাস বা স্পুটাম থাকবে না), প্রচন্ড শ্বাসকষ্ট থাকবে। আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে কমপক্ষে ১৫মিনিট থাকলে রোগীর পজিটিভ কারন হিসেবে দেখা হয়। উপরোক্ত সাইন এবং সিম্পটমের ভিত্তিতে করোনা ভাইরাস টেষ্ট পজিটিভ (এলাইজা, পিসিআর) হলে ডায়াগনোসিস কনফার্ম হয়। টেষ্ট পজিটিভ হলে আইসোলেশন বাধ্যতামূলক, কিছু কিছু রোগীর সাইন, সিম্পটম রোগের পক্ষে জোরালো থকলেও টেষ্ট নেগেটিভ হয়,তাদেরকেও আইসোলেশনে রাখা বাঞ্ছনীয়। স্বাভাবিক ভাবেই রোগটি শরীরে থাকা সত্ত্বেও কিছু টেষ্ট নেগেটিভ আসতে পারে সেটা ক্লিনিসিয়ানের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে। কোভিডসহ অন্য অনেকগুলো জীবাণু বাহিত রোগের জন্য আইসোলেশন হলো প্রথম চিকিৎসা। এর নিয়মাবলী পরে উল্লেখ করবো।

ওষুধ/ড্রোগ ম্যানেজমেন্ট কিভাবে করবো?

একই রকম লক্ষণ অনেকগুলো ফুসফুসীয় রোগের হওয়ায় আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে-কোভিড ছাড়াও অন্য ধরনের ফুসফুসের রোগও হতে পারে। সেক্ষেত্রে স্বাভাবিক হাঁচি, কাশি, জ্বর, মাথাব্যথা হলে আমরা বিশ্রামে রাখবো, অবজার্ভ করবো, প্যারাসিটামল ও এন্টিহিস্টামিন (এ্যলাট্রল, হিসটাসিন, ফেক্স) ওষুধ খাবেন। এক/দুইদিন বাসা/বাড়িতেই অবজার্ভেশনে থাকবেন। যদি জ্বর, কাশি কমে যায় আপনার ভীত হবার দরকার নেই। যদি কমে না যায় তাহলে উক্ত ওষুধের সাথে একটি এন্টিবায়োটিক যোগ করবেন। আবার এক/দুইদিন ফলোআপে থাকবেন,যদি লক্ষণ কমে যায়, আপনি সুস্থ হয়েছেন। আর যদি জ্বর বেড়ে যায়, ক্রমাগত শুকনা কাশি চলতে থাকে, সাথে শ্বাসকষ্ট ও শরীর ব্যথা হয় তাহলে আপনাকে অবশ্যই করোনা টেষ্ট করতে হবে এবং পরবর্তী পর্যায়ের করণীয় বিষয়ে সিরিয়াস হতে হবে।

শিশুদের ঔষধ, যা আমরা এখন সাধারন প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারি

1. Syp./Syspension Napa/ Ace/ Reset/ Renova/ Fast (Paracetamol) for fever, body ache, headache or pan throat
2. Syp. Histal/ Histacin/ Deslor/ Alatrol/ Fexo/ Fexofast/ Aslor – antihistamines – for relief sneezing, itching or allergic manifestations
3. Syp. Brofex/ Ambrox/ Mucolyt/ Bukof – cough syrup for relief cough
4. Syp Ventolin/ Saltolin/ Brodil (Sulbutamol) – to relief breathlessness
5. Syp Tofen/ M-kast – to relief breathlessness
6. Orsaline – N/ Neosaline/ Rice saline if diarrhea
7. Syp Norvis/ Butapen if pain abdomen
8. Syp Cotrim/ Syp Fimoxyl/ Syp Moxacil/ Tycil – to relief secondary infection as antibiotic must be given if need for 7 days.
9. Suppository Napa/Ace/ Reset/ Renova 125 mg if temp. more than 103 degree centigrade
10. Inhaler Saltolin/ Asmasol 1 or 2 puff 12/ 8 hourly if severe breathlessness

বড়দের ঔষধ, যা আমরা এখন সাধারণ প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারি

1. Tab. Napa/ Ace/ Reset/ Renova/ Fast (Paracetamol) 500 mg for fever, body ache, headache or pan throat
2. Tab. Histal/ Histacin/ Deslor/ Alatrol/ Fexo/ Fexofast/ Aslor – antihistamines – for relief sneezing, itching or allergic manifestations
3. Tab. Ambrox/ Mucolyt/ Bukof – cough syrup for relief cough
4. Tab. Ventolin/ Saltolin/ Brodil (Sulbutamol) – to relief breathlessness
5. Tab. Tofen/ M-kast – to relief breathlessness
6. Orsaline – N/ Neosaline/ Rice saline if diarrhea
7. Tab Norvis/ Butapen if pain abdomen
8. Tab. Cotrim/ Cap. Fimoxyl/ Cap. Moxacil/ Cap.Tycil – to relief secondary infection as antibiotic must be given if need for 7 days.
9. Suppository Napa/Ace/ Reset/ Renova 250 mg if temp. more than 103 degree centigrade
10. Inhaler Saltolin/ Asmasol 2 puff 12/ 8 hourly if severe breathlessness.

উল্লেখিত বিষয়গুলোর পরেও কোন ব্যক্তি যদি রোগের শুরুতেই স্থায়ী জ্বর, শ্বাসকষ্ট, গলাব্যথা, শরীরব্যথা হয় তাহলে কোভিড টেষ্ট করতে হবে। সুস্থ থাকুন, ঘরে থাকুন। সবার স্বার্থে সরকারী স্বাস্থ্যবিধি ও আদেশ মেনে চলুন।

তথ্যসূত্রঃ কালের কণ্ঠ/ বাংলাদেশ প্রতিদিন/ ডা ওমর লপ্তি/ ইন্টারনেট

ধর্মীয় মূল্যবোধ

সিস্টার সীম্মি পালমা আরএনডিএম

ধর্ম আমাদের জীবনকে সুন্দর ও পবিত্র করে। ধর্ম আমাদের শেখায়, সৃষ্টিকর্তা ও ভাই মানুষের প্রতি বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, সেবা, ক্ষমা, ত্যাগস্বীকার, প্রেম, নিরাসক্তি, অহিংসনীতি, সত্যবাদিতা, ও সর্বোপরি ভালবাসা। দিনের বেলা সূর্যের আলো ছাড়া যেমন জীবন অকল্পনীয়, ভালোকে বিসর্জন দিয়ে মন্দের পার্থক্য অভাবনীয় সুৎসিতকে বাদ দিয়ে সুন্দরের পূজা যেমন মিথ্যে মায়া মাত্র, তেমনি ভালো-মন্দের সংমিশ্রণে আমাদের জীবন নদীর স্রোতের মত প্রবাহমান।

Ethics-কে নৈতিক দর্শন বা Moral Philosophy বলা হয়। দার্শনিক দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে যে, কিভাবে মানুষ নিজের জীবনের ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করতে হবে, সঠিকভাবে কিভাবে কার্য সম্পাদন করতে হবে, উচিৎ ও অনুচিৎ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর লাভ করা যাবে, কিভাবে একটি সঠিক ও যথার্থ জীবন শৈলী নির্ধারণ করা যাবে। প্লেটোর দার্শনিক ব্যাখ্যা থেকে যায় যে, সক্রেটিস পাশ্চাত্য নীতিশাস্ত্রের জনক বলে বিবেচিত। তার মতে জনগণ স্বাভাবিকভাবে যে বিষয়কে সঠিক বলে মনে করেন বা জানেন তাই জীবনে নৈতিক আদর্শ বলে প্রয়োগ করে থাকেন। আবার যে বিষয়কে ভ্রান্ত বলে জানেন তাই মন্দ বিষয় বা অনৈতিক আদর্শ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

যে ব্যক্তি বই পড়ে, একমাত্র সেই বই পড়ায় আনন্দ খুঁজে পায়। বই আমাদের প্রাণকে সঞ্জিবীত করে। বর্তমানে আমরা বইয়ের পাতায় সময় না দিয়ে মোবাইল, ইন্টারনেট, ফেইসবুক আরো কত কিছুতে আমাদের মন, প্রাণ, মাথা ব্যস্ত রাখি। যা আমাদের ইলেকট্রনিক যন্ত্রের দাস করে ফেলছে। যন্ত্র আমাদের সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পরিচালনা করে। আর এগুলো আমাদের কেড়ে নিচ্ছে ভালবাসার সুন্দর সম্পর্কগুলো, ভাললাগা মুহূর্তগুলো, রাতের প্রয়োজনীয় ঘুম, আরো কত কি। সত্যিকার ভাবে একজন ভাল শিক্ষিত মানুষ কখনই অন্যের অনিষ্ট কামনা করতে পারে না। ব্যক্তি জীবনে মূল্যবোধগুলো যদি জাগরিত না হয় তাহলে আমাদের ভিতরকার মানুষরূপী পশু উন্মোচিত হবে। শিক্ষা আমাদের পথ চলাকে ত্বরান্বিত করে। বর্তমানের শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষাধানে পাঠ্যপুস্তকের সাথে নৈতিক ও মূল্যবোধের শিক্ষার উপর বেশ জোর দিচ্ছেন। যা আমাদের সন্তানদের সঠিক মানুষ হিসেবে চিহ্নিত হতে সহায়তা করছে। আমাদের দেশে বেশ কিছু বছর ধরে সৃজনশীল পদ্ধতিতে ছাত্র/ছাত্রীদের পাঠদান দেয়া হচ্ছে। যেন বর্তমানের সন্তানেরাই আগামী দিনের লেখক, ঔপনাসিক, কবি, সাহিত্যিক হয়ে ওঠে। কিন্তু এই সৃজনশীল পদ্ধতি আমাদের শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশে কতটুকু সহায়তা করছে। তবে মুখস্ত করে পরীক্ষার খাতায় বমি করার প্রবণতা অনেকাংশে কমে গিয়েছে। বই পড়ার প্রতি আমাদের আরো আগ্রহ বাড়াতে হবে। যাদের জীবনে বই প্রকৃত বন্ধু হয়ে ওঠে, তাদের জীবনে একাকীত্ব ভাব খুব কমই আসে। একটি ভাল মানসম্মত বই আমাদের মনে আনন্দ, শান্তি, কোমলতা ও আত্মতৃপ্তির মনোভাব এনে দেয়। শিক্ষাক্ষেত্রে ছেলে-মেয়েদের নিজে নিজে কবিতা, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ লেখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে হবে। রাশিয়ার একজন বিখ্যাত লেখক এরেনবুর্গ বলেছেন, "লেখক শুধু জীবিকার তাগিদেই বই লেখন না। মানুষকে কিছু বলার তীব্র তাড়না অনুভব করেন বলেই তিনি লেখেন। সৃষ্টির যন্ত্রণা মুক্তির তাড়নায় তার বুকের ভিতর আঁচড় কাটে বলেই তিনি লেখেন। তিনি লেখেন, কারণ তিনি জনগণকে বুঝেছেন অনুভব করেছেন তাদের প্রাণবন্ত আবেগ-শক্তিকে দেখেছেন তাদের এমন কিছু যা শিল্পরূপ বিকশিত হওয়ার জন্য আকুলিত হচ্ছে।"

আমরা বর্তমানে কেমন দেশে বসবাস করছি, যেখানে রয়েছে অনাচার, অবহেলা, হত্যা, ছেলেধরা, নারী নির্যাতন, যানবাহন দ্বারা মৃত্যু, নারী ধর্ষণ এমন কি শিশু ধর্ষণ। যে শিশু নিজের শরীরের অঙ্গ, প্রতঙ্গ, আবেগ-অনুভূতি, ভাল-মন্দ বুঝার জ্ঞান লাভ করেনি, তাদের পর্যন্ত জঘন্যতম শারীরিক নির্যাতন ধর্ষণ করে মেরে ফেলা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের শিশুরা বড় হচ্ছে একটি ভয়, অনিশ্চয়তা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সর্বোপরি একটি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। মানুষ হিসেবে আমাদের ধর্মীয় মূল্যবোধ, বিবেক কোথায়? আমরা কি তাহলে পশুতে পরিণত হতে চলেছি? যে পশুদের কোন বুদ্ধি নেই, ভাল-মন্দ উপলব্ধি করার বিবেক নেই।

প্রত্যেকটি মানুষের জন্য আমাদের পরিবার হলো প্রথম ও প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। যে স্থান হতে আমরা ছোটবেলা হতেই আদব-কায়দা, ভদ্রতা, নিয়ম-শৃঙ্খলা শিখে থাকি। তাই সন্তানদের জীবন গঠনে মা-বাবার ভূমিকা হল প্রধান। পরিবার হলো ভালবাসা ও মিলনের সৌন্দর্য। পরিবারেই ছেলে-মেয়েরা মিলনের বন্ধনে শিখে, কিভাবে আনন্দে মিলেমিশে বসবাস করবে। আর তখনই একটি পরিবার সমাজ ও জগতে একটি সুখী ভ্রাতৃ সমাজ গড়ে তুলতে পারে। প্রত্যেকটি পরিবারের এই মিলন বন্ধনই সম্পূর্ণ সমাজকে আলোকিত করবে।

স্মৃতির পাতাটুকু শুধুই আমার

শাহান আরা হক আলো

রূপ-রস গন্ধে ভরা মায়াময় এই পৃথিবী ছেড়ে কেউ যেতে চায় না। একজন মৃত্যু পথযাত্রী সে ও বাঁচতে চায়। তবুও তাকে পরিবার-পরিজন ছেড়ে বিদায় নিতে হয় নিরুদ্দেশের যাত্রা পথে। বিধাতার এটাই অমোঘ নিয়ম। প্রাণী জগতে কেউ এর বাইরে নয়। তাই বুকে কষ্ট নিয়ে সবাই বেঁচে থাকে। তাকেও তো একদিন যেতে হবে, এটা ভেবে মানুষ সান্ত্বনা খুঁজে।

আমার প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় রবীন স্যার দীর্ঘ উনিশ বছর রোগের সাথে যুদ্ধ করে মৃত্যুর কাছে হার মানলেন। তার আত্মার শান্তি কামনা করছি। তিনি সেন্ট গ্রেগরী'জ হাই স্কুলে দীর্ঘ সাতাশ বছর শিক্ষকতা করেছেন। তারই গড়া সেন্ট সিলভেষ্টার টিউটোরিয়াল সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে আমি তেইশ বছর শিক্ষকতা করেছি গর্বের সাথে। অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই প্রতিষ্ঠানের সাথে।

ওয়ারী ছিলাম দীর্ঘ বারো বছর। দু'স্কুলে ছিলাম অনেক দিন। হামদ-নাত শিখিয়েছি "আলোর ভুবন" ইসলামিক শিক্ষা কেন্দ্রে। লক্ষীবাজার যখন চলে আসি তখনই আমি প্রতিটা স্কুলে দরখাস্ত জমা দেই। কয়েকদিন পরেই আমাকে স্যার ফোনে ডাকলেন। বললেন, আপনার কোথাও চাকুরী হয়েছে? আমি বললাম, এখনও হয়নি। স্যার বললেন, তাহলে আপনি আগামী কাল সাতটায় চলে আসেন। এভাবেই শুরু হলো আমার শিক্ষকতা জীবন এই স্কুলে। স্যার আমার প্রতিটি কাজে সন্তুষ্ট ছিলেন। একাধারে ড্রইং, গান আবৃত্তি বিষয়গুলোতেও ভালো অভিজ্ঞতা ছিল আমার। প্রথম বছরেই বার্ষিক অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব দেন। পুরো মঞ্চ তৈরি কাগজ কেটে সুন্দর সুন্দর নক্শা তৈরি করে আমি মঞ্চটি সাজাতাম। একটানা বিশ বছর ধরে এ কাজটি করে এসেছি। আমি বুঝতে পারতাম আমাতে এ দায়িত্ব দেওয়াটা কারো কারো কাছে ভালো লাগছিল না। আমি স্যারকে বলেছিলাম, স্যার দৃঢ়ভাবে আমাকে বললেন, আপনার কাজ আপনি করে যান। আমি স্কুল কলেজে বার্ষিক ম্যাগাজিনের সম্পাদিকা ছিলাম। রচনা প্রতিযোগীতার মাধ্যমে প্রথম হয়ে সেই পদটি লাভ করেছি। প্রাইমারী স্কুল থেকে অনার্স পর্যন্ত যত রকম দিবস আছে প্রতি অনুষ্ঠানে গান গেয়েছি। স্কুল জীবনে আমাকে 'বাংলার লতা' বলত এই বয়সে এসেও আমার এ ধারা বজায় রেখেছি এই বিদ্যালয়ে ঈদ-পূজা-বড়দিন উপলক্ষে আমরা, শিক্ষিকাগণ আনন্দ ভোজন করতাম । বেশ কয়েকবার আমি নিজে রান্না করেছি। তিনি আমাকে মূল্যায়ণ করেছেন আমার চেহারার জন্য নয়, গুণের জন্য। আমি নিজেকে গর্বিত মনে করতাম। তিনি যখন অসুস্থ হলেন, এক ইফতার পার্টির আয়োজন করলাম মুসলিম শিক্ষিকারা। সবাই একেক জন একেকটা খাবার তৈরি করে আনে। আমি পিঁয়াজু আর ছোলা ভেজে নিয়েছিলাম। তার স্মৃতি ভ্রম হতো মাঝে মাঝে; সেই তিনি আমাকে বললেন কী ডাল দিয়ে এই বড়া ভাজলেন খুব মজা লাগছে। আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু সবার অলক্ষ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছি। এমন অনেক ঘটনা আছে, যদি লিখতে থাকি ছোট গল্প হয়ে যাবে। একবার অনুষ্ঠানের আগের দিন এক ছাত্রের মা কোন রকম একটা কবিতা শিখিয়ে নিয়ে আসে আমার কাছে। বার বার শোনাচ্ছে কিন্তু হচ্ছে না। আমি বললাম আগামী বার তৈরি হয়ে আসবে। তোমার নিশ্চয় ভাল হবে। কিন্তু মা বার বার স্যারকে বিরক্ত করছে। স্যারও বার বার পাঠাচ্ছেন আমার কাছে। মহড়া চলছিল। এর মধ্যে মহিলা এসে বাধা সৃষ্টি করছিল। আমি রাগ করে অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠান সূচির কাগজ ফেলে দিয়ে বললাম আমি চললাম। হাজার লোকের সমাগম হয় যেখানে, সেখানে মাইকে কেমন লাগবে অগোছালো আবৃত্তি। স্যার সিঁড়ি থেকে শুনতে পান আমার কথা। দ্রুত রুমে ঢুকে হাসতে হাসতে বললেন সরি, আমি বুঝতে পারিনি। কালকে অনুষ্ঠান হবে, আজকে এভাবে কাগজ ফেলে দিলে কী চলে? যেটা ভালো মনে করেন সেটাই করেন। ঐ সময় আমার কী বলার থাকতে পারে? স্যার চলে গেলেন তার স্কুলে। আমি আগের জায়গায় ফিরে এলাম। এমনি তার মন মানসিকতা ছিল।

আমি অনেক বছর ধরে "প্রতিবেশী"তে আছি। আমি দেখেছি খ্রিস্টান সম্প্রদায় কেউ মারা গেলে, তার জীবন বৃত্তান্ত দিয়ে ছবি সহকারে ছাপানো হয়। কিন্তু এই মানুষটি সম্পর্কে তার পরিবার থেকে কেউ কিছু জানালেন না। সে কি পত্রিকায় ছাপাবার মত উপযুক্ত নয়? তার পিতা-মাতার মৃত্যু দিবসের ছবি দেখি। মনে প্রশ্ন জাগে। কেন তারা নিরব রইলেন? পরে অবশ্য ছাপানো হয়েছে।

আমার কিছু স্মৃতিমাখা কথা বা অনুভূতি প্রকাশ না করে পারলাম না। বিবেক অনেক সময় অনেক কিছু মানে না। আমি কিছু জানাতে ও বলতে পেরে নিজেকে ভারমুক্ত করলাম।

সঙ্গীত শিল্পী দীলিপ দা'কে নিয়ে এই 'প্রতিবেশী'র পাতায় কিছু স্মৃতিময় কথা লিখেছিলাম। মানুষ পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়। তার জন্য কিছুই পরে থাকে না। রেখে যায় কিছু স্মৃতি। কোনটা বেদনা কিছুটা সুখের। পরিজনেরা তাই নিয়েই বেঁচে থাকে। সংসার করে, কর্মের মাঝে নিজেদের ব্যস্ত রাখে। এরই নাম জীবন। স্যারের পরিবার ভালো থাকুক সুস্থ থাকুক এই কামনা করছি।

স্মৃতির পাতাটুকু শুধুই আমার... প্রয়াত রবিন স্যারকে নিয়ে স্মৃতিচারণমূলক লেখাটি যখন প্রকাশ হচ্ছে তখন সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র নিয়মিত লেখিকা শাহান আরা হক আলো সবাইকে কাঁদিয়ে ও ভালো থাকার আহ্বান জানিয়ে চির ভালোর দেশে চলে গেছেন। আমরা তার আত্মার চির শান্তি কামনা করি।

- সম্পাদক

ফাঁদ

সিস্টার মেরী ক্যাথরিন এস এম আর এ

শ্রাবন্তী নামে একটি মেয়ে নামকরা স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেনীতে পড়াশুনা করে। কিন্তু তার স্বভাব-চরিত্র বেশী ভাল নয়। ছোট থেকেই সে অন্যের জিনিস না বলে তার ব্যাগে ভরে রাখার অভ্যাস গড়ে তুলে। এভাবে ধীরে ধীরে তার এই অভ্যাসটি চুরি করায় পরিণত হয়।

শ্রাবন্তী যখন ৭ম শ্রেণীতে উঠে তখন তার চুরি করার অভ্যাস বা প্রবণতাটা আরও দ্বিগুন বৃদ্ধি পায়। সে পড়াশুনায় তেমন ভাল না হলেও খুবই চালাক। সে প্রতিদিন স্কুলে এসে লুকিয়ে লুকিয়ে অন্য বান্ধবীর ব্যাগ খুলে বই, খাতা, কলম কিংবা টাকা চুরি করে। যখন অন্যেরা তা জানতে পারে এবং প্রধান শিক্ষককে জানায় তখন সে অস্বীকার করে যে, সে চুরি করেনি।

এভাবে প্রতিদিন একই ঘটনা ঘটছে বিধায় প্রধান শিক্ষক নিজেই এর প্রমাণ খুঁজতে চেষ্টা করেন। অবশেষে প্রধান শিক্ষক ঠিকই ধরতে পারেন কে প্রতিদিন একইভাবে বই, কলম টাকা পয়সা ইত্যাদি চুরি করছে। সে আর কেউ নয়, সে হল শ্রাবন্তী। সুতরাং সে নিজেই নিজের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে।

শ্রাবন্তীর এই ব্যবহার তার মা-বাবাও অনেক কষ্ট পায়, অপমানিত হয় এবং লোকজন ও তাদের নামে সমালোচনা করে। অবশেষে শ্রাবন্তীর এই মিথ্যা বলার কারণে তাকে স্কুলে থেকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাই এসো বন্ধুরা, আমরা সত্য স্বীকার করি যেন কোন ফাঁদে না পড়ি। নতুবা শ্রাবন্তীর ন্যায় আমাদের ও একই দশা হবে।

শিশুদের করণীয়

আমরা শিশু হিসেবে যে যেমনই হই না কেন যিশু আমাদের ভালবাসেন। আমাদের তাঁর কাছে থাকার আহ্বান করেন। আমরা পিতা-মাতার বাধ্য থেকে, সৃষ্টির যত্ন নিয়ে, অন্যদের সাহায্য সহযোগিতার মধ্য দিয়ে যিশুর ভালবাসা অর্জন করতে পারি। আমরা প্রত্যেকে অল্প অল্প করে সাহায্য সহযোগিতার মধ্য দিয়ে অন্য শিশুদের সাহায্য করতে পারি। শিশু হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হল পড়াশুনা, প্রার্থনা ও পরিশ্রম করা।

প্রত্যেক শিশুকেই আমাদের দেখতে হবে একেকটা উপহার হিসেবে, যাকে স্বাগত জানানো, সযত্নে লালন-পালন ও সুরক্ষা দেওয়া অতীব জরুরী। আমাদের কিশোর-কিশোরীদেরকেও যত্ন করা খুবই জরুরী কাজ। তাদের আশাহত হতে দেওয়া যাবে না কিংবা রাস্তাঘাটে পড়ে থাকা জীবনে তাদের বাধ্য করা উচিত নয়।

- পোপ ফ্রান্সিস

শিশুরাই শিশুদের সহায়তা করে।

জন্ম থেকে মৃত্যু

ব্রাদার অংকন পিটার রিবেরু সিএসসি

ঈশ্বর মোরে দিয়েছে জীবন
করিতে তাঁরই ভজন,
ক্ষণস্থায়ী জীবনের রয়েছে
এক বিশালতা
বাধা-বিঘ্ন নিয়ে এ কোন আকুলতা।

ছোট শিশু মিশে শুধু
সব কিছু করতে সে যে পটু।
ছোট থেকে বড় হবে
কৈশরে পা দিবে,
ভাল মন্দ না বুঝে
পরনির্ভরশীল হবে।

কৈশর থেকে যৌবনে পর্দাপণে
নব নব চিন্তা রবে অন্বেষণে,
ভালবাসতে শিখবে সে
ভালবাসা দিবে যে।
যৌবন থেকে যুবকে গমনে
হবে তার চেতনা,
কি করেছ আগে তা নিয়ে
অত ভেবোনা।

পরিশ্রম পরিবর্তন দুইয়ে মিলে এক,
জীবনকে নবরূপে সাঁজিয়েত দেখ।
টাকা পয়সা নিয়ে এখন চিন্তায় রত
কোথায় পাবে টাকা পয়সা
কোথায় পাবে বাড়ি
এ নিয়ে হাড়াহাড়ি।

অবশেষে বৃদ্ধবেলায় বলে হায়
কিছুই নাই, কিছুই নাই।
ভাল নেইরে ভাই
ছেলে বলে ভাত দিবে না
বউ বলে তাড়া,
বুড়াবুড়ি দুইয়ে মিলে
বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে দাঁড়া।

জীবনের সমাপ্তিক্ষণে
এসো বলি তাই,
এই জীবনে দুঃখ বিনা
আনন্দ যে নাই।
জীবন বেলায় একক স্বার্থ
খুঁজেছি যে ভাই,
ভাল কিছু না করলেও
মন্দ করেছি তাই।

একটা সময় মৃত্যু হবে
এইটা তো সত্য,
মরার পরে অন্যজনে গাইবে দুর্নামত্ব।
অবশেষে বলি তবে
একটা দাগ রেখে যা,
মরার পরে সবায় যেন
ভাল ভেবে গুনগান করে তা।

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

ইউরোপ তার প্রতিষ্ঠাকালীন পিতৃপুরুষদের স্বপ্নে ঐক্যবদ্ধ হোক

- পোপ ফ্রান্সিস

গত বুধবার (২২/০৪) কাজা সান্তা মার্থার চ্যাপেলে সকালের খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করার সময় পোপ মহোদয় সকল দেশের কাছে জোর আবেদন করেন যেন তারা কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলায় ঐক্যবদ্ধ হয়। তিনি বিশেষভাবে ইউরোপের জন্য প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন, এই সময়ে আমাদের নিজেদের ও দেশগুলোর মধ্যকার ঐক্য খুবই দরকার। আমরা আজ ইউরোপের জন্য প্রার্থনা করি, যাতে করে ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতাগণ যে

ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ঐক্য তৈরির স্বপ্ন দেখেছিলেন তা বাস্তবায়িত করতে ইউরোপ যেন সফল হতে পারে।

পোপ ফ্রান্সিস উপদেশে বলেন, ঈশ্বর আমাদের ভীষণভাবে ভালবাসেন। পাগলের মতই ভালবাসেন। দিনের মঙ্গলসমাচারের (নিকোদেমকে নব জন্ম লাভের আহ্বান) ব্যাখা করতে গিয়ে তিনি দু'টি বিষয়ের উপর জোর দেন; ১) ঈশ্বরের ভালবাসার প্রকাশ এবং ২) আলো ও অন্ধকারের অস্তিত্ব থেকে বেছে নেওয়া।

ক্রুশ সকল খ্রিস্টীয় প্রজ্ঞা ধারণ করে

ঐশ ভালবাসার সর্বোচ্চ প্রকাশ হলো ক্রুশ। যারা ক্রুশ ধ্যান করে তাদের কাছে সব প্রকাশ করা হবে। অনেক মানুষ, অনেক খ্রিস্টান, ক্রুশবিদ্ধ যিশুর দিকে অপলক তাকিয়ে সময় পার করে ... এবং ঐ ক্রুশে তারা সব খুঁজে পায় কেননা তারা ক্রুশ মাহাত্ম্য বুঝতে পারে। পবিত্র আত্মা তাদেরকে শিখিয়েছে যে ক্রুশের মধ্যেই সকল জ্ঞান, ঈশ্বরের সকল ভালবাসা এবং সকল খ্রিস্টীয় প্রজ্ঞা রয়েছে। সাধু পলও ক্রুশ নিয়ে এই অভিব্যক্তিই প্রকাশ করে গেছেন।

অন্ধকারের উপরে আলো

আলো ও অন্ধকারকে পছন্দ করা নিয়ে পোপ মহোদয় বলেন, কিছু কিছু মানুষ (মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষও মাঝে মাঝে) আলোতে জীবনযাপন করতে অক্ষম, কারণ তারা অন্ধকারে থাকতে থাকতে তাতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। আলো তাদের অন্ধ করে দেয় এবং তারা দেখতে পায় না। অনেকটা বাদুড়ের মত। যারা শুধু রাতে চলাফেরা করে। আমরা যখন পাপের অবস্থায় থাকি তখন আমাদের অবস্থা তা-ই হয়। আলোকে আমরা সহ্য করতে পারিনা। অন্ধকারে বাস করা সহজ। আলো আমাদেরকে আমাদের দুর্বলতা এবং যা আমরা দেখতে চাই না, তা আমাদের দেখায়।

দুর্নীতি অন্ধ

পোপ ফ্রান্সিস বলেন, আলো আমাদের কাছে যা প্রকাশ করে তা মোকাবেলা করা যদিও কঠিন কিন্তু তা থেকেও খারাপ যখন অন্তরচক্ষু আলো সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। জগতের অনেক স্ক্যাণ্ডাল ও দুর্নীতি আমাদেরকে তা শিক্ষা দেয়। যারা দুর্নীতিগ্রস্ত তারা জানে না আলো কি!

ঈশ্বরের সন্তান ... না বাদুড়ের?

পবিত্র আত্মার মাধ্যমে ঈশ্বরের ভালবাসার আলো আমাদের জীবন পথে প্রজ্জলিত হোক্, এই আমন্ত্রণ জানিয়ে পোপ মহোদয় তাঁর উপদেশ শেষ করেন। প্রশ্ন রেখে বলেন, আমি কি আলো না অন্ধকারে পথ চলছি? আমি কি ঈশ্বরের সন্তান নাকি বাদুড়ের মত অন্ধকারে থেকেই জীবন শেষ করতে চাই!

কোভিড-১৯ দ্বারা সৃষ্ট মহামারীর পরবর্তী ধাপ নিয়ে আলোচনায় ভাতিকান কর্তৃপক্ষ

ভাতিকান সিটি স্টেটের সেক্রেটারী কার্ডিনাল পিয়েত্ত পারোলিনের সভাপতিত্বে গত বুধবার (২২/০৪) সকালে ভাতিকানের বিভিন্ন দপ্তর ও প্রতিষ্ঠান প্রধানদের নিয়ে একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার আলোচ্যসূচী ছিল কোভিড-১৯ কারণে সৃষ্ট সংকট উত্তরণ এবং পরবর্তী ধাপ নিয়ে পরিকল্পনা করা ও তাতে সাড়াদান। আমাদের অবশ্যই কোভিড-১৯ এর পরিণতি সম্পর্কে ভাবতে হবে যাতে করে আমরা অপ্রস্তুত হয়ে না থাকি। ভাতিকানের প্রেস অফিসের বিবৃতিতে বলা হয়, সভায় অংশগ্রহণকারীগণ টেকসই উপায়ে সঙ্কট মোকাবেলায় ভাতিকানের প্রচেষ্টা তুলে ধরেন। তবে একই সাথে পুণ্যপিতা ও সর্বজনীন মণ্ডলীর সেবাদান নিশ্চিত করার সাথে সাথে ভাইরাসের বিস্তার রোধে সতর্কতা অবলম্বন করার পাশাপাশি সাধারণ পরিষেবাগুলি ধীরে ধীরে পুনঃস্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যা মে মাসের ৪ তারিখ থেকে শুরু হবে। কাকতালীয়ভাবে ঐ দিন থেকেই ইতালিতে চলাচলের উপর কিছুটা শিথিলতা আসবে।

পরিবার বিশ্বসভা ও বিশ্ব যুব দিবস স্থগিত

ভাতিকান ঘোষণা করেছে, আন্তজার্তিক পরিমন্ডলে মাণ্ডলীক বড় দুইটি ইভেন্ট স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। গত সোমবার (২০/০৪) দুপুরে ভাতিকানের প্রেস অফিসের পরিচালক এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করেন যে, ভক্তজন, পরিবার ও জীবন বিষয়ক দপ্তরের সাথে একাত্ম হয়ে পোপ মহোদয় আগামী পরিবার বিশ্বসভা ও বিশ্ব যুব দিবস স্থগিত ঘোষণা করেছেন। বিশ্ব পরিবারসভা অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল ২০২১ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে, তা পরিবর্তিত হয়ে অনুষ্ঠিত হবে জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দে। একইভাবে পর্তুগালের লিসবর্ণে বিশ্ব যুব দিবস হবার কথা ছিল ২০২২ খ্রিস্টাব্দে, তা পরিবর্তিত হয়ে হবে আগস্ট ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে। বর্তমানের করোনাভাইরাসের সৃষ্ট স্বাস্থ্য সংকট ও পরবর্তী বিষয়গুলোর কথা বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

কভিড-১৯ সত্ত্বেও মানুষের সাথেই কম্বোডিয়া মণ্ডলী

গত মঙ্গলবার (২১/০৪) পর্যন্ত কম্বোডিয়াতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয় ১২২ জন। ইতোমধ্যে ১১০জন সুস্থ হয়েছে এবং কোন

মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি। তথাপি সরকার করোনাভাইরাস রোধে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে। ইতোমধ্যে ৭ মার্চ থেকে কোন কোন সেক্টর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ধর্মীয় ও জন সমাবেশ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। স্কুল সমূহ পরবর্তী ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। এমনিতর অবস্থায় কম্বোডিয়ার রাজধানী নমপেনের এ্যাপস্টলিক ভিকার বিশপ ওলিভিয়ের বলেন, করোনাভাইরাসের কারণে সৃষ্ট এই জরুরী অবস্থার মধ্যে, কম্বোডিয়ার বিস্তীর্ণ ধানক্ষেতের মধ্যেও আমরা আমাদের হৃদয় হাস্যময়ী মা মারীয়ার কাছে অর্পণ করি। এই মহামারীর সময়ে কম্বোডিয়ার কাথলিক মণ্ডলী সৃজনশীল ও সক্রিয়ভাবে জনগণের কাছে সাড়া দিয়েছে। খ্রিস্টান সমাজের সকল সমাবেশগুলো: খ্রিস্টযাগ, সম্মিলিত প্রার্থনা, মিটিং, সেমিনারসমূহ স্থগিত করা হয়েছে এবং স্কুলগুলোও বন্ধ আছে। তাদের সেবাদান করার জন্য এ্যাপস্টলিক ভিকার 'কোভিড-১৯ টাস্কফোর্স' গঠন করেছেন ১৯ মার্চ যেখানে এ্যাপস্টলিক ভিকারিয়েটের বিভিন্ন সেক্টরের প্রতিনিধিগণ রয়েছেন। রবিবারগুলোতে ফেইসবুক লাইভে ও ইউটিউবে খ্রিস্টযাগ ও রোজারি প্রার্থনা সরাসরি প্রচার করা হয়। ভিকারিয়েটের সামাজিক যোগাযোগ কমিশন ২৪ ঘন্টাই ভক্তদের যোগাযাগের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। অনলাইনে বিভিন্ন সার্ভিস দেবার জন্যও বিভিন্নজনকে আসতে বলে। তবে একসাথে অবশ্যই ৪জনের বেশি নয়। এ্যাপস্টলিক ভিকার সকল পুরোহিতকে বলেন, তারা যেন জনগণবিহীন সাক্রামেন্তীয় কাজগুলো করে যান। ধর্মপল্লীতে তাদের উপস্থিতি ও প্রার্থনা ভক্তজনগণের কাছে অনেক মূল্যবান। তিনি বিশপস হাউজে না থেকে ভক্তজনগণের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করতে হাস্যময়ী মা মারীয়ার ধর্মপল্লীতে চলে যান।

তথ্যসূত্র: news.va

বানিয়ারচর ধর্মপল্লীতে পবিত্র শিশু মঙ্গল দিবস পালন

ফাদার সঞ্চয় জার্মেইন গোমেজ : ১৭ মার্চ ২০২০ খ্রিস্টাব্দে, বানিয়ারচর ধর্মপল্লীর শিশু ও শিশুমঙ্গল সংঘের এনিমেটরদের নিয়ে শিশু মঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। "শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও, তাদের বাধা দিও

না"- এই মূলসুরকে সামনে রেখে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়। শিশু মঙ্গল দিবসে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন পিএমএস এর জাতীয় পরিচালক ফাদার রোদন রবার্ট হাদিমা ও ধর্মপ্রদেশীয় পরিচালক (বরিশাল) ফাদার সঞ্চয় জার্মেইন গোমেজ। ধর্মপল্লীর শিশু ও এনিমেটররা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। দিনের কর্মসূচিতে খ্রিস্টযাগের পাশা-পাশি ছিল মূলসুর এর উপর উপস্থাপনা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, কুইজ এবং বিকালে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর পুরস্কার বিতরণী ও সবাইকে ধন্যবাদ প্রদানের মধ্য দিয়ে শিশু মঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন শেষ হয়।

জাফলং ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন

আগ্নেশ ডিখার: "যিশু শিশুদের ভালবাসেন"- এই মূলসুরের আলোকে ১৪

মার্চ, শনিবার, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ সেন্ট প্যাট্রিক এর গীর্জা, জাফলং, সিলেট এ শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। এতে ১ জন ফাদার ১২ জন শিশু এনিমেটর সহ মোট ১২৫জন অংশগ্রহণ করেন। সকাল ১০ টায় খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন জাফলং ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা। তিনি তার উপদেশ বাণীতে শিশুদের উপযোগী করে বাণী পাঠের আলোকে গঠনমূলক সহভাগিতা করেন। তিনি বাস্তবতার আলোকে বলেন - শিশুরা কিভাবে শিশুদের সাহায্য সহযোগিতা করেন। খ্রিস্টযাগের পর ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা মূলসুরের আলোকে সহভাগিতা করেন। তিনি তার সহভাগিতায় বলেন - আমরা শিশু হিসেবে যে যেমনই হই না কেন যিশু আমাদের ভালবাসেন। আমাদের তাঁর কাছে থাকার আহ্বান করেন। আমরা পিতা-মাতার বাধ্য থেকে, সৃষ্টির যত্ন নিয়ে, অন্যদের সাহায্য সহযোগিতার মধ্য দিয়ে যিশুর ভালবাসা অর্জন করতে পারি। আমরা প্রত্যেকে অল্প অল্প করে সাহায্য সহযোগিতার মধ্য দিয়ে অন্য শিশুদের সাহায্য করতে পারি। শিশু হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হল পড়াশুনা করা, প্রার্থনা করা। সহভাগিতার পর থাকে শ্রেণী ভিত্তিক খেলা-ধূলা এবং চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। যারা খেলা-ধূলা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করেছেন তাদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কার বিতরণী শেষে জাফলং ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত সবাইকে সাহায্য-সহযোগিতার জন্যে বিশেষ করে শিশুমঙ্গল এনিমেটরদের ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানান। এক আনন্দঘন পরিবেশে দুপুরের আহারের মধ্য দিয়ে দুপুর ১:৩০ মি: শিশুমঙ্গল দিবস উদ্‌যাপন দিবসটি সমাপ্ত হয়।

ভোটপাড়ায় শিশুমঙ্গল দিবস পালন

নবিস তুলি কস্তা আরএনডিএম: গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ ভোটপাড়া, উপ-ধর্মপল্লীতে শিশুমঙ্গল দিবস উদযাপন করা হয়। আগের দিন সন্ধ্যায় ছেলেমেয়েরা গীর্জা প্রাঙ্গণ সাজসজ্জার মধ্য-দিয়ে শিশুমঙ্গলের কার্যক্রম শুরু করে। পরের দিন সকাল ৯:৩০ মিনিটে খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে দিবসটির মূল পর্ব শুরু হয়। ছেলেমেয়েরা শিশুমঙ্গলের টুপি পরে বাইরে থেকে শোভাযাত্রা করে নাচের মধ্য দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে। 'খ্রিস্টযাগের বাইবেল পাঠ, উদ্দেশ্য প্রার্থনা এবং অর্ঘ্য সামগ্রী নিয়ে যাওয়া' সব কিছুতেই শিশুরাই আংশগ্রহণ

করে। "আমাদের শিশুদের জীবনে ভবিষ্যতের চেয়ে বর্তমানের গুরুত্ব বেশি" এই মূলসুরের উপর ফাদার লাজারুস সহভাগিতা করেন। খেলাধুলা, নাচগান ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। বিজয়ী শিশুদের জন্য পুরুস্কার তুলে দেন শ্রদ্ধেয় ফাদার লাজারুস সরেন ও সিস্টার আইরিন আরএনডিএম।

খ্রিস্টযাগের পর পর ব্যানার ও স্লোগানের মধ্য দিয়ে র‍্যালি করা হয়, ছেলেমেয়েরা ব্যানার হাতে নিয়ে স্লোগান দিতে দিতে গ্রাম ঘুরে আসে । দুপুরের আহারের পর শুরু হয় ক্লাসভিত্তিক বাইবেল কুইজ প্রতিযোগিতা, অংশগ্রহণকারী শিশুদের সংখ্যা ছিল ৬০জন। শিশুমঙ্গল দিবসটি পালনের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন ওয়াইসিএস দল এবং তত্ত্বাবধান করেছেন সিস্টার আইরিন ও নবিস তুলি কস্তা।

জাফলং ধর্মপল্লীর জাফলং চা বাগানে জিংয়াসেং

এরিমস খংস্থিয়াঃ ১৫ মার্চ, রবিবার, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ সাধু প্যাট্রিক এর গীর্জা, জাফলং ধর্মপল্লীর জাফলং চা বাগানে জিংয়াসেং এর যাত্রা শুরু হয়। এতে সংগ্রাম, বল্লা, নকশিয়া, লামা, প্রতাপপুর, মোকাম, জৈন্তা এবং চা বাগান থেকে মোট ১জন ফাদারসহ ১৪০জন খ্রিস্টভক্ত এতে অংশগ্রহণ করেন। সকাল ১১ টায় খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে এই জিংয়াসেং শুরু হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন জাফলং ধর্মপল্লীর পাল- পুরোহিত ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা। তিনি সবাইকে স্বাগত জানান। তিনি তার উপদেশ বাণীতে সবাইকে মনপরিবর্তন করে যিশুর ন্যায় আলো হয়ে আলোর পথে চলার আহ্বান করেন। যিশু পাপীদের আহ্বান করেন। আমরা যত বড় পাপই করি না কেন তিনি চান আমরা

যেন মন পরিবর্তন করি। মানুষ পাপীদের ঘৃণা করেন কিন্তু যিশু পাপীদের ভালবাসেন। আমরা সবাই কোন না কোন ভাবে পাপী। আমরা অনুতপ্ত অন্তরে মন পরিবর্তন করে যেন তার কাছে আসি। যিশু যে আলো তাকে অনুস্মরণ করি। খ্রিস্টযাগ শেষে যোশুয়া খংস্লিয়া সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং সক্রিয়ভাবে সব পুঞ্জি ও বাগান থেকে আসার জন্য প্রশংসা করেন। তিনি বলেন-এভাবে আমরা যেন জিংয়াসেং এর যাত্রা করি যিশু যে কালভারী পর্বতে যাত্রা করেছেন তার সাথে একাত্ম হয়ে তার আশীর্বাদ লাভ করি। চন্দন মুর্মু যিনি চা বাগনে রয়েছেন তিনিও সবাইকে ধন্যবাদ জানান। তিনি এভাবে সবাইকে আসার জন্য এবং খ্রিস্টেতে আমরা যে এক তা প্রকাশ করার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান। এভাবে সবসময় আমরা যেন একত্রিত হয়ে একাত্মতা প্রকাশ করি সে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা সবাইকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানান। আমরা যেন আমাদের প্রতিবেশী ভাই মানুষের যত্ন নেই সেই কথাও তিনি বলেন। সবার অংশগ্রহণে অনেক দিন পর আবার জাফলং ধর্মপল্লীর চা বাগনে জিংয়াসেং করার মধ্য দিয়ে জাফলং ধর্মপল্লীর জিংয়াসেং এর যাত্রা আবার নতুন করে শুরু হয় এবং নতুন মাত্রা পেয়েছে। সবাইকে ধন্যবাদ জানানোর মধ্য দিয়ে দুপুর ১ টায় এই জিংয়াসেং সমাপ্ত হয়।

ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বরুয়াকোনা ধর্মপল্লীর সংবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক

হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ রোজ শুক্রবার ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বিশপ পল পনেন কুবি বরুয়াকোনা ধর্মপল্লীতে তার পালকীয় সফরে আসেন। ২২ ফেব্রুয়ারি তিনি কাইটাকোনা উপধর্মপল্লীতে ৪০ জন ছেলেমেয়েকে এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি রবিবার বরুয়াকোনা ধর্মপল্লীতে ২০ জন ছেলেমেয়েকে হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান করেন। বিশপ মহোদয় তার উপদেশে "একি সেই যোসেফের ছেলে নয়, তার ভাইয়েরা কি আমাদের মধ্যে নেই"- বিষয়টি গভীরভাবে ব্যাখা করেন। তাছাড়াও তিনি যিশুর প্রেরণকর্মের গুরুত্বপূর্ণ কিছু অধ্যায় তুলে ধরে উপাসনায় অংশগ্রহণকারীদের আলোকিত বকরেন।

প্রায়শ্চিত্তকালীন নির্জন ধ্যান

গত ৬ মার্চ বরুয়াকোনা ধর্মপল্লীতে যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী, ছেলেমেয়ে ও বয়স্কদের নিয়ে প্রায়শ্চিত্তকালীন নির্জন ধ্যান অনুষ্ঠিত হয়। ফাদার বিপিন নকরেক তার অনুধ্যান সহভাগিতার মধ্য দিয়ে নির্জন ধ্যান আরম্ভ করেন। ফাদার তার অনুধ্যানের মূল বিষয়বস্তু হিসেবে বেছে নেন *"তোমাদের পরম পিতা যেমন দয়ালু, তোমরাও তেমনি দয়ালু হও"(লূক ৬: ১৫)*। মঙ্গলসমাচারীয় এই উক্তিটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ফাদার যিশুর বিভিন্ন ভাল কাজের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। তিনি বলেন গরীব দুঃখীদের সেবা করা, মৃতকে জীবন দেওয়া সবই ছিল যিশুর অসীম দয়া। ফাদার বিপিন বিভিন্ন সাধু সাধ্বীদের জীবন দৃষ্টান্ত দিয়ে সকলকে দয়ালু হওয়াার অহ্বান জানান। শেষে পবিত্র খ্রিটযাগ ও ক্রুশের পথের মধ্য দিয়ে দিনের কর্মসূচি সমাপ্ত হয়।

২০০ বছরের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন

সম্পদ পিউস গমেজ: গত ১৪ মার্চ ২০২০ খ্রিস্টাব্দ রোজ শনিবার বান্দুরা হলিক্রশ স্কুল অ্যান্ড কলেজে বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষক-শিক্ষার্থী, হলিচাইল্ড মর্নিং শিফ্ট এর শিক্ষকমণ্ডলী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিয়ে মহাড়ম্বরে উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্‌যাপন করা হয় পবিত্র ক্রুশ সংঘের ব্রাদারদের প্রতিষ্ঠার ২০০ বছরের জুবিলি অনুষ্ঠান। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্রাদারদের *(সাধু যোসেফ সংঘ প্রদেশের)* প্রদেশপাল ব্রাদার সুবল লরেন্স রোজারিও সিএসসি। সকাল ৯ ঘটিকায় বান্দুরা ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারীর চ্যাপলে পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে জুবিলি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন শ্রদ্ধেয় ফাদার আলফ্রেড গমেজ এবং সহযোগী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফাদার কুঞ্জন কুইয়া ও ফাদার সনি মার্টিন রড্রিক্স। খ্রিস্টযাগে ১৮ জন ব্রাদার, হলিক্রস ও এসএমআরএ সিস্টারগণ, শিক্ষকমণ্ডলী, সেমিনারীয়ানগণ ও বান্দুরা হলিক্রশের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। ফাদার আলফ্রেড উপদেশ বাণীতে বলেন, প্রার্থনা জীবন হবে যুগ উপযোগী বাস্তবতায় নতুন প্রৈরিতিক কর্মক্ষেত্রের পথিকৃৎ ও অনুপ্রেরণা। খ্রিস্টযাগের পর পরই সমাবেশে সকল ব্রাদারদের ফুলের শুভেচ্ছা জানানো হয়। শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতার অনুভূতি প্রকাশ করেন প্রভিনশিয়াল ব্রাদার সুবল লরেন্স রোজারিও সিএসসি এবং অধ্যক্ষ, ব্রাদার আলবার্ট রত্ন সিএসসি। বেলা ১২:১৫ মিনিটে বিদ্যালয়ের মিলনায়তনে প্রায় ৩০০ শিক্ষার্থীসহ বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষকদের নিয়ে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও স্মৃতিচারণমূলক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ছিল জুবিলি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, অত্র প্রতিষ্ঠানের উপাধ্যক্ষ ব্রাদার তরেন যোসেফ পালমা সিএসসি স্বাগত বক্তব্য, ২০০ বছরের জুবিলি উপলক্ষে কেক কাটা এবং শিক্ষক মৌলভী আহমেদ মিয়া, প্রাক্তন ছাত্র ডা. রফিকুল ইসলাম, বর্তমান শিক্ষক মি: খ্রিস্টফার গমেজ, ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থী আন্দ্রেয় জেরী ডি'কস্তা, ব্রাদার ভিনসেন্ট সরোজ গমেজ সিএসসি. ব্রাদার প্রদীপ লুইস রোজারিও সিএসসি. সিস্টার মেরি সিগ্ধা এসএমআরএ স্মৃতিচা ণে অংশ নেন। প্রধান অতিথি শ্রদ্ধেয় ব্রাদার সুবল পবিত্র ক্রুশ সংঘের রূপকার ফাদার ডুজারিয়ে এবং প্রতিষ্ঠাতা ধন্য ফাদার মরোর অবদানের কথা তুলে ধরে সেখানে উপস্থিত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, 'হলিক্রশ ব্রাদারদের সংস্পর্শে থেকে আপনার সবাই হয়ে উঠেছেন হলিক্রশের অংশ এবং সভ্য-সভ্যা।' এরপর উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল ব্রাদারদেরকে বান্দুরা হলিক্রশ স্কুল অ্যান্ড কলেজের পক্ষ থেকে উপহার প্রদান করা হয়। শেষে ব্রাদার আলবার্ট রত্ন সি.এস.সি. সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৫ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ রোজ রবিবার হাসনাবাদ ধর্মপল্লীতে ধর্মপল্লীবাসীদের নিয়ে এই জুবিলির আনন্দ সহভাগিতা করা হয়। পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন পরম শ্রদ্ধেয় বিশপ থিওটনিয়াস গমেজ সিএসসি এবং সাথে ছিলেন হাসনাবাদ ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার স্ট্যানিসলাউস গমেজ ও ফাদার সনি মার্টিন রড্রিক্স। উপদেশ বাণীতে বিশপ মহোদয় ব্রাদারদের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, ব্রাদারদের জীবনের তাৎপর্য ও প্রৈরিতিক কাজ সম্পর্কে খ্রিস্টভক্তদের সাথে সহভাগিতা করেন। খ্রিস্টযাগের শেষে ব্রাদার চয়ন ভিক্টর কোড়াইয়া, সিএসসি এ জুবিলির তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য খ্রিস্টভক্তদের সাথে সহভাগিতা করেন এবং সাধু যোসেফ ভ্রাতৃ-সংঘের নামে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ধরেন্ডা ধর্মপল্লীতে ওয়াইসিএস এর নির্জন ধ্যান

সিস্টার মেরী জেনিফার এসএমআরএ: গত ১৩ মার্চ রোজ শুক্রবার ধরেন্ডা ধর্মপল্লীতে ওয়াইসিএস এর প্রায়শ্চিত্তকালীন নির্জন ধ্যান অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৯ টার খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে নির্জনধ্যানটি শুরু করা হয়। উক্ত খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার আলবার্ট টমাস রোজারিও। তিনি তার উপদেশে প্রার্থনা, উপবাস ও ত্যাগস্বীকারের উপরে গুরুত্ব আরোপ করেন। খ্রিস্টযাগের পর ধরেন্ডা সেন্ট যোসেফস্ হাইস্কুল এন্ড কলেজের প্রিন্সিপাল সিস্টার মেরী নমিতা

এসএমআরএ তার বক্তব্যে ছেলেমেয়েদেরকে উৎসাহিত করেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্যাগের মনোভাব গড়ে তুলতে। এরপর ধরেন্ডা ধর্মপল্লীর সহকারী পাল-পুরোহিত ফাদার ভিনসেন্ট গমেজ পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে যিশুর সপ্তবাণীর উপর তার ধ্যান-অনেক সুন্দরভাবে ছেলেমেয়েদের মাঝে সহভাগিতা করেন। মি: প্রভাত তপস্যাকালের উপর সহভাগিতা করেন। স্বাস্থ্য বিষয়ে বিশেষভাবে (করোনাভাইরাস ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার) বিষয়ে সচেতনতা দান করেন সিস্টার মেরী যুথিকা এসএমআরএ। ফাদার ভিনসেন্ট ও সিস্টার মেরী নমিতার পরিচালনায় বাইবেল সম্বন্ধে (বিশেষভাবে যিশুর যাতনাভোগের) উপর কুইজ প্রতিযোগীতায় ছেলে-মেয়েদের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ ছিল। সিস্টার মেরী মার্গারেটের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে দিনের কার্যক্রম শেষ করা হয়। উক্ত নির্জনধ্যানে উপস্থিত ছিল ধরেন্ডা ধর্মপল্লীর প্রায় ৩০০ জন ছেলেমেয়ে, ৫ জন এনিমেটর, ৫ জন সিস্টার ও ২ জন ফাদার। মধ্যাহ্ন ভোজের মধ্য দিয়ে প্রোগ্রামটি শেষ করা হয়।

হলিক্রস ব্রাদারদের প্রতিপালক সাধু যোসেফের পর্ব উদ্‌যাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা: গত ১৯ মার্চ, ২০২০ রোজ বৃহস্পতিবার বিশ্ব খ্রিস্টমণ্ডলীর সাথে একাত্ম হয়ে বান্দুরায় অবস্থানরত হলিক্রস ব্রাদারগণ উদ্‌যাপন করেন তাদের প্রতিপালক ধন্যা মারীয়ার স্বামী সাধু যোসেফের মহাপর্ব। বান্দুরা হলিক্রস ব্রাদারস্ কমিউনিটি আঠারগ্রাম অঞ্চলের ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার ও ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারীর সেমিনারীয়ানদের নিয়ে পালন করে সাধু যোসেফের এই

মহাপর্ব। উক্ত মহাপর্ব উদ্‌যাপনে বান্দুরা হলিক্রস ব্রাদারস্ কমিউনিরিটর সাথে শরীক হন ৪ জন পুরোহিত, ১২ জন সিস্টার এবং প্রায় ৫০ জন সেমিনারীয়ান। পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন সেমিনারীর পরিচালক ফাদার কুঞ্জন কুইয়া। তিনি উপদেশ বাণীতে বলেন, সাধু যোসেফ যেমন যিশুকে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন তেমনি তিনি বিশ্ব কাথলিক মণ্ডলীকেও সকল বিপদ থেকে আগলে রাখেন, তাই তিনি কাথলিক মণ্ডলীর প্রতিপালক, একই সাথে সাধু যোসেফ ছিলেন মা মারীয়ার কুমারীত্বের একমাত্র স্বাক্ষী। খ্রিস্টযাগের পরই শ্রদ্ধেয় ব্রাদার তরেন যোসেফ পালমা সিএসসি সবার উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ বক্তব্য রাখেন এবং উপস্থিত সকলকে হলিক্রস ব্রাদারদের জন্য প্রার্থনাপূর্ণ সমর্থনের বিশেষ অনুরোধ করেন। পর্বীয় প্রীতি ভোজের মধ্য দিয়ে পর্বের সমাপ্তি ঘটে।

সবার চেনামুখ সাইফুদ্দিন সবুজ আর নেই

মিডিয়া ব্যক্তিত্ব জনমানবের কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দেয়া, কমিউনিটি রেডিও আন্দোলনের সেই হাসিমাখা মুখ সাইফুদ্দিন সবুজ গত ১৩ এপ্রিল, ডায়াবেটিকস ও জন্ডিস রোগে আক্রান্ত হয়ে কাকরাইলের ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ঈশ্বর তার আত্মাকে চিরশান্তি দান করুন।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের বাণীদীপ্তির রেডিও ভেরিতাস এশিয়া'র বাংলা বিভাগের সুদীর্ঘ দিনের একজন বিশ্বস্ত ও প্রিয় কর্মী এবং সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর নিয়মিত লেখক সাইফুদ্দিন সবুজের তিরোধানে প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, বিশেষ করে খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র পরিবারের সকলে শোকে মুহ্যমান। শোকসন্তপ্ত সবুজ ভাইয়ের পরিবার ও খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র পরিবারকে দয়ালু ঈশ্বর এ ভীষণ বিয়োগ ব্যথা বহন করার শক্তি দান করুন।

নয়ন সম্মুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।

৩য় মৃত্যু বার্ষিকী

প্রয়াত ব্রাদার জন রোজারিও সিএসসি
জন্ম : ২-০১-১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১-০২-২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ ব্রাদার জন রোজারিও সিএসসি পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি ব্যক্তি জীবনে ধার্মিক, সৎ ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমারি আদর্শে পথ চলতে পারি।

শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ

১৩তম মৃত্যু বার্ষিকী

প্রয়াত টমাস রোজারিও
জন্ম : ১১-১২-১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৬-০৪-২০০৭ খ্রিস্টাব্দ
বাঁশবাড়ী, মঠবাড়ী

তুমি আমাদের আপন ভুবন থেকে বিদায় নিয়ে হয়েছ স্বর্গবাসী। তারপরও মনে হয় তুমি আমাদের সাথেই আছ। প্রার্থনা করি ঈশ্বর তোমাকে যেন তাঁর কাছে রাখেন। আমরাও যেন তোমার মত আদর্শ জীবনযাপন করতে পারি।

শোকার্ত পরিবারবর্গ

২৫তম মৃত্যু বার্ষিকী

'দু' লোচনে বারি ঝরঝর বড় কষ্ট ব্যথায় কাতর এ হৃদয় প্রাঙ্গণ'

প্রয়াত সিসিলিয়া রড্রিক্স
মৃত্যু : ১৫-০৩-১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ
বাঁশবাড়ী, মঠবাড়ী

ঠাকুমা,
তুমি নেই, এটা এমন সত্যি যে, আকাশের ধ্রুবতারার প্রজ্বলতার আঁচড়েই বুঝা যায়। এতটা বছর পরও তোমাকে হারানোর ব্যথা মনের মাঝে জেগে ওঠে। তোমার স্মৃতি যেন ছবির মত হেসে রয়। দূর থেকে আশীর্বাদ করো, যেন তোমার মত বিশ্বস্ত হয়ে জগত সংসারে মানুষের সেবা করতে পারি।

শোকাহত পরিবারবর্গ

২৫তম মৃত্যু বার্ষিকী

প্রয়াত পরিমল আগষ্টিন রোজারিও
জন্ম : ২৪-০৯-১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১০-০৪-১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা

বাবা,
বছর ঘুরে আবার এলো সেই বেদনার দিন। যেদিন তুমি আমাদের সবাইকে কাঁদিয়ে চলে গেলে চিরতরে। আমরা ভাবতে পারি না তুমি আমাদের মাঝে নেই। তোমার স্মৃতি আজো ভাসে আমাদের মানসপটে। স্বর্গ থেকে প্রার্থনা করো আমরা যেন তোমার মত আদর্শবান মানুষ হতে পারি।

শোকাহত পরিবারবর্গ
স্ত্রী : হিরণ মারীয়া গরেটি রোজারিও
ছেলে : ডা. এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও
ছেলে বৌ : শর্মিলা কস্তা
মেয়ে : পান্না, রাখী, ও রীপা
মেয়ে জামাই : তুষার, জেমস ও সজল
নাতি-নাতীন : স্বপ্নীল, অনিন্দিতা, তীব্র, পুর্ণ, সুপান্থ, অপরাজিতা, প্রিয়

২০তম মৃত্যু বার্ষিকী

"সদা হেসে বলতে কথা,
দিতে না প্রাণে ব্যথা,
মরণের পরে হলে
বেদনার স্মৃতি-গাঁথা"

প্রয়াত রায়মন মাইকেল কস্তা
জন্ম : ৪ ডিসেম্বর, ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৫ মার্চ, ২০০০ খ্রিস্টাব্দ
দক্ষিণ ভাদার্তী, তুমিলিয়া ধর্মপল্লী

দাদু,
১৯ বছর পার হলো, তুমি নেই! তোমার স্মৃতি বিজড়িত হয়ে প্রতিটি ক্ষণ কাটছে। অম্লান হয়ে আছ তুমি এই আমাদেরই মাঝে। তোমার আদর্শ আর কর্মপ্রেরণার উচ্ছলতা প্রতিনিয়ত আমাদের অনুপ্রাণিত করে। আশীর্বাদ করো, স্বর্গস্থ পিতার অনন্তধাম হতে আমরা যেন তোমার আদর্শকে সমুজ্জ্বল রাখতে পারি।

শোকসন্তপ্ত পরিবারববর্গ

বিজ্ঞ/৮৫/২০

বর্ষ ৮০ ❖ সংখ্যা- ১৪, ১৫
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 14, 15

❖ 26 April - 2 May, 2020, ১৩ - ১৯ বৈশাখ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
❖ 3 - 9 May, 2020, ২০ - ২৬ বৈশাখ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

Regd. No. DA-33

BOOK POST

১ম মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে...

প্রয়াত বেনেডিক্টা গমেজ
জন্ম : ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৩০ এপ্রিল, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

পরম পূজনীয় দিদি ও পিসি,

রেখে গেলে বাণী সে যে অভয় অশোক, জয় হোক, তারি জয় হোক!

৩০ এপ্রিল। তোমার চলে যাবার একটি বছর ঘুরে এলো! তুমি নেই কথাটি নিষ্ঠুর ও অবধারিত সত্য! মাটির বুকে তুমি বাসা বাঁধলে! সীমাহনি আকাশে অন্তহীন ও অনন্ত হয়ে গেলে। আমরা বেদনা বিধূর, শোকে বিহ্বল ও দিশেহারা! তোমার না থাকা, অভাব ও শূন্যতা আমাদের নিয়ত গ্রাস করে। তারপরও কী এক স্বর্গীয় শক্তি ও দিপ্তীতে, তোমার পরম স্নেহ-মমতা ও নিরন্তর আশীর্বাদে ভরিয়ে দাও আমাদের। তুমি হয়ে যাও সর্বব্যাপী, আমাদের নিত্য সহচর! তুমি আমাদের অনন্য শক্তি। তুমি আমাদের সবার মনের মণিকোঠায় সযতনে রাখা চিরজীবী, অক্ষয় ও অমর স্মৃতি ও আদর্শের স্মৃতি সৌধ।

পরম পিতার নিবিড় সান্নিধ্যে, স্বর্গের বাগানে সুন্দরতম ও সুগন্ধি ফুল হয়ে, শান্তি মহাশান্তি মাঝে তুমি বিরাজিছ। তোমার কাছে আমাদের প্রার্থনা – তোমার শক্তিশালী আশীর্বাদে আমাদের নিত্য ঘিরে রাখো, চালিত ও রক্ষা করো। সুন্দর ও সুরভিত, উদ্ভাসিত ও আলোকিত করো তোমার স্বর্গীয় সুবাস ও প্রভায়।

তুমি আমাদের অভয় বাণী, চলার পথের পথরেখা, ও অন্ধকারের আলোকবর্তিকা! তোমার শিক্ষা ও আদর্শে জীবন পথ চলার সাহস ও প্রত্যয় দান করো। অবিচল ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায়, আমাদের সবার হৃদয় গভীরে তুমি চির ভাস্বর, চিরজাগ্রত, চিরদীপ্তিমান, বিরাজিত ও আরাধিত! তোমার প্রথম মহাপ্রয়াণ দিবসে, আমরা তোমাকে জানাই আমাদের হৃদয় উজাড় করা বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। আশীর্বাদ করো তোমার রেখে যাওয়া বাণীতেই যেন আমরা জয় হতে পারি।

তোমার স্নেহ ও আশিষধন্য–পরিবার

যেরোম - মনিকা
অজিত - মনিকা ও স্বপ্ন গমেজ
অসীম - নিপা ও অংশীতা গমেজ
অসিত - কাঁকন-অতসী ও সপ্তর্ষি গমেজ
সিস্টার শিখা গমেজ, সিএসসি

গ্রাম: তেঁতুইবাড়ি, পো:অ: উলুখোলা
মঠবাড়ী মিশন, জেলা: গাজীপুর

বিজ্ঞ/৮৩/২০

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: www.wklypratibeshi.org